সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 08
03-09 March 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ০৮
১৯ ফাল্গুন ১৪২৩
০৩ জমাদিউস সানি ১৪৩৮ হিজরী

পপলারে এক বাঙালি পরিবারে জঘন্য কাণ্ড

- দুধের শিশুর ৪৭টি হাঁড় ভেঙ্গে হত্যা
- বুকে চাপ দিয়ে হাত-পা টেনে মচকে নির্যাতন
- রেডিয়েটর দিয়ে ছেঁকা, চার্জারের তার দিয়ে আঘাত

আব্দুল হাই সনজু

পূর্ব লন্ডনের পপলারে তিন মাস বয়সের শিশু রিফাত মুহাম্মদকে হত্যার দায়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ওল্ড বেইলি আদালতে বিচার শুরু হয়েছে শিশুটির বাংলাদেশী পিতা মুহাম্মদ মিয়া ও মাতা রেবেকা নাজমিনের বিরুদ্ধে। মামলার শুনানীতে বলা হয়েছে, চারটি অপূর্ণাঙ্গ আঙ্গুলসহ অস্বাভাবিক হাত নিয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। ঝাঁকুনিতে তিন মাস বয়সের দুধের বাচ্চাটির বুকের পাজরে ৩৮টিসহ দেহের মোট ৪৭টি হাঁড় ভেঙ্গে যায়। ১৩ মাসের আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসা রিফাত মুহাম্মদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই সময়ে শিশুটির বুকে চাপ দিয়ে এবং হাত-পা টেনে ও মচকে দিয়ে নির্যাতন চালানো হতো।

ওল্ড বেইলি আদালত

গত বছরের জুলাই মাসে রিফাতকে হত্যার দায়ে মামলা দায়ের করা হয় মুহাম্মদ মিয়া (৩৭) ও রেবেকা নাজমিন (৩১) এর বিরুদ্ধে।

মামলার শুনানীতে আরো বলা হয়েছে, শিশুটিকে মোবাইল ফোনের চার্জারের তার দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং রেডিয়েটরের গরমে ছেঁকা দেওয়া হয়েছে। রিফাত মারা যাওয়ার পর তাঁর

পৃষ্ঠা ৩৮

সফল ব্যবসায়ী ইকবাল আহমদ'র জীবনীগ্রন্থ

'কিং প্রন' প্রকাশিত

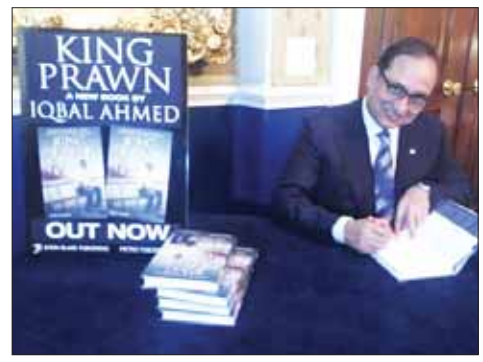

লন্ডন, ৩ ফেব্রুয়ারি: বৃটিশ-বাংলাদেশী শীর্ষ ধনী ইকবাল আহমদ ওবিই'র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'কিং প্রন' -এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা জন ব্লাক।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল লন্ডনের অভিজাত একটি হলে প্রকাশনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রিতা পেনি। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লর্ড শেখ, ব্যারোনেস পলা উদ্দিন, লর্ড দেশী, ডেভিট মাওয়েট এমপি, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার নাজমুল কাওনাইন, লর্ড কিরন বিলা মরিয়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটেনের সাবেক রাষ্ট্রদূত ডেভিট কার্টার ও স্টিফেন ইভান্স, প্রকাশক জন ব্লাক ও ইউকেবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ এমবিই।

সভায় বক্তারা বলেন, ইকবাল আহমদ ওবিই'র অনেক সফলতা রয়েছে। তিনি ব্রিটেনের সফল ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে ব্রিটেনে বাংলাদেশর ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল করেছেন তেমনি ব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

বইটিতে রয়েছে ইকবাল আহমদ ওবিই'র শৈশব, কৈশোর, বাংলাদেশে তার স্কুল জীবনের স্মৃতি। ৬০'র দশকে তাঁর

পৃষ্ঠা ৩৮

বৃটেনে সকল স্কুলে যৌন শিক্ষা বাধ্যতামূলক হচ্ছে

দেশ রিপোর্ট: এডুকেশন সেক্রেটারি জাস্টিন গ্রিনিং নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের সকল স্কুলে সেক্স এন্ড রিলেশনশীপ্স (যৌন শিক্ষা) শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে। এর ফলে সকল প্রাইমারি স্কুলে বয়সের সাথে মিল রেখে রিলেশনশীপ সম্পর্কিত যথার্থ শিক্ষা দিতে হবে আর সকল সেকেন্ডারি স্কুলে রিলেশনশীপের পাশাপাশি সেক্স এডুকেশনও দিতে হবে।

বর্তমানে কেবল লোকাল কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতেই সেক্স এডুকেশন বাধ্যতামূলক। নতুন এই পরিবর্তনের ফলে সেক্স এন্ড রিলেশনশীপ্স বিষয়টি বিভিন্ন একাডেমী, বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে

পৃষ্ঠা ৩৮

গাড়ি ড্রাইভিংকালে মোবাইল ব্যবহার

কঠোর আইন কার্যকর

২০০ পাউন্ড জরিমানা
নিষিদ্ধ হতে পারে ড্রাইভিং

দেশ রিপোর্ট: গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ করতে কঠিন আইন কার্যকর হয়েছে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসে। ১ মার্চ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন আইনের আওতায় দুই বছরের কম পুরনো ড্রাইভাররা গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া পুরনো

পৃষ্ঠা ৩৮

simplecall
Cheap International Calls
• No contract
• No hidden fees
• Keep your number
• View full call history
• Printed call statement on order
• Setup Call-Direct for easy dialing
• Share one account with many phone numbers
simplecall.com
02035 700 700
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Download Free App

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

এবার হেনস্তার শিকার মুহাম্মদ আলীর ছেলে

দেশ ডেস্ক, ৩ মার্চ: যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে মুসলিম পরিচয়ের কারণে এবার হেনস্তার শিকার হলেন কিংবদন্তির মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীর ছেলে। মুহাম্মদ আলী জুনিয়র সম্প্রতি জ্যামাইকা থেকে ফেরার পর ফ্লোরিডার বিমানবন্দরে তাঁকে দুই ঘণ্টা জেরা করা হয়। বলা হচ্ছে, কেবল তাঁর আরবি উচ্চারণের নামের কারণে এ ঘটনা ঘটে।

আলী জুনিয়রের বন্ধু ও আইনজীবী ক্রিস মাংচিনি বলেন, ৭ ফেব্রুয়ারি আলী জুনিয়র তাঁর মায়ের সঙ্গে বিদেশ থেকে ফিরছিলেন। তাঁর মা কামাতসু আলী হলেন মুহাম্মদ আলীর দ্বিতীয় স্ত্রী। বিমানবন্দরে পৌঁছালে নাম শুনে মুসলিম মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের আটক রাখা হয়। কামাতসু আলী তাঁর স্বামীর সঙ্গে নিজের ছবি দেখিয়ে পার পেয়ে যান। কিন্তু আলী জুনিয়রের কাছে এমন কোনো ছবি ছিল না। তাঁকে প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁর নাম এবং তিনি মুসলিম কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে হেনস্তা করা হয়।

ভোটাভুটিতে পক্ষে ২৩৬, বিপক্ষে ৪৪ ভোট

ওসমানী স্কুলের নাম বহাল

■ মতামতকে সম্মান জানানোর আহবান মেয়রের
■ আবু তাহের চৌধুরী ও সুলুক আহমদের কৃতজ্ঞতা

লন্ডন, ৩ মার্চ : পূর্ব লন্ডনে ভ্যালেন্স রোডে অবস্থিত ওসমানী প্রাইমারী স্কুলের নাম বহাল রাখার পক্ষে ২৩৬ অভিভাবক ভোট প্রদান করেছেন আর নাম পরিবর্তন করে 'ভ্যালেন্স প্রাইমারী স্কুল' করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৪৪জন।

এ ব্যাপারে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একজন অফিসারের উপস্থিতিতে ও স্কুল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হ্যাঁ-না ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

গত জানুয়ারি মাসে স্কুলের গভর্ণিং বডি কাউন্সিল অথবা অভিভাবকদের সাথে কোন ধরনের পরামর্শ ছাড়াই স্কুলের নাম থেকে ওসমানীর নাম বাদ দিয়ে স্ক্রভ্যালেন্স প্রাইমারী স্কুলস্ব করার

ঘোষনা দেয়। স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্ক্রবৃহত্তর কমিউনিটিকে আকর্ষনস্ব করার যুক্তি দিয়ে তারা নামটি পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত নেয়। গভর্নিং বডির এই সিদ্ধান্ত চিঠির মাধ্যমে অভিভাবকদের জানানোর পর কমিউনিটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলা মিডিয়াসহ কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদ জানান।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কেএম আবু তাহের চৌধুরী ও স্থানীয় কাউন্সিলার সুলক আহমদের নেতৃত্বে ওসমানী স্কুলের প্যারেন্টসরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন গড়ে তোলেন।

এছাড়া টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ভয়েস ফর জাস্টিস, স্থানীয় প্যারেন্টস সেন্টার, কমিউনিটি নেটওয়ার্ক এসোসিয়েশন, ওসমানী ট্রাস্টসহ বিভিন্ন সংগঠন গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে একাধিক টক শো অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত স্কুল গভর্নিং বডি তাঁদের পূর্বের সিদ্ধান্ত মুলতবি করে এবং বিষয়টি অভিভাবকদের

পৃষ্ঠা ২৫

উড়োজাহাজ ভাড়ায় অনিয়মের অভিযোগ

বিমানের ১২ কোটি টাকা গচ্চার আশঙ্কা

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জন্য উড়োজাহাজ ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে কম দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বেশি দামে উড়োজাহাজ ভাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর ফলে আট মাসের জন্য ভাড়া করা ওই উড়োজাহাজ বাবদ কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা বাড়তি খরচের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলে ও এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বিমান পরিকল্পনা বিভাগ থেকে জানা

যায়, আট মাসের জন্য ২২০ থেকে ৩০০ আসনের একটি উড়োজাহাজ ভাড়া করার (ক্রু, রক্ষণাবেক্ষণ, বিমাসহ) জন্য গত ডিসেম্বরে দরপত্র বা 'রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল' আহ্বান করে বিমান কর্তৃপক্ষ। ২৮ ডিসেম্বর ছিল প্রস্তাব বা দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এতে মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দেয়।

এসব প্রস্তাবের মধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে বিমানের মূল্যায়ন কমিটি ডাকে এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চায়। এই পাঁচটির মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হলো মিসরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এয়ার লেইজার, যারা

পৃষ্ঠা ২৫

অভিবাসী তাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ বাড়বে ৫০০ বিলিয়ন ডলার!

দেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অজুহাত দিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিধান রেখে নির্বাহী

পৃষ্ঠা ২৫

যুক্তরাজ্যে ২৭ বছর থাকার পরও বহিস্কার

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : স্বামী ব্রিটিশ নাগরিক। ২৭ বছর ধরে দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছেন যুক্তরাজ্যে। পরিবারে রয়েছে দুজন ছেলে। একজন নাতনিও রয়েছে। তারপরও এক নারীকে যুক্তরাজ্য থেকে বহিস্কার

পৃষ্ঠা ২৫

আইনজীবী হিল'র আশংকা

বৃটেনে হামলার পরিকল্পনা করেছে সন্ত্রাসীরা

দেশ ডেস্ক, ৩ মার্চ : ১৯৭০-এর দশকে আইআরএ'র বোমা হামলার হুমকির পর এখন যুক্তরাজ্যে আইএস হামলার হুমকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন বৃটেনের নতুন সন্ত্রাসী আইন পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ম্যাক্স হিল। সন্ত্রাসবিষয়ক আইন পর্যবেক্ষণকারী আইনজীবী হিল দ্য সানডে টেলিগ্রাফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আইআরএ) যেমন মূল ভূখণ্ডে বোমা হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল আইএসও ঠিক তাদের মতোই একটি বড় হুমকি হয়ে বিরাজ করছে।' যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নগরীতে ইসলামপন্থী জঙ্গিরা হামলার পরিকল্পনা করছে বলে তিনি দাবি করেন।

পৃষ্ঠা ২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসক্লাবের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ জুবায়েরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

পৃষ্ঠা ২৫

মালয়েশিয়ায় ধর্ষণের দায়ে বাংলাদেশির ১২ বছরের জেল

দেশ ডেস্ক: মালয়েশিয়াতে এক বাংলাদেশিকে ১২ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। একই সঙ্গে তাকে পাঁচবার বেত্রাঘাত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্তের নাম মো. আলমগীর আব্দুল লতিফ। গেল বছরের ৫ নভেম্বর বুকিত জামুলের একটি হোটেলে এক সহকর্মীকে ধর্ষণ করেন

পৃষ্ঠা ২৫

পাল্টে যাচ্ছে ‘শহীদ জিয়া শিশু পার্কের’ নাম

ঢাকা, ১ মার্চ : রাজধানীর শাহবাগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘শহীদ জিয়া শিশু পার্কের’ নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। উন্নয়নের নামে কৌশলে নাম পরিবর্তনের এ উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পার্কটির পরিবর্তিত নাম হবে ‘সোহরাওয়ার্দী শিশু পার্ক’। বর্তমানে এসংক্রান্ত একটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু করবে ডিএসসিসি। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের যান্ত্রিক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনিছুর রহমান নয়া দিগন্তকে বলেন, সোহরাওয়াদী উদ্যান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪০০-৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে শিশুপার্কটির উন্নয়নও করা হবে। এজন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে ডিএসসিসির পক্ষ থেকে ১৫৩ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) পাঠানো হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। আনিছুর রহমান বলেন, শহীদ জিয়া শিশু পার্কটির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের যে প্রকল্পপ্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে তাতে সেটির নাম ‘সোহরাওয়ার্দী শিশু পার্ক’ নামকরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, শহীদ জিয়া শিশু পার্কটির নাম পরিবর্তনের জন্য গত দেড়-দুই বছর আগে শাহবাগে মানববন্ধন করা হয়েছিল। এ ছাড়া ডিএসসিসির কাউন্সিলরদের নিয়ে গঠিত নামকরণ সংক্রান্ত কমিটি শহীদ জিয়া শিশু পার্কের নাম ‘সোহরাওয়ার্দী শিশু পার্ক’ নামকরণের প্রস্তাব করে। ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলাল নয়া দিগন্তকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনের উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষণ করা হবে। এ পরিকল্পনার মধ্যে শিশু পার্কটির উন্নয়নও রয়েছে। শহীদ জিয়া শিশু পার্কের নাম পরিবর্তন হবে কিনা তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলতে পারবে।

ডিএসসিসি সূত্রে জানা যায়, শহীদ জিয়া শিশু পার্কটি শাহবাগ থেকে সরানো নিয়ে ২০০৯ সালে উচ্চ আদালত এক রায় দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০১০ সালে রিট পিটিশন করা হলে উচ্চ আদালত পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে রায় দিয়ে নির্দেশনা দেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বিদ্যমান স্থাপনা অপসারণ করে এসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক চি ত স্থানগুলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, বিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিনন্দন ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এরপর সরকার পার্কটি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় তৎকালীন ঢাকা সিটি করপোরেশনকে (ডিসিসি) পার্কটি যথাস্থানে রেখে উন্নয়নের জন্য একটি পত্র দেয়। পত্র পাওয়ার পর ডিসিসি ২০১১ সালের ৩ মার্চ শহীদ জিয়া শিশু পার্ক উন্নতকরণের বিষয়ে জানতে চেয়ে পত্র দেয় এলজিআরডি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে। ওই দুই মন্ত্রণালয় একই বছরের ৭ জুন জানায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশু পার্কটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে ডিসিসি উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং এর সাথে মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে চিঠি চালাচালি চলে এবং বিভক্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) বর্তমান মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন দায়িত্ব নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে একটি প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর ১৫৩ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) তৈরি করে অনুমোদনের জন্য ওই দুই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তবে ওই দুই মন্ত্রণালয় থেকে ডিএসসিসিকে এখনো কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি বলে জানা যায়।

শহীদ জিয়া শিশু পার্কের নাম পরিবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী শিশু পার্ক নামে যে প্রকল্প প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে পার্কটির উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে ব্যয় হবে ১৫৩ কোটি টাকা। ব্যয়ের সারাংশে উল্লেখ করা হয়, রাজস্ব উপাদান খাতে কনসালট্যান্ট ফি দেড় কোটি টাকা, জ্বালানি খাতে ২৫ লাখ, পুরনো খেলনাসহ স্থাপনা অপসারণে ৫ কোটি এবং সভার সম্মানী বাবদ ৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। এ ছাড়া মূল ব্যয়ের মধ্যে ৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনে ৫০ লাখ টাকা, পাঁচটি গেটের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা তল্লাশিসামগ্রী কেনায় দেড় কোটি, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ১৫ কোটি, ২০০ স্কয়ার ফিটের ৩০টি দোকান নির্মাণে আড়াই কোটি, দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'টি টিকিট

কাউন্টারসহ গেট নির্মাণে ৩ কোটি, শে ার শেড নির্মাণে দেড় কোটি, অফিস ভবন, পাবলিক টয়লেট, মসজিদ, স্টোর রুম, সিকিউরিটি রুম, আসবাবপত্রসহ মেরামত কারখানা নির্মাণে ১০০ কোটি, বৃক্ষ রোপণসহ সৌন্দর্য বর্ধনে ২ কোটি, বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ২২০ কোটি, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহে ৭ কোটি টাকা রয়েছে। খেলনাসামগ্রী কেনার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে- মিনি কোস্টার, কেরোসেল ডাবল ডেক, ভাইকিং ২৪ সেট, সুপার সুইং, টি কাপ ৩৬ সেট, স্পেস শাটল, মিউজিক বোট, জেলি ফিশ, ঘূর্ণায়মান বাগান ট্রেন, এয়ার বাই সাইকেল ১৫টি, আর্থ কোয়াক, ফোর ডি থিয়েটার এলার্ট, ক্লামবিং কার, নাচ পার্টি ও জাদুঘরসহ থিয়েটার।

ডিএসসিসির যান্ত্রিক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনিছুর রহমান নয়া দিগন্তকে জানান, বর্তমানে শহীদ জিয়া শিশু পার্কে ১১টি খেলনা সচল রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- রোমাঞ্চ চক্র, আনন্দ ঘূর্ণি, এসো গাড়ি চড়ি, উড়ন্ত বিমান, উড়ন্ত নভোযান, ফুলদানি আমেজ, ঝুলন্ত চেয়ার, লম্ফঝম্প, এফ-সিক্স জঙ্গি বিমান, রেলগাড়ি ও বিস্ময় চক্র। নতুন প্রকল্পের আওতায় আরো ১৫টি মজার মজার আধুনিক খেলনা সংযোজিত হবে। পার্কটির সম্প্রসারণ ঘটবে। বিনোদনে নতুন মাত্রা আসবে।

তিনি বলেন, শহীদ জিয়া শিশু পার্কটি ১৫ একর জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে। শাহবাগ পুলিশ কন্ট্রোল রুমের জায়গা এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রার্থিত কিছু জায়গা পেলে এর আয়তন বেড়ে যাবে। স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোরাফেরা করা যাবে।

ডিএসসিসির কর্মকর্তারা জানান, শিশুদের বিনোদনের জন্য ১৯৭৯ সালে শহীদ জিয়া শিশু পার্কটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৮৩ সাল থেকে বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। শনি থেকে বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পার্ক চালু থাকে। শুক্রবার পার্কটি বেলা আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চালু থাকে। বুধবার সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল শিশুদের বিনামূল্যে প্রবেশের ও খেলনায় ওঠার সুযোগ দেয়া হয়। রোববার পার্ক বন্ধ রাখা হয়। শিশুপার্কে প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজারের বেশি দর্শনার্থী আসে। তবে বিভিন্ন উৎসবে দর্শনার্থী কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

সরজমিনে দেখা গেছে, জিয়া শিশু পার্কে সরকারি ১১টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তিনটি খেলনা রয়েছে। চালুর সময় খেলনাগুলোর মেয়াদ ধরা হয়েছিল ১০ বছর। এখন এ পার্কের খেলনা যন্ত্রগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে। সব ক'টি খেলনাই কারিগরি দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জোড়াতালি দিয়ে এগুলো সচল রাখা হয়েছে।

'রোমাঞ্চ চক্র' খেলনাটির বেহাল দশা। 'উড়ন্ত বিমান' নামক খেলনার পর্যাপ্ত সিটবেলট নেই। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের সময় উড়ন্ত বিমানের সিটবে লাগানো হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে সিটবে ছাড়াই উড়ন্ত বিমান খেলনা চালাতে হয় বছরের বাকি সময়ে।

উড়ন্ত নভোযানেরও বেহাল দশা। নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই ঝুলন্ত তারে ঘুরছে শিশুরা। 'ব্যাটারি কার' খেলনাও অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ। 'ফুলদানি আমেজ' খেলনার বসার সিট, নিচের মেঝে ও দড়ির বেহাল দশা। 'এফ-৬ জঙ্গি বিমান' অত্যন্ত নোংরা। অনেক দিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা রঙ করা হয় না। এ ছাড়া বিস্ময়চক্র, আনন্দ ঘূর্ণি, ঝুলন্ত চেয়ার, লম্ফজম্ফ ও রেলগাড়িরও করুণ দশা। মেয়াদোত্তীর্ণ এসব খেলনা ঝুঁকি নিয়ে চালানো হচ্ছে। অনেক সময় শিশুরা খেলনা থেকে পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। ডিএসসিসির যান্ত্রিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, শহীদ জিয়া শিশু পার্কের অবস্থা খুব একটা ভালো না। অনেক পুরনো যন্ত্রাংশ দিয়ে কোনো রকমে খেলনাগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে দুর্ঘটনার বিষয়ে তারা সতর্ক রয়েছেন।

সরকারি খেলনার বাইরে তিনটি খেলনা রয়েছে শিশুপার্কে। ডিএসসিসির অনুমতি নিয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৯-ডি এনিমেশন ও দু'টি ঝুলন্ত নৌকার খেলনা রাখে। সবচেয়ে বেশি ফি আদায় করা হয় এ তিনটি খেলনায়। এসব খেলনা সাধারণ পরিবারের শিশুরা ব্যবহার করতে পারে না।

Areas we cover

1. Immigration & nationality
2. Commercial property
3. Family matters
4. Civil litigation
5. Money claim
6. Conveyancing
7. Landlord & tenant
8. Welfare
9. Debt management
10. Miscellaneous
    1. Attestation
    2. Power of attorney
    3. Deed poll
    4. Statutory declaration
    5. Will

Principal solicitors
1. Abu Mazid (Arif)
2. Sharif Md Nurul Amin

Fee earners
1. Shafiqul Islam
2. Md Atique Mahmud
3. Syed Enam Ahmmad

2nd Floor, 117 New Road
London E1 1HJ, UK
Tel: 0207 375 1274
Fax: 0207 247 9296
Email: info@cwchambers.com
Web: www.cwchambers.com

FOR LOCAL PEOPLE | DISTANCE LEARNER | ONSITE

GREEN VISION TRAINING

GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Traning

Please Contact:
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

মন্ত্রীর বাসায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত?

ঢাকা, ১ মার্চ : যাত্রীদের জিম্মি করে আদালতের রায় বদলানোর কৌশল নিয়েছে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো। এবার এই কৌশল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত এল সরকারের একজন মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বসে। আর এই সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত একজন মন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রী এবং সরকার-সমর্থক পরিবহনমালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

গত সোমবার দুপুরে খুলনা সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের খুলনা বিভাগীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের বৈঠক শেষে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু রাতে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের সরকারি বাসভবনে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত পালটে যায়। গভীর রাতে ঘোষণা আসে, মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে লাগাতার পরিবহন ধর্মঘট। আকস্মিক এই ঘোষণার শিকার হয় সাধারণ মানুষ।

নৌমন্ত্রী সারা দেশের শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ ফোরাম বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি। ওই বৈঠকে বাস ও ট্রাকমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় সরকার পল্লিউন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাসহ প্রায় ৫০ জন মালিক-শ্রমিকনেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রায় সবাই সরকার-সমর্থক বলে পরিচিত।

শাজাহান খানের বাসায় বৈঠকের বিষয়ে মসিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য। শ্রমিকেরাও রাজি হয়েছিলেন। এর মধ্যে ফাঁসির রায়ের খবর আসলে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তখন আর আমাদের কিছু করার ছিল না।'

মালিক-শ্রমিক সংগঠন সূত্র জানায়, বৈঠকে সারা দেশে পরিবহন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করার কৌশল নেওয়া হয়। কারণ, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ও সরকার সমর্থকেরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। তাই দায় এড়াতেই এমন কৌশল নেওয়া হয়। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় নেতারাই ফোনে আঞ্চলিক নেতাদের ধর্মঘট পালনের নির্দেশ দেন।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গতকাল সচিবালয়ে এই ধর্মঘটকে দুঃখজনক উল্লেখ করে সাংবাদিকদের বলেন, 'তাঁদের (পরিবহনশ্রমিক) উদ্দেশে বলতে চাই, জনগণকে কষ্ট না দিয়ে আপনারা আদালতে এসে আপনাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। আপনাদের বক্তব্য যদি যুক্তিসংগত হয়, তবে তা দেখা হবে। যুক্তিসংগত না হলে দেখা হবে না।' এই ধর্মঘটে আদালত অবমাননা হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, এটি আদালতের বিবেচ্য বিষয়।

একটি সূত্র জানিয়েছে, মালিক-শ্রমিকদের নেতারা আজ বুধবার সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তাঁরা ধর্মঘট থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মুনীরসহ পাঁচজনের প্রাণহানির মামলায় ঘাতক বাসের চালক জামির হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। গত ২২ ফেব্রুয়ারি দেওয়া এই রায়ের প্রতিবাদে প্রথমে আঞ্চলিকভাবে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এদিকে সাভারে ট্রাকচাপায় এক নারীকে হত্যার দায়ে চালকের বিরুদ্ধে সোমবার মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন আদালত। এরপরই গতকাল থেকে সারা দেশে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যাওয়া কতটা যৌক্তিক জানতে চাইলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে যে কেউ উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। কিন্তু পেশিশক্তিকে অস্ত্র বানিয়ে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ নেই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের শিরদাঁড়া সোজা রাখতে হবে।

হঠাৎ ধর্মঘটে ভোগান্তি: হঠাৎ ধর্মঘটের কারণে কাল সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই ভোগান্তিতে পড়েন রাজধানী ও আশপাশসহ সারা দেশের মানুষ। সোমবার সন্ধ্যায় ও রাতে দূরপাল্লার বাস-ট্রাক যাত্রী ও পণ্যসহ আটকা পড়ে। সকালে গাবতলী, কাঁচপুর

সেতু, গাজীপুর, কেরানীগঞ্জসহ ঢাকার সব প্রবেশমুখে যানবাহন আটকে দেওয়া হয়। দূর থেকে আসা যাত্রীরা টার্মিনালের অনেক দূরে নেমে হেঁটে, রিকশায় ও রিকশাভ্যানে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার রাজধানী শহরের ভেতরেও সীমিতভাবে যানবাহন চলে। এই দুর্ভোগের পরও নৌমন্ত্রী শাজাহান খান ধর্মঘটের পক্ষেই সাফাই গাইলেন। তিনি গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারে। আপনিও করেন, আমিও করি। ঠিক একইভাবে ওরাও (শ্রমিক) ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।' তিনি আরও বলেন, চালকেরা মনে করেছেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের মতো রায় মাথায় নিয়ে গাড়ি চালাবেন না। তাই তাঁরা স্বেচ্ছায় গাড়ি চালাচ্ছেন না। এটাকে ধর্মঘট নয় 'স্বেচ্ছায় অবসর' বলা যেতে পারে।

নৌমন্ত্রী স্বেচ্ছা অবসর বললেও ধর্মঘট আহ্বানকারীরা গতকাল দিনভর রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কোথাও কোথাও বাসের চালককেও নামিয়ে দেওয়া হয়। সিএনজি অটোরিকশা চালকদেরও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর গাবতলীতে আটকেপড়া ব্যক্তিগত গাড়িগুলোকে ধাক্কাধাক্কি করতে দেখা গেছে। চট্টগ্রামে অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, অনেক সময় পুলিশ ছোটখাটো আন্দোলন কর্মসূচিতেও চড়াও হয়। কিন্তু পরিবহন ধর্মঘটে পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শক। যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের সামনেই যাত্রী ও চালককে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কোনো ভূমিকা পালন করেনি। আসলে মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতারা সরকারের লোক। জনস্বার্থে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত তাঁরাও মানেন না।

মালিক-শ্রমিকেরা 'বার্তা' দিতে চান

মালিক-শ্রমিক সংগঠনের একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা জানান, সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় দায়ী চালকের বিরুদ্ধে সাজা দেওয়ার নজির নেই। দুর্ঘটনার জন্য মালিকদের মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দিতে হয়নি। কিন্তু পরপর দুটি ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজা হওয়ার ঘটনায় পরিবহনশ্রমিকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মামলায় আরও সাজা হতে পারে, এ আশঙ্কায় তাঁরা সবাইকে একটা 'বার্তা' দিতে চান। এ থেকেই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শাজাহান খানের বাসায় বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক মালিক ও শ্রমিকনেতা জানান, মালিকদের সংগঠনগুলো ধর্মঘটের বিষয়ে খুব বেশি সোচ্চার ছিল না। আবার শ্রমিক সংগঠনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত দেওয়ারও সাহস দেখায়নি। বৈঠকের শুরুতে খুলনা অঞ্চলের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে সরকারকে সময় বেঁধে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এ সময় ঢাকা অঞ্চলের ট্রাকমালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় যে, দুর্ঘটনায় এক নারীর প্রাণহানির কারণে একজন ট্রাকচালকের মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে। এরপর নেতারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোনো কোনো নেতা ওই মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেন। নিশ্চিত হওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের আলোচনা আর এগোয়নি।

মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের দুজন দায়িত্বশীল নেতা দাবি করেন, বিষয়টি এখন নেতাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই। শক্ত কর্মসূচি না নিলে তাঁদের নেতৃত্বই হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

তবে একাধিক সাধারণ পরিবহনমালিক জানিয়েছেন, ধর্মঘট জনগণের জন্য যেমন দুর্ভোগের, তেমনি মালিকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কারণ, অনেক মালিক পরিবহন চালিয়ে দৈনিক ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যাংকঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। ব্যবস্থাপনার খরচও মেটাতে হয়।

গতকাল এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ধর্মঘটকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তা দ্রুত প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আদালত এ রায় দিয়েছেন, জনগণ দেয়নি। এর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই। তাহলে জনগণ কেন কষ্ট পাবে?

মালিক-শ্রমিক সংগঠন সূত্র আরও জানায়, তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের স্বজনেরা মানিকগঞ্জের আদালতে দায়ী বাসের মালিকের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আলাদা একটি মামলা করেছিলেন। পরে বাদীর আবেদনে সেই মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তর হয়। এই মামলায় এখন সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে। ৭ মার্চ শুনানির দিন ধার্য আছে। সিলেটের একটি সড়ক দুর্ঘটনায় গ্রীন লাইন পরিবহনের মালিকের বিরুদ্ধেও আরেকটি ক্ষতিপূরণ মামলা চলমান আছে। এই দুটি মামলা নিয়ে মালিক সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও শঙ্কা আছে। কারণ, সড়ক দুর্ঘটনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকেরা যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে পার পেয়ে আসছিলেন। এই দুটি মামলায় বিপুল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শঙ্কা দেখছেন তাঁরা।

জাতীয় ঐক্যের ডাক দেবেন খালেদা জিয়া

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : আগামী সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেবেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দলটির মধ্যে এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। সূত্রের মতে, প্রাথমিকভাবে দলে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। আর এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি 'সংস্কারপন্থী' বলে পরিচিত বাইরে থাকা অংশকে বিএনপিতে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিএনপিতে বিভেদ জিইয়ে রেখে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ডাক দিলে কৌশলগত কারণে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। কারণ অন্য দলগুলো তখন বলার সুযোগ পাবে যে মূল দলেই ঐক্য নেই। ফলে সংস্কারপন্থীসহ যিনি যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন সবাইকে দলে টানার পর অন্যান্য দলকে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যদিও আসনভিত্তিক রাজনীতি সংস্কারপন্থী অংশকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার আরেকটি কারণ বলে জানা যায়। কারণ সংস্কারপন্থী সাবেক ৪০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অনেকেরই এলাকায় জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁরা বিএনপির মনোনয়ন পেলে বিজয়ী হতে পারেন বলে মনে করা হয়। তবে মূল কারণ হলো নির্বাচনের আগে বিএনপির কোনো অংশকে বাইরে রাখা নিয়ে দলে বিরাজমান এক ধরনের শঙ্কা। বাইরে বিএনপির কোনো ভগ্নাংশ থাকলে মূল অংশকে বাদ দিয়ে সরকার সেই পক্ষকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলায় নামতে পারে বলে বিএনপিতে আলোচনা আছে।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি গুলশান কার্যালয়ে দলের সাবেক সংসদ সদস্য জহিরউদ্দিন স্বপন ও সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের সঙ্গে বৈঠককালে খালেদা জিয়া জানিয়েছেন, তিনি জাতীয়তাবাদী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার পর জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন।

দলের স্থায়ী কমিটির প্রভাবশালী এক সদস্য গতকাল সোমবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, কূটনীতিকদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠকের পরই জাতীয় ঐক্যের প্রস্তুতি শুরু করবেন চেয়ারপারসন। ওই নেতা দাবি করেন,

জাতীয় ঐক্যের 'গ্রাউন্ড ওয়ার্ক' চলছে। সময় হলে সরকারের বাইরে থাকা দলগুলোকে ওই ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হবে।

জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য এখন সময়ের দাবি। এ ছাড়া বিএনপি চেয়ারপারসন এ ঐক্যের কথা অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন। কারণ গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানো এ সরকারকে হটাতে হলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে এক কাতারে আসতে হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, জাতীয়তাবাদী শক্তির যে ঐক্য প্রয়োজন–এ কথা বিএনপি নেত্রী অতীতে অনেকবারই বলেছেন। এখন হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এ উদ্যোগ নিতেও পারেন। তবে কখন, কিভাবে বা কী প্রক্রিয়ায় তিনি এটি করবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তাঁর মতে, আপাতত এটুকু বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক হলেন খালেদা জিয়া। ফলে তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দেবেন, এটি আশা করাই যায়।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত বছর ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার পর খালেদা জিয়া 'সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্যে'র ডাক দিলেও তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। কারণ বেশির ভাগ দল ওই সময় ২০ দলীয় জোটে জামায়াতের অবস্থান নিয়ে আপত্তি তোলে। এ ছাড়া বিএনপির নেতৃত্বে জোট করে কী মিলবে–আলোচনায় পরোক্ষভাবে এমন ইস্যুও সামনে নিয়ে আসেন সরকারি জোটের বাইরে থাকা কয়েকটি দলের নেতারা। বিএনপির পক্ষ থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তখন বিকল্প ধারা, গণফোরাম, সিপিবি, বাসদ, জেএসডি ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগসহ কয়েকটি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তখন একাই দৌড়ঝাঁপ করে পরে থেমে যান।

তবে এবার বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে জামায়াত ইস্যুটির নিষপত্তি আগেভাগে করেই এগোতে চান খালেদা জিয়া। বিএনপির একটি সূত্র কালের কণ্ঠকে জানায়, এমনও হতে পারে যে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করার ব্যাপারে জামায়াতকে শর্ত দেওয়া হবে। আর এতে সম্মত না হলে তারা জোট ছেড়ে চলে যাবে।

জানতে চাইলে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়া জাতীয় ঐক্যের চেষ্টা করবেন, এটি বুঝতে পারছি। কিন্তু শুধু ডাক দিয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ড. কামাল হোসেনের বাসায় ওনার (খালেদা জিয়া) হাজির হতে হবে। অন্যদের সঙ্গেও আন্তরিকভাবে কথা বলে স্পষ্ট করতে হবে বিএনপি আসলে কী চায়। প্রয়োজন হলে আসন ভাগাভাগির ব্যাপারটিরও নিষপত্তি করতে হবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, জামায়াতের ব্যাপারে সবাই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু সেটি বড় সমস্যা নয়। কারণ সব দল এবং জামায়াতকেও পরিস্থিতি অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

WE OFFER

BUSINESS PLAN | BUSINESS RESTRUCTURING
RISK AND ADVISORY SERVICES | SUSTAINABILITY ASSESSMENT
BUSINESS CONSULTANCY | UK AND GLOBAL SOURCING
MANAGEMENT DEVELOPMENT & COACHING | HR MANAGEMENT PLANNING

CONTACT US
Md Ibrahim Khalil Bhuiyan
Management Consultant
07762 338237 | 020 3304 3040
info@commerce-hub.co.uk | www.commerce-hub.co.uk
37 Green Street, Basement Unit 4, London, E7 8DA

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ
TAJ ACCOUNTANTS
HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

69 Vallance Road
London E1 5BS
E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
Serving for last 8 years
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

Removal Service
removal24.co.uk
ম্যান ও ভ্যান রিমোভাল এর জন্য যোগাযোগ করুন
Man & Van

Call: 07508 393 243

St> is-04-cont

হোশি কুনিও হত্যার দায়ে পাঁচ জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড

ঢাকা, ১ মার্চ : রংপুরে জাপানি নাগরিক হোশি কুনিওকে হত্যার দায়ে জেএমবির পাঁচ জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার রায়ে পাঁচ আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ওই পাঁচজনের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রংপুরের বিশেষ জজ আদালতের বিচারক নরেশ চন্দ্র সরকার ১৭ মাস আগের চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় একজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম আবু সাঈদ।

দেশে জঙ্গিদের হাতে কোনো বিদেশি হত্যার ঘটনায় এটাই প্রথম রায়। রায়ে পর্যবেক্ষণে বিচারক বলেন, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। জেএমবি ইসলামের নামে নৈরাজ্য, জঙ্গিবাদ ও নৃশংসতা করে থাকে। জঙ্গিদের এসব কর্মকাণ্ডে বিশ্ব ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা পায়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) আঞ্চলিক কমান্ডার মাসুদ রানা ওরফে মামুন (২১), সদস্য ইছাহাক আলী (২৫), লিটন মিয়া ওরফে রফিক (২৩), সাখাওয়াত হোসেন (৩২) ও আহসান উল্লাহ আনসারী ওরফে বিপ্লব (২৪)। এঁদের মধ্যে আহসান উল্লাহ পলাতক রয়েছেন। তিনি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বাকি তিন আসামি মাসুদ রানা, ইছাহাক ও লিটন কারাগারে আছেন। তিনজনই আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছিলেন।

এই হত্যায় আরও দুজন সরাসরি জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের তদন্তে আসে। তাঁরা ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। এ ছাড়া বিজয় নামে আরেকজনের জড়িত থাকার তথ্য পেলেও পুলিশ তাঁকে শনাক্ত করতে পারেনি।

জাপানি নাগরিক হোশি কুনিও ২০১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসেন। তিনি রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার কাচু আলুটারি গ্রামে গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে উন্নত মানের ঘাসের চাষ করতেন। ২০১৫ সালের ৩ অক্টোবর ওই কাচু আলুটারি গ্রামে ৬৬ বছর বয়সী কুনিওকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ঢাকার গুলশানে ইতালীয় নাগরিক সিজার তাবেলাকে হত্যার পাঁচ দিনের মাথায় একই কায়দায় রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যা

র ওই ঘটনা তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও আলোড়ন তোলে। উভয় ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস (ইসলামিক) দায় স্বীকার করেছিল। যদিও বাংলাদেশ সরকার তা নাকচ করে দেয়। পরে অবশ্য পুলিশ কুনিও হত্যার জন্য নব্য জেএমবিকে দায়ী করে। আর সিজার তাবেলা হত্যায় বিএনপির একজন নেতাসহ কয়েকজনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

কুনিও হত্যার পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় কথিত নব্য জেএমবির জঙ্গিরা একের পর এক হিন্দু পুরোহিত, সাধু, খ্রিষ্টান যাজক, বৌদ্ধভিক্ষু, বাহাই সম্প্রদায়ের নেতা, পীরের অনুসারী, মাজারের খাদেম, শিয়া অনুসারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হত্যা করে। যার ধারাবাহিকতায় গত বছরের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলা ও নৃশংসভাবে দেশি-বিদেশি ২০ জনকে হত্যা করে। যাঁদের সাতজন ছিলেন জাপানের নাগরিক।

কুনিও হত্যার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গতকাল রংপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। সকাল সাড়ে নয়টায় আদালতে আসেন বিচারক নরেশ চন্দ্র সরকার। ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি রায় পড়া শুরু করেন। তিনি ইংরেজিতে লেখা ৬২ পৃষ্ঠার রায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পড়ে শোনান।

রায়ে আসামি মাসুদ রানার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির একটি অংশ পড়ে শোনান বিচারক। সেখানে মাসুদ রানা বলেছেন, তিনি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় ছাত্রশিবিরের সমর্থক ছিলেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় জেএমবির নেতা মো. ইসহাক আলীর মাধ্যমে জেএমবিতে যোগ দেন। ইসহাক আলী লিবিয়ায় কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যান। জেএমবিতে যোগ দেওয়ার পর 'ভালো কাজ' করায় মাসুদ রানাকে পীরগাছা থানার সভাপতি করা হয়। তিনি তাঁর এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। যারা ইসলাম ও শরিয়াহবিরোধী কাজ করত, তাদের তারা সঠিক পথে আসতে বলতেন। না এলে হুমকি দিতেন। তাদের হত্যার বিধান থাকলে হত্যা করতেন।

মাসুদ রানা জবানবন্দিতে বলেছেন, বিদেশি নাগরিকদের হত্যার মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য হাইকমান্ডের নির্দেশ ছিল তাঁদের ওপর। এ দেশকে অস্থিতিশীল করলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ত। তখন দেশে ইসলামিক অভ্যুত্থান করা সহজ হতো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাসুদ রানা, সাদ্দাম, বিজয়, নজরুল ইসলাম ওরফে বাইক হাসান ও আহসান উল্লাহ মিলে কুনিওকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী তিনজন মোটরসাইকেলে গিয়ে কুনিওকে হত্যা করেন। এই হত্যার পর তাঁরা কয়েকজন মিলে রংপুরে বাহাই সম্প্রদায়ের এক নেতাকে হত্যার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তাঁরা ২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর মাজারের খাদেম রহমত আলীকে হত্যা করেন। জবানবন্দিতে মাসুদ রানা আরও বলেন, পরে পত্রিকায় খবর পড়ে তিনি জানতে পারেন যে হোশি কুনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর খারাপ লাগে।

এরপর বিচারক ইছাহাক ও লিটনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির একটি অংশও পড়ে শোনান।

কুনিও মুসলমান ছিলেন এটা জানতে পেরে খারাপ লাগার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে মাসুদ রানা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রায়ে বিচারক বলেন, এই বক্তব্যের মাধ্যমে এটা ধারণা করা যায় যে হোশি কুনিও যে মুসলমান এটা জানা থাকলে তাঁকে তাঁরা হত্যা করতেন না। মাসুদ রানা ইসলামের নামে তাঁর এই অভিব্যক্তি অথবা খেয়াল অথবা অনুতাপ দিয়ে ইসলামকে বিশ্বের কাছে জঙ্গিদের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। মুসলমানদের অমুসলমানদের চেয়ে বেশি মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন।

মাদ্রাসাছাত্রীকে কুপিয়ে জখম করল বখাটেরা

ঢাকা, ১ মার্চ : কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় নবম শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়েছে বখাটেরা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মেয়েটির মাথা, মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়েছে।

গত শনিবার সন্ধ্যায় কালারমারছড়া ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে কাছাকাছি স্থানে এক স্বজনের জন্য ভাত নিয়ে যাওয়ার সময় বখাটেদের হামলার শিকার হয় মেয়েটি। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি ঘটলে রোববার বিকেলে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মেয়েটি এখন হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) চিকিৎসা নিচ্ছে। হাসপাতাল সূত্র জানায়, মেয়েটির মাথা, কপাল, মুখ, পেট ও বুকে ধারালো অস্ত্রের পাঁচটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

মহেশখালী থানার পুলিশের ভাষ্য, প্রেমের সম্পর্ক সূত্রে ওই মাদ্রাসাছাত্রীকে হোয়ানক ইউনিয়নের পূর্ব হরিয়ারছড়ার বাসিন্দা জাহেদুল ইসলাম বিয়ের জন্য চাপ দেন। কিন্তু মেয়েটির বাবা তা মেনে নেননি। এরপর সপ্তাহ দুই আগে পার্শ্ববর্তী শাপলাপুর ইউনিয়নের জেমঘাট এলাকার
এক ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়। ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এতে ক্ষিপ্ত হন জাহেদ।

মেয়েটি বলেছে, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে দাদুর জন্য ভাত নিয়ে যাওয়ার সময় জাহেদ দুই সহযোগী নিয়ে তার ওপর হামলা চালান। দুই সহযোগী তার মুখ চেপে ধরেন। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে জাহেদ এলোপাতাড়ি কোপালে সে মাটিতে পড়ে যায়।

এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে মেয়েটির চাচা জাহেদুল ইসলামসহ ছয়জনের নামের মহেশখালী থানায় একটি মামলা করেছেন। জাহেদ ও তাঁর পরিবার গা ঢাকা দিয়েছে।

গতকাল দুপুরে মেয়েটির বাবা প্রথম আলোকে বলেন, মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার পথে বখাটে জাহেদুল প্রায়ই তাঁর মেয়েকে উত্ত্যক্ত করতেন। তিনি মেয়ের ওপর এমন হামলার বিচার চান।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

PROPERTY LAW
- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

IMMIGRATION LAW
- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরণের APPLICATIONS APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

FAMILY LAW
- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাচ্চাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

BUSINESS LAW
- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরণের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটর্ণি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB
TEL: 020 7247 8458
Email: info@westminsterchambers.com
www. westminsterchambers.com
Mobile: 077 1347 1905

আগামী নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দশম সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে রেডিও-টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

মিছবাহ জামাল

পূণ্যভূমি সিলেট- ১ আসনে সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাসের শুরুতে প্রবাসী সকল ভাই ও বোনের প্রতি প্রাণঢালা

শুভেচ্ছা

খাদিজার বাড়ি ফেরা

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত হোক

অবশেষে খাদিজা ঘরে ফিরেছেন। তাঁর পরিবারে হাসি-আনন্দ ফিরে এসেছে। গ্রামবাসীও আনন্দিত। এটা পুরো জাতির জন্যই এক বড় সুসংবাদ।

গত বছরের ৩ অক্টোবর সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খাদিজা বেগমকে উপর্যুপরি কোপান সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলম। তিনি খাদিজাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে সাড়া না পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই খাদিজাকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। হামলার ভিডিওটি যাঁরা দেখেছেন, যেভাবে তাঁকে ক্রমাগত চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নিস্তেজ করে ফেলা হয়েছে, তাতে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। চিকিৎসকেরাও শুরুতে ভীষণ অনিশ্চয়তায় ছিলেন। অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। কিন্তু খাদিজার প্রাণশক্তি কী অফুরান! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে উঠেছেন তিনি।

সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে খাদিজাকে গত নভেম্বর

মাসে পাঠানো হয় সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি)। প্রায় তিন মাস চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি গত শুক্রবার সকালে সিলেট সদর উপজেলার হাউসা গ্রামে নিজের বাড়িতে ফেরেন। আমরা চাই তিনি তাঁর স্বাভাবিক জীবন ফিরে পান। আবার পড়ালেখা শুরু করেন।

খাদিজা বেঁচে ফিরেছেন, কিন্তু অনেকেই ফিরতে পারেনি। ফিরতে পারেনি রিসা, নিতু, কণিকা। তাদের কথিত প্রেমিকদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তারা সবাই প্রাণ হারায়। খাদিজা বাড়ি ফিরতে পারলেও তাঁর ওপর যে আবার হামলা হবে না তার নিশ্চয়তা কী? তাঁকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার বদরুল এখন কারাগারে। এখন দক্ষতার সঙ্গে মামলা লড়তে হবে, যেন তিনি জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আবারও খাদিজাকে আক্রমণ করার সুযোগ না পান, এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বদরুল যেন যথোপযুক্ত শাস্তি পান, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে।

আগামী নির্বাচনে ক্ষমতার লড়াই না গণতন্ত্রের পরীক্ষা?

কাজী সিরাজ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হওয়া খুবই জরুরি। আমাদের দেশের নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি নির্বাচনের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচটি নির্বাচন নিয়েই বিতর্ক আছে, কঠোর সমালোচনাও আছে। এসব নির্বাচনে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সুশোভিত পথে হেঁটে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের পছন্দের সরকার গঠনের সৌন্দর্য বিনাশ করা হয়েছে। প্রতিবারই ক্ষমতাসীনদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার নোংরা খেলা জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। বঙ্গবন্ধু সরকারপ্রধান–প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগকে ভোটে হারানোর মতো সবল ও শক্তিশালী কোনো দল ছিল না। মওলানা ভাসানী ছিলেন অনেক বড় মাপের নেতা; কিন্তু তাঁর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ছোট দলের অনেক বড় নেতা–জাতীয় নেতা। নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের কপালে ভাঁজ পড়ার কোনো কারণ ছিল না। নেতারা সবাই তখনকার জাতীয় নেতাদের তুলনায় ছোট হলেও দল হিসেবে নবগঠিত জাসদ বেশ বড় দলই ছিল বলতে হবে। সারা দেশে তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ছিল। আওয়ামী লীগকে পরাস্ত করার শক্তি না থাকলেও পেরেশানিতে ফেলার ক্ষমতা ছিল তাদের। শতভাগ ফেয়ার নির্বাচন হলেও বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারাবে এটা ছিল কল্পনারও বাইরে। অথচ তার পরও সেই নির্বাচন স্বচ্ছ ও প্রভাবমুক্ত হয়নি। খন্দকার মোশতাক আহমদকে ভোটের বাক্স বদল করে না জিতিয়ে জাসদের রশিদ ইঞ্জিনিয়ারকে জিততে দিলে অথবা ড. আলীম আল রাজী, রাশেদ খান মেনন, মেজর হাফিজের বাবার মতো ১৫-১৬ জন লীগবিরোধী প্রার্থী জিতে সংসদে এলে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হতো না, বঙ্গবন্ধুর দিগন্তপ্লাবিত প্রভাবও খর্ব হতো না। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন বিরোধীদলীয় সদস্যও সংসদে সহ্য করেনি ক্ষমতাসীনরা। সেই নির্বাচনে যতটা না বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সমালোচনা সইতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল স্বৈরশাসক এরশাদের ক্ষমতা বৈধকরণের নির্বাচন। কথা ছিল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও বামপন্থী কোনো দলই সেই নির্বাচনে যাবে না। কিন্তু কেউ কেউ ওয়াদার বরখেলাপ করেছে। নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতো, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্ব কেড়ে নিতে পারতেন না এরশাদ। রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি। এরশাদের আমলে চতুর্থ সংসদ নির্বাচনও ছিল একটি তামাশার নির্বাচন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বাম জোটসহ দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই সেই নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও বামপন্থী দলগুলোর বর্জন ও বিরোধিতার মুখে। স্বল্পকালীন (মাত্র ১৩ দিনের) সেই সংসদে বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হলেও তা ছিল বিতর্কিত প্রক্রিয়ায়, রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম সংসদ নির্বাচনও যে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ, তা এখন সরকারপক্ষও জোর দিয়ে অস্বীকার করতে পারছে না। সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার আবরণে নির্বাচনের অস্বচ্ছতা ঢাকতে চাচ্ছে তারা। এই কয়টি সংসদ নির্বাচন ছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়ার 'হ্যাঁ-না' ভোটটিও ছিল মহাকেলেঙ্কারির ভোট। জিন-ভূত ভোট দিয়ে না গেলে ৯৮ শতাংশ ভোট কাস্ট হতে পারে? জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মৃদু কিছু সমালোচনা হলেও সব দলই তা মেনে নিয়েছিল। অনেক পর্যবেক্ষক বলেন, সব সংসদের প্রসিডিং পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ওই সংসদটি ছিল একটি সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত সংসদ। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন দুই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এমনকি ওয়ান-ইলেভেনের সরকার আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়েও শেষ পর্যন্ত বিতর্ক কম হয়েছে এবং সব পক্ষ মেনে নিয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের এমন দুর্বল প্রেক্ষাপটে পর পর দুটি একতরফা, বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন জাতি 'হজম' করতে পারবে না বলেই বোদ্ধাজনরা স্পষ্ট করে বলছেন। তাই আগামী নির্বাচন নিয়ে শুধু সরকার নয়, সব রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে। আগামী নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা-না করা দলবিশেষের নিজস্ব ব্যাপার বা 'কেউ নির্বাচনে না এলে জোর করে আনার এত কী ঠেকা'–এ ধরনের বক্তব্য দায়িত্বশীল বক্তব্য বলে বিবেচিত হয় না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সব দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। নির্বাচনমুখী এক বা একাধিক দল এবং সেই দল বা দলগুলো যদি ক্ষমতাসীন সরকারি দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তাহলে তাদের নির্বাচন বর্জনের কারণ ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। সর্বোচ্চ প্রয়াস চালাতে হবে যাতে একটা মীমাংসায় পৌঁছা যায় এবং নির্বাচনটি সবার অংশগ্রহণমূলক হয়। মূল বিরোধী দলকে আস্থায় নিয়েই সরকার ও সরকারি দলকে আগামী নির্বাচনের 'রোডম্যাপ' তৈরি করতে হবে। অতীত নিয়ে এখন আর টানাটানি করে লাভ নেই। তাকাতে হবে সামনের দিকে। আগামী নির্বাচনটি ক্ষমতার লড়াই না হয়ে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হোক।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে আলাপ-আলোচনা, এমনকি কারো কারো প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। প্রধান দুই পক্ষ–আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে রীতিমতো বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সীমিত আকারে শালীনভাবে এমন বাকযুদ্ধ চললে মানুষ তা 'এনজয়' করবে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করলে তা থেকে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দীর্ঘকালীন বন্ধ্যা কাটিয়ে রাজনীতি মাঠে না হলেও ঘরোয়া পর্যায়ে ও মিডিয়া লেভেলে বেশ সরব হয়েছে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংলাপ-উদ্যোগের পর। বিএনপিসহ বিরোধী দলের একটি অংশ নির্বাচন কমিশনের মৃদুমন্দ সমালোচনা করলেও তা প্রত্যাখ্যান করেনি। এ থেকে এ বার্তাই পাওয়া যায় যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে তারা ইচ্ছুক। সব নির্বাচনে সব দেশে যেমন বিরোধী পক্ষ সরকার বা সরকারপক্ষকে চাপের মধ্যে রেখে নির্বাচনে সুবিধা আদায় করতে চায়, আমাদের দেশেও এ প্রক্রিয়াটি চালু থাকবে বা বিরোধীরা অনুসরণ করবে। তাতে বিস্ময়ের বা আতঙ্কের কিছু নেই। বলা চলে, আমাদের দেশে সে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের মহাসড়কে আছে। এতে সব স্টেকহো্ারের অর্থাৎ নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু সব রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকারি দলের দায়িত্ব একটু বেশিই থাকে। জনগণ নিশ্চয়ই সরকার ও সরকারি দলের আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ রাখছে।

> খালেদা জিয়ার মামলার বিষয়ও আগামী দিনের রাজনীতি ও পরবর্তী নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলবে, বিষয়টি সরকারপক্ষের গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত। জিয়া অরফ্যানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার রায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গেলে বিএনপি কিছু করতে অক্ষম ভেবে সরকারি দল যদি তা ব্যবহার করে কিস্তিমাত করার চিন্তা করে, তা একদিকে সৎ রাজনৈতিক চিন্তা হবে না, অন্যদিকে সরকারি দলের জন্য তা হিতে বিপরীত হতে পারে।

আগামী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দুই দলের কাছে নিজ নিজ দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতাসীন দলের সামনে ক্ষমতায় থেকে 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী একটি 'অবিতর্কিত', 'প্রশ্নহীন' নির্বাচনের অঙ্গীকার। বিএনপির সামনে ভঙ্গুর দশা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে দলে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা, দলের হতাশ নেতাকর্মী-সমর্থকদের মনে নতুন আশার প্রদীপ জ্বালানো, ১০ বছর পর আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার কিংবা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার সুযোগ গ্রহণ করার বিষয়। একটি অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উভয় পক্ষকে স্বপ্ন পূরণ বা স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি এনে দিতে পারে। নির্বাচন কমিশন গঠনের চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, নবগঠিত ইসি মোটামুটি মেনে নিয়েছে সবাই। এখন আসবে নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্ন। সরকারপক্ষ বলছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রেখে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনেই পরবর্তী নির্বাচন হবে। বিএনপির কেউ কেউ যদিও আগ বাড়িয়ে বলছেন যে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখে তাঁদের দল নির্বাচনে যাবে না, এর পক্ষে তাঁদের দলের কোনো সম্মতি এখনো মেলেনি। যাঁরা এসব আবোলতাবোল বলছেন, তাঁরা নীতিগত এসব কথা বলার কিন্তু অথরিটি নন। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অবশ্য বলেছেন, শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখেই একটি নির্বাচনকালীন 'সহায়ক সরকার' চান তাঁরা। তাঁর বক্তব্যকে ভিত্তি করে নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে একটা মীমাংসায় পৌঁছার সুযোগ আছে। মনে হয়, সরকারপক্ষেরও তাতে আপত্তি থাকবে না।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নিজেই 'সর্বদলীয় সরকার' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের 'সর্বদলীয় সরকার' আর বিএনপির 'সহায়ক সরকারের' মধ্যে দূরত্ব কিন্তু খুব বেশি বলে মনে হয় না। 'প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন' না চাইলে একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে ও সমঝোতায় আসতে হবে উভয় পক্ষকে। আরেকটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের বোঝা ক্ষমতাসীনরা এবার আর বইতে পারবে কি না ভাবতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন যে 'আগামী নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হোক তা আমি চাই না' তা দুর্বোধ্য কোনো বিষয় নয়। মন্ত্রী-মিনিস্টার এবং লীগ নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সমালোচনার মুখে না পড়ে। বিএনপিরও যাঁরা পারস্পরিক সম্পর্ক বিনাশী কথাবার্তা বলছেন, তাঁদের মিডিয়ায় শিরোনাম হওয়ার 'রোগমুক্ত' হয়ে দলের ও দেশের কথা ভাবা উচিত। একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মোহনীয় পরিবেশ নষ্ট করার 'নষ্ট চিন্তা' সবার পরিহার করা উচিত।

খালেদা জিয়ার মামলার বিষয়ও আগামী দিনের রাজনীতি ও পরবর্তী নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলবে, বিষয়টি সরকারপক্ষের গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত। জিয়া অরফ্যানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার রায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গেলে বিএনপি কিছু করতে অক্ষম ভেবে সরকারি দল যদি তা ব্যবহার করে কিস্তিমাত করার চিন্তা করে, তা একদিকে সৎ রাজনৈতিক চিন্তা হবে না, অন্যদিকে সরকারি দলের জন্য তা হিতে বিপরীত হতে পারে। আদালত কী রায় দেবেন আমরা জানি না। বিএনপির অনেকেই আশঙ্কা করছেন, খালেদা জিয়ার সাজা হয়ে গেলে আওয়ামী লীগ তা কাজে লাগিয়ে খালেদা জিয়াকে নির্বাচন থেকে মাইনাস করে ফায়দা লুটতে চাইবে। তেমন একটি নাজুক পরিস্থিতিতে আবেগতাড়িত হয়ে বিএনপি যদি ভুল কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তার চূড়ান্ত ফলাফল কী হতে পারে, সরকারি দলের নীতিনির্ধারকদের তা ভাবতে হবে। কাজেই উভয় পক্ষকেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কাজে রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে। কারো ভুল যেন গোটা দেশ ও জাতির সীমাহীন যন্ত্রণার কারণ না হয়। এ ব্যাপারে প্রধান দুই দলের মধ্যে আন্তরিক ও কার্যকর সমঝোতা বাঞ্ছনীয়।

লেখক : সাংবাদিক

বেসামাল প্রশাসনে এক পদে ১৩ জনও

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সচিবকে সহায়তা করার জন্য বড় অঙ্কের বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ে একটি করে অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই পদ আর একটিতে সীমাবদ্ধ নেই; প্রায় সব মন্ত্রণালয়েই একাধিক অতিরিক্ত সচিব কাজ করছেন। কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ে এই সংখ্যা এক ডজন পার হয়েছে। শুধু অতিরিক্ত সচিবই নন, কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ে একাধিক সচিবও নিয়োগ পাচ্ছেন। সাংগঠনিক কাঠামোর চেয়ে বেশি যুগ্ম সচিব ও উপসচিব কাজ করছেন অনেক আগে থেকেই। পদের চেয়ে কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি দিয়ে প্রশাসনের বেসামাল অবস্থা ফুটে ওঠে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ১৩ জন অতিরিক্ত সচিব কাজ করছেন। সরদার আবুল কালাম আজাদ সবচেয়ে সিনিয়র অতিরিক্ত সচিব। তাঁর পরই আছেন রোকসানা কাদের। তিনি জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। অডিট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখছেন মো. নজরুল ইসলাম। হারুন উর রশিদ খান দেখেন উন্নয়নসংক্রান্ত সেল। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন দেখেন ফয়েজ আহমদ। হাসপাতালের বিষয়গুলো দেখভাল করেন হাবিবুর রহমান খান। শৃঙ্খলা ও নার্সিং অনুবিভাগ দেখছেন সুভাষ চন্দ্র সরকার। পরিবারকল্যাণ দেখেন কাজী এ কে এম মহিউল ইসলাম। বদরুন নেসা দেখছেন চিকিৎসা-শিক্ষা। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট দেখছেন মো. আসাদুল ইসলাম। এর বাইরেও তিনজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে। তাঁরা হলেন রওনক জাহান, শেখ মো. শামীম ইকবাল ও শহীদুল হক।

স্থানীয় সরকার বিভাগে কাজ করছেন আটজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁদের মধ্যে ইকরামুল হক সার্বিক বিষয় দেখেন। এ এস এম মাহবুবুল আলম দেখেন পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন ইউনিটের কাজ। সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দেখেন প্রশাসন অনুবিভাগ। পানি সরবরাহ অনুবিভাগ দেখেন নাসরিন আখতার। উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন মো. রইছ উদ্দিন। নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্ব পালন করেন মো. মাহবুব হোসেন। এ বি এম আরশাদ হোসেন পরিচালক-২-এর দায়িত্বে রয়েছেন। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগে যোগ দিয়েছেন আখতারুজ্জামান খান কবীর। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, কম বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর অন্যতম হচ্ছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। কয়েক বছর আগেও এই মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিবের কোনো পদই ছিল না। সচিব কোনো কারণে দেশের বাইরে থাকলে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ

বৈঠকগুলোতে যোগ দিতেন যুগ্ম সচিব। সেই মন্ত্রণালয়ে আজ চারজন অতিরিক্ত সচিব দায়িত্ব পালন করেন। আবুল হাসনাত মো. জিয়াউল হক বিমান ও সিভিল এভিয়েশন সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখেন। প্রশাসন ও পর্যটনের দায়িত্বে রয়েছেন মো. ইমরান। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেলের দায়িত্ব পালন করছেন মো. শাহাদৎ হোসেন। আর জ্যোতির্ময় বর্মণের দায়িত্বে রয়েছে প্রশাসন।

জনপ্রশাসনসচিব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান কালের কণ্ঠকে বলেন, কয়েকটি বড় ব্যাচের কর্মকর্তারা চাকরিজীবনের শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। এসব ব্যাচের কর্মকর্তারা অবসরে গেলে প্রশাসন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

একজন সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রশাসন যে কতটা বেসামাল, তা বোঝা যায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ১৩ জন অতিরিক্ত সচিবকে দেখে। অথচ অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি হয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো বড় বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোতে সচিবকে সহায়তা করার জন্য। সচিবের নেতৃত্বে যুগ্ম সচিবরাই মূলত মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন। অতিরিক্ত সচিবের কাজ ছিল সচিবকে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করা। এখন পরিস্থিতি উলটো গেছে। পদের চেয়ে বেশি পদোন্নতি দিতে গিয়ে প্রশাসনে বেসামাল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের সময় এ ঘটনার সূত্রপাত হয়নি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন একসঙ্গে ২৪ জনকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ তখন পদ খালি ছিল মাত্র আটটি। অন্যদের কেন পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশাসন বেশ উত্তপ্ত ছিল। পরে এক সভায় তিনি বলেছিলেন, চাপের কারণে একসঙ্গে পদোন্নতি দিতে হয়েছিল। ওই সাবেক সচিব আরো বলেন, তখনো যদি চাপ থাকে, এখন সেই চাপ অনেক বেশি। এ কারণেই মন্ত্রণালয়গুলোতেও ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক সচিবকে দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদসচিব থাকার পরও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে 'সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার' নামে সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও একাধিক সচিব কাজ করছেন। অনেকে আবার সচিব পদমর্যাদা ভোগ করছেন।

বর্তমান মন্ত্রিপরিষদসচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সচিব সমন্বয় ও সংস্কার পদে রয়েছেন এন এম জিয়াউল আলম। পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হক ছাড়াও দুজন সচিব রয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। তাঁরা হচ্ছেন মো. খোরশেদ আলম ও মো. কামরুল আহসান।

সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের একজন সাবেক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সেক্রেটারিয়েট ক্যাডার অ্যাডমিন ক্যাডারের (প্রশাসন ক্যাডার) সঙ্গে মিলে যাওয়ার পর প্রশাসনের ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে। আগে অ্যাডমিন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিয়ম ভেঙে একটা কিছু করতে গেলে সেক্রেটারিয়েট ক্যাডারের কর্মকর্তারা বাধা দিতেন। এতে প্রশাসন নিজস্ব পদ্ধতিতেই চলত। সরকার পদ না থাকার পরও অ্যাডমিন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিচ্ছে। কিন্তু আরো যে ২৬টি ক্যাডার রয়েছে, সেখানে দিচ্ছে না। নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতিও আটকে যায় পদ না থাকার কারণে। এই কর্মকর্তাদের পদোন্নতি আটকে দেওয়ার পর তাঁরা যে প্রতিক্রিয়া দেখান, সেটা উল্লেখ করার মতো। তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অ্যাডমিন ক্যাডারের বেলায় পদোন্নতি দিতে পদ লাগে না, কিন্তু নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিতে শূন্য পদ ছাড়া হয় না! আসলে এক জায়গায় অনিয়ম করতে গেলে তার প্রভাব নানা জায়গায় পড়ে।

এমন অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন, যাঁরা উপসচিব হিসেবে যে রুমে বসে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, পদোন্নতির পর যুগ্ম সচিব হয়েও একই রুমে বসে একই দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পরের দফায় পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিবও হয়েছেন; কিন্তু রুম বদল হয় না, কাজও একই থাকে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যে রুমে বসে অতিরিক্ত সচিবরা দায়িত্ব পালন করছেন, একসময় সেসব রুমে বসেছেন সিনিয়র সহকারী সচিবরা।

প্রশাসনের চার স্তরে মঞ্জুরীকৃত এক হাজার ৬১৬ পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন প্রায় দ্বিগুণ কর্মকর্তা। অন্যদিকে সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব স্তরে এক হাজারের বেশি পদ খালি রয়েছে। এতে ভেঙে পড়েছে প্রশাসনের পিরামিড কাঠামো। মঞ্জুরীকৃত পদ না থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন সিনিয়রদের ডিঙিয়ে জুনিয়র কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের আগের পদেই পদায়ন অথবা নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্তি এবং অন্যত্র প্রেষণ অথবা ওএসডি করে রাখা হচ্ছে। কারণ তাঁদের পদায়ন করার জন্য নির্ধারিত পদ নেই। এই মুহূর্তে এ রকম কর্মকর্তা আছেন এক হাজার ২৫০ জনের বেশি। প্রেষণ ও চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়ায় বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরে যাঁরা নিজস্ব কর্মকর্তা, তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

আবার অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রায় সব মন্ত্রণালয়েই সিনিয়র কর্মকর্তা জুনিয়রদের অধীনে কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই তাঁদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সচিবালয়ে কর্মরত একজন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, "আমি যুগ্ম সচিব। আমার মন্ত্রণালয়ের যিনি সচিব, তিনি আমার জুনিয়র। এমনকি যিনি অতিরিক্ত সচিব, তিনিও আমার জুনিয়র। অন্য অতিরিক্ত সচিব আমার ব্যাচের হলেও মেধাতালিকায় তিনি আমার অনেক পেছনে। অর্থাৎ সচিব বা অতিরিক্ত সচিব সবাই আমার জুনিয়র। চাকরিজীবনের পুরো সময়টাতেই তাঁকে আমি 'তুমি' করেই সম্বোধন করেছি। আর স্বাভাবিক কারণেই সিনিয়র হওয়ায় তাঁরা আমাকে 'স্যার' সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এখন আমাকে 'স্যার' বলতে হয়। এতে আমরা দুজনই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আছি। কেউ কাউকে 'স্যার' বলি না। এমনকি ওই সচিবের সঙ্গে বৈঠক থাকলে আমি কৌশলে অনুপস্থিত থাকি। সেখানে আমার প্রতিনিধি হিসেবে অন্য কোনো কর্মকর্তাকে পাঠাই। আমি ইচ্ছা করলেই অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হতে পারি; কিন্তু সেখানেও ঝামেলা আছে। অন্য একটা মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে সেখানে কাজ শুরু করতে হলে ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবের কৃপা লাগবে। অনেক কর্মকর্তা বদলি হন ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রী বা সচিবের কৃপা না থাকায় কোনো ডেস্ক বা দায়িত্ব পান না। এ কারণে বদলি হতে চাই না এই ভেবে যে অন্তত বসার একটা জায়গা তো আছে।"

IMRAN TRAVELS
ATOL PROTECTED 79159 · IATA
Established Agent serving the community since 1996
Appointed Agent
bangladesh
Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017
QATAR AIRWAYS
Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply
We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj
■ Umrah fare from £330
■ Complete package from £595
(Minimum 4 person, 5 nights)
We are open 7 days a week
Low cost travel agent
Hajj & Umrah Specialist
T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600
273A Whitechapel Road, Londopn E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com
36/03-Cont...

BENGALI FEMALE DRIVING INSTRUCTOR

Professional Driving School · Lady Instructor
■ DOOR TO DOOR SERVICE
■ ONLY FOR WOMENS
■ STUDENT DISCOUNT AVAILABLE
■ WE COVER TOWER HAMLETS ONLY
■ FULLY QUALIFIED DSA APPROVED DRIVING INSTRUCTOR
PHONE: 07985 597 721
36-cont..

Alam & Company
Cost & Executive Accountants, Forensic, Auditors & Tax Consultants
Our Services
- Business Start up
- Year end Financial Statements
- Company Secretarial Services
- Company Formation
- Management Accounts
- Bookkeeping Services
- VAT Audit Assurance Services
- Forecast Accounts
- Capital Gain Tax (CGT)
- Corporation Tax Return
- Self Assessment Tax Return
- Payroll and Paye
- Our Speciality in Tax and Vat Investigation

Dr. Mohammed N Alam
BA Hons (Econ), MA (Econ), PhD (Accountancy), FCEA, FAIA, FCMI, FAFC, FACB(UK), CMA, CPA, CFFA (USA), ACEA (Canada), MEAA

For any information and appointment, please contact at Head office number below
Head Office: Akhtar House, 2 Shepherds Bush Road, London W6 7PJ
Tel: 0208 746 1642, Fax: 0208 749 7126, Mob: 0786 0926 001
Email: alamandco.accountants@gmail.com, info@alamandcompany.com
We are in process of opening two new branches in East London and Birmingham
www.alamandcompany.com

জিএসসি চেস্টার এন্ড নর্থ ওয়েলস রিজনের মহান একুশে উদযাপন

ফখরুল আলম, লিভারপুল থেকে: ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছে গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে'র চেস্টার এন্ড নর্থ ওয়েলস রিজন।

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে চেস্টারের স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে জিএসসি'র চেষ্টার এন্ড নর্থ ওয়েলস রিজনের উদ্যেগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি এমদাদুর রহমান মুহিতের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় সভা শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নোমান আহমেদ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জি সসি'র সাবেক সেন্ট্রাল চেয়ারপার্সন মনছব আলীর জেপি। সভায় শহীদ স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন জিএসসি'র চেষ্টার এন্ড নর্থ ওয়েলস রিজনের সহসভাপতি আব্দুস ছালাম, সহ সভাপতি জোবায়ের আহমেদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সদর উদ্দিন, ট্রেজারার কয়ছর মিয়া, কবি সুরুজ্জামান চৌধুরী, আব্দুল আলীম বারি, অভিনেতা নূর আফসার, মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক এটিএম লোকমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোস্তাকিম আলী, রেজাউল ইসলাম রাজা প্রমূখ।

সভায় বলেন বক্তারা প্রবাসে আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষার এই ইতিহাস ধরে রাখতে হলে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। পাশাপাশি আগামীতে চেষ্টারে একটি শহিদ মিনার নির্মাণেরও দাবি জানানো হয়।

শেষে সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ বাংলাদেশের সুখ-শান্তি এবং বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজান করা হয়।

মাওলানা সৈয়দ ছালিম কাসেমীর সমর্থনে লন্ডনে জগন্নাথপুরবাসীর সভা

জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ মনোনীত মাওলানা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী সৈয়দ ছালিম কাসেমীর খেজুর গাছ মার্কার সমর্থনে লন্ডনস্থ জগন্নাথপুর উপজেলাবাসীর উদ্যোগে লন্ডনস্থ জগন্নাথপুর উপজেলাবাসীর উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সৈয়দপুর গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব মাস্টার সৈয়দ ফররুখ আহমদের সভাপতিত্বে ও টিভি উপস্থাপক মাওলনা সৈয়দ নাঈম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দপুর গ্রামের প্রবীণ মুরব্বী সৈয়দ জুনেদ মিয়া, সৈয়দপুর সামছিয়া সমিতি লন্ডনের সভাপতি সৈয়দ শাহেদ আহমদ, সৈয়দপুর গ্রামের মুরব্বী সৈয়দ আব্দুর রউফ, মো: আক্কাস মিয়া, সৈয়দ সিরাজ মিয়া, সৈয়দ জিয়াউল হক, মাওলানা সৈয়দ ফারুক আহমদ চৌধুরী, মাইল্যান্ড মসজিদের খতিব মাওলানা নাজির উদ্দিন, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা মামুনুন মহি উদ্দিন, আহবাব আহমদ চৌধুরী, ফইলভাগ মাদ্রাসার দায়িত্বশীল মাওলানা হুসেন আহমদ, মাওলানা আছাদ আহমদ, শাহপরান মসজিদ হেকনির চেয়ারম্যান নূর বক্স, পাঠলি গ্রামের মুরব্বী সুজা মিয়া, কবি দবীরুল ইসলাম চৌধুরী, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনার্থী, সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক, সৈয়দপুর সামছিয়া সমিতি লন্ডনের ট্রেজারার আলফু মিয়া, সাদিক মিয়া, জুবায়ের আহমদ চৌধুরী, মো: ফয়েজ মিয়া, সৈয়দ সুয়েব আহমদ, মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দপুর যুবকল্যান পরিষদের সহ সভাপতি সৈয়দ আশফাক আহমদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি সৈয়দ সাজিদ মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সাবির আহমদ, অফিস সম্পাদক সৈয়দ মামুন আহমদ, সৈয়দ শিব্বির আহমদ, সৈয়দ সুমন, সৈয়দ শিব্বির আহমদ প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ছালিম কাসেমীকে নির্বাচিত করতে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। দল মতের উর্ধ্বে উঠে তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারলে এটা হবে আমাদের গৌরব। বক্তারা বলেন, আমরা একজন সৎ ও যোগ্য এবং তরুণ আলেম পেয়েছি। জগন্নাথপুরবাসী এর মূল্যায়ন করবে বলে আমরা আশাবাদী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'লন্ডনবিডিনিউজ২৪.কম-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আব্দুল বাছিত বাদশা

ব্রিটেনের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'লন্ডনবিডিনিউজ ২৪ডট কম' এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট সংগঠক ও ক্রীড়া অনুরাগী, যুবনেতা আব্দুল বাছিত বাদশা। উল্লেখ্য, তিনি শুরু থেকে এই নিউজ পোর্টালের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন ।

কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুর মুখপত্র হিসেবে অনলাইন পোর্টালটি ইতোমধ্যে বেশ পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশনসহ তাজা খবরের সম্ভার ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে লন্ডনবিডি নিউজ-এর অভিজ্ঞ টিম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে 'লন্ডনবিডি নিউজ২৪' এর নবনিযুক্ত প্রধান সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা বলেন, আমরা কমার্শিয়াল দিক বিবেচনা না করে বরং সমাজসেবার অংশ হিসেবে ও কমিউনিটির মানুষের উন্নতির লক্ষ্যেই মূলত সম্পৃক্ত হয়েছি। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাবলিলভাবে উপস্থাপন ও সত্য তথ্য সরবরাহের জন্যে এই অনলাইন সংবাদ মাধ্যম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনলাইন সংবাদমকে এ পর্যায়ে আনতে যারা বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

পরিশেষে 'লন্ডনবিডি নিউজ২৪' এর উত্তরোত্তর সাফল্যের জন্যে কমিউনিটির সকলের দোয়া, সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন
আমাদের সঙ্গে থাকুন
প্রতি রোববার স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও শুনুন
সকাল ১১ থেকে ১২টা 558 AM
or visit www.spectrumradio.net
সংগীত, শুভেচ্ছা, সংবাদ শিরোনাম ও সাক্ষাৎকার
অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় মিসবাহ জামাল
প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত
আবৃত্তি চর্চা অনুষ্ঠান এবং উপস্থাপনা ও সংবাদ পাঠচর্চার উপর প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ
Contact: Misbah Jamal, 0795 7124487
Email: misbahjamal39@yahoo.co.uk

Plumber 24/7
Bathroom & Kitchen installation specialist

■ Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks
Mobile- 07957 148 101
Local engineer for you

feast & Mishti
RESTAURANT & SWEETMEAT
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£8.99
৩০+ আইটেম
গরম গরম ...
সকালের নাস্তায় পরোটা
বিকেলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...
Buffet 30+ Dishes £7.99
৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road
London E1 1DB
WiFi ZONE
MasterCard VISA DELTA Major cards accepted.

DESH Issue 04-08 02/03/2017 03:18 Page 11

ভৈরব কমিউনিটি এসোসিয়েশন ইউকে'র নতুন কমিটি গঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ভৈরব প্রবাসীদের পারস্পরিক ঐক্য, ভাতৃত্ববন্ধন ও এলাকার উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য ভৈরব কমিউনিটি এসোসিয়েশন ইউকে নামে একটি নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার ব্রাইটনের একটি হলে কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে ও লোকমান হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন জালাল উদ্দিন, আল আমিন হোসাইন, রিপন হোসেন, তারেক মিয়া প্রমূখ।

সভার বক্তারা বলেন, ভৈরবের অনেক প্রবাসী যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত করলেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও বন্ধন কম । এ জন্য তারা এলাকার উন্নয়ন ও পারস্পরিক বন্ধন বৃদ্ধির জন্য নতুন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। বক্তারা যুক্তরাজ্যের সকল ভৈরব প্রবাসীদের সংগঠনের সদস্য হয়ে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানান ।

সভায় কামাল উদ্দিনকে সভাপতি, হাবিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, নূর মোমেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও রিপন হোসেনকে ট্রেজারার করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির নাম ঘোষনা করা হয়। কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন, মহসি মোল্লা, মোহাম্মদ রাফিক ইমতিয়াজ, মোবারক হোসেন, যগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম রনি, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ, সহ-কোষাধ্যক্ষ আল-আমিন হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকরাম হোসেন, দফতর সম্পাদক ইদ্রিস মিয়া।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন- কবির উদ্দিন, মামুন মিয়া, মোমেন মিয়া, শফিক মিয়া, শামীম মিয়া, রিকতার হোসেন, জাহের মিয়া, শাহ হোসেন, সাইফুল ইসলাম, তাসলিমা আক্তার, নাসরিন নিলা, রোজী বেগম, শিউলী বেগম, সীমা বেগম, হেলেনা বেগম, সাদিয়া রহমান। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শফিক চৌধুরীর গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে চেশিয়ার নর্থওয়েলস আ'লীগের প্রতিবাদ

বিশেষ প্রতিনিধি: সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ শফিকুল রহমান চৌধুরীর গাড়িতে হামলা ও হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যস্থ চেশিয়ার নর্থওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার চেষ্টারের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি আঃ ছালাম সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোস্তাকিম আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ চৌধুরী।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন ওলহ্যাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান দারা, ওলহ্যাম আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা মদরিছ আলী, ওলহ্যাম আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, নর্থওয়েষ্ট যুবলীগের সভাপতি ফারুক আহমেদ, চেশিয়ার নর্থওয়েলস আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি এটিএম লোকমান, সহ সভাপতি আজাদ উদ্দিন, ওলহ্যাম স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, চেশিয়ার নর্থওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জসিমউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসাদুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন, আবুল হোসেন, নুরুল হক, জাবেদ হুসেন, সারওয়ার আহমেদ প্রমূখ।

সভায় বক্তরা বলেন সফিকুর রহমান যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের প্রতিনিধি, তাঁর গাড়িতে হামলা করা মানে হলো সকল প্রবাসীদের উপর হামলা করা হয়েছে। বক্তারা অবিলম্বে ভাংচুরকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সভায় ৫২'র ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সুরা ফাতেহা পাঠের মধ্য দিয়ে এক মিনিটি নীরবতা পালন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনকে টাওয়ার হ্যামলেটস স্পীকারের অ্যাওয়ার্ড প্রদান

কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনকে এওর্য়াড প্রদান করেছেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার খালীছ উদ্দিন আহমেদ। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার স্পিকার খালীছ উদ্দিন আহমদের আমন্ত্রণে টাউন হলে কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র একটি প্রতিনিধি দল সভাপতি রেজাউল হায়দার রাজু ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে উপস্থিত হন।

এ সময় প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহ সভাপতি আব্দুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, সহ সভাপতি আকমল হোসেন জুয়েল, সহ সভাপতি সাইফুর রহমান রবিন, সহ সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম খান, অর্থ সম্পাদক অলিউর রহমান চৌধুরী ফাহিম, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, অন্যতম সংগঠক বদরুল হক চৌধুরী তুহিন, জাহাংগীর আলম রাহুল প্রমূখ।

এ সময় স্পিকার খালীছ উদ্দিন আহমেদ কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র সামাজিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংশা করে বলেন, কুলাউড়া কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে ইতোমধ্যে মানবতার কল্যাণে কাজ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সময় তিনি সামাজিক কার্যক্রমে অবদানের জন্য কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'কে এওর্য়াড এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন। পাশাপাশি ভাল সংগঠক হিসাবে অবদানের জন্য সভাপতি রেজাউল হায়দার রাজু ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খানকেও এওর্য়াড প্রদান করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে লন্ডন বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ যুক্তরাজ্য বিএনপির কার্যালয়ে লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন বিএনপি নেতা মাওলানা শামীম আহমেদ।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান আকরাম, হাবিবুর রহমান হাবিব, মাওলানা শামিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবদল নেতা আফজাল হোসেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা আব্দুল কুদ্দস, শাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম আজাদ, আমির উদ্দিন মাস্টার, ফয়ছল আহমদ, তপু শেখ, রোম্মান আহমদ

চৌধুরী, জাহাঙ্গীর মাসুক, আব্দুল গফফার, তোফায়েল আহমেদ মৃধা, মোহাম্মদ রবিউল আলম, কফিল হায়দার, সৈয়দ মুজিবুর রহমান আরজু, ইফতেখার আহমেদ রুবেল, সৈয়দ আতাউর রহমান, মোঃ তুহিন মোল্লা, মোঃ ওমর গনি, সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, ফজলে রহমান পিনাক, মাহবুবুর হাসান সাকিব, কিনু মিয়া, জামাল উদ্দিন চৌধুরী, লাল মিয়া, মোঃ আব্দুর রব, সোহেল শরিফ মোঃ করিম, সামছুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, শাহ উস্তাক আহমদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডালিয়া লাকুরিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন আকমল, তোফায়েল আহমদ আলম, যুক্তরাজ্য যুব দল নেতা আক্তার আহমদ শাহিন, শাহজাহান হোসেন শেহনাজ, মোহাম্মদ শাহজাহান আহমদ, সোহেদুল হাসান, মোহাম্মাদ মোশারফ হোসেন, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মানিক মিয়া, মোঃ আতাউর রহমান, মিছবাহ উদ্দিন, সরিকুল ইসলাম সজল, লাকি আহমদ, ফয়েজ আহমদ, ইন্তিয়াজ আহমদ, মোঃ আবু নোমান, মনির ইকবাল নিপু, হাসান জাহেদ, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, ফজল আহমদ প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ মালিক বলেন, আমারদের মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন সালাম বরকত রফিক জব্বারসহ আর অনেকে কিন্তু জীবন দিয়ে হলেও আমাদের মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছেন। আজ সারা বিশ্বে আমাদের এই মাতৃভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ আমাদের মাতৃভাষাকে ভারতীয় আগ্রাসনের মাধ্যমে কলঙ্কিত করা হচ্ছে, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে ভারতীয় বিজাতীয় ভাষা। আজ আমাদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা হুমকির মুখে, অবৈধ শেখ হাসিনা বিক্রি করে দিতে চায় আমাদের সার্বভৌমত্ব। আজ যে কোন মূল্যেই হউক আমাদের হারিয়ে যাওয়া গনতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। আবারও রক্ত দিয়ে হলেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

প্রধান বক্তা কয়ছর এম আহমেদ বলেন, ১৯৫২ সালে আন্দোলন করে মাতৃভাষা আমরা রক্ষা করেছি। ১৯৭১ সালে শহীদ জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, আবারও আরেকটি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে অবৈধ সরকারের কালো হাত থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনবই। আজ দেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরির ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জনগনের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে আসছে। সরকারের প্রতিটি অবৈধ কর্মকান্ডের দিকে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels ● Cargo ● Money Transfer ● Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER
No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION
Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

St> is-50-07

দাওয়াতুল ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সাম্মাসিক সদস্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার পূর্ব লন্ডনের বিগ ল্যান্ড ষ্ট্রীটে অবস্থিত দারুল উম্মাহ সেন্টারে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আমীর হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সেক্রেটারি খলিলুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ হাসান। তরজমা ও সুরা রোমের উপর দারসে কুরআন পেশ করেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী।

সভায় সুচনা বক্তব্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আমীর হাফেজ মাওলানা আবু সায়ীদ বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়।

তিনি বলেন, সংগঠনের সদস্যরা হচ্ছেন পিলারের মতো। এই পিলারের ভিত্তি যত মজবুত হবে, একটি সংগঠনও তত মজবুদ হবে।

তিনি বলেন, মুমিনরা হচ্ছেন একটি বডির মত। শরীরের কোন অংশে ব্যথা অনুভূত হলে যেমন সারা শরীরে অনুভূত হয়, মুমিনদের সম্পর্কও ঠিক তেমনি। আমাদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু মাত্র মহান আল্লাহ পাককে রাজি, খুশি এবং তাঁর সৃষ্টি হাসিলের জন্য। আমাদের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত আরো মজবুত করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সভার আলোচ্য সূচিতে ছিল গত সভার কার্যবিবরণী পেশ, আর্থিক রিপোর্ট, নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণ, পঠিত রিপোর্টের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদি। বাদ জোহর সংগঠনের ডেপুটি সেক্রেটারি শাব্বির আহমদ কাওসারের পরিচালনায় সভার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।

এ পর্বে ছিল জামেয়াতুল উম্মাহ মাদ্রসার রিপোর্ট, সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দায়িত্বশীল মোঃ বোরহান উদ্দিন ও হাসান মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে সীমা বেগমকে কুপিয়ে আহত ও ধর্ষণের চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন : সিলেটের ওসমানী নগর থানার পৌলনপুর ইউনিয়নের জটুকুনা গ্রামের সীমা বেগমকে (২৪) এলাকার সন্ত্রাসী আব্দুল হাদি জুয়েল কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা ও কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করার প্রতিবাদে 'ফ্রেন্ডস হেল্পিং সোসাইটি'র উদ্যোগে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে সংগঠনের কর্মকর্তা শাহ আলমের সভাপতিত্বে ও সাঈদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, মিজানুর রহমান রুমান, সিরাজুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, সাংবাদিক আফসার উদ্দিন, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল প্রমূখ।

এ ব্যাপারে সীমা বেগমের পিতা বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন কিন্তু পুলিশ এখনো জুয়েলকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

সভায় বক্তারা অবিলম্বে সন্ত্রাসী আব্দুল হাদি জুয়েলকে গ্রেফতার করে সমুচিত শাস্তির জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। অন্যথায় 'ফ্রেন্ড হেল্পিং সোসাইটি'র উদ্যোগে দেশে বিদেশে আরো জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সভায় বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় সীমা বেগমের ভাই বলেন, সন্ত্রাসী আব্দুল হাদি জুয়েল তার বোনকে বিভিন্ন সময় নানা কুপ্রস্তাব দিতো। এতে সে রাজি না হলে ধর্ষণের চেষ্টা ও কুপিয়ে আহত করে। তার পরিবারকে সন্ত্রাসী হাদি ফোনে এখন হুমকি দিচ্ছে এবং তারা এখন ভীতসন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আরবী পড়াইতে চাই

আপনী কি আপনার সন্তানদের বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা দিতে চান? তাহলে আমাদের কাছে অভিজ্ঞ ক্বারী ও আলেমা রয়েছেন যিনি সহীহ-শুদ্ধভাবে তাজবিদ সহকারে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানসহ প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আগ্রহীরা আজই যোগাযোগ করুন।

Contact: 07459 296 840 / 020 3731 6821

(WD-01-08)

সিলেট কালিঘাটে মার্কেট বিক্রি

সিলেট শহরের বাণিজ্যিক এলাকা কালিঘাটে তিনতলা বিশিষ্ট একটি মার্কেট বিক্রয় হবে। জায়গার পরিমাণ ৫.০৩ শতক। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07851 944 718 (Adnan Pavel)

(WD07-10)

Verities cars for sale very cheap price.

Please contact

Contact: 07956 697 575 (Mr. Ali)

(WD: 06-09)

ওয়েলিংটনে টেইকওয়ে বিক্রি

লন্ডন থেকে ৮ মাইল দূরে কেন্টের ওয়েলিংটন এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে একটি টেকওয়ে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ১৭ হাজার পাউণ্ড। ব্যবসা ভালো। শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07947 233 150 (Sofik Miah)

(WD:05-09)

সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের সুবিদ বাজার লন্ডনী রোডে গেইটসহ দেয়াল ঘেরা ১২ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। ভেতরে টিনশেডের ঘর আছে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07960 429 739/
020 8548 8320

(WD07-10)

অসহায় শামসুলের পাশে দাঁড়ান

'জুবিনাইল আথ্রাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে শামসুল ইসলাম। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৫ লাখ টাকা। হৃদয়বান মানুষের প্রতি আবেদন। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসুন। শামসুলের পাশে দাঁড়ান।

যোগাযোগ:

সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন

Mob: 07940 782 876

সরাসরি সাহায্যের অর্থ পাঠাতে পারেন

Help for Shamsul

Account number: 5818001005657
Sonali Bank, Shahbazpur Branch
Moulvibazar, Bangladesh

সাপ্তাহিক দেশ
বৃটেনের যেখানে
বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

CITISIDE PROPERTIES

LANDLORDS WANTED

FEATURES:

- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES

220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH

PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948

EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,
info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

Secretary
British Bangladesh Traditional
Dr. Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)

Chairman
British Bangladesh Traditional
Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদে'র সেমিনার

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট- শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার পূর্ব লন্ডনের গ্রীন ফিলড স্ট্রীটে অবস্থিত 'স্কুল অব কমার্স এন্ড আইটি' হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক ও কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. কে.এম.এ মালিকের সভাপতিত্বে ও ব্যারিস্টার তারিক বিন আজিজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক জগলুল হোসেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, মেজর (অবঃ) শাহ আলম, মেজর (অবঃ) এবি সিদ্দিক, ভয়েস ফর জাস্টিস'র সচিব সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপি সেক্রেটারি এম কয়সর আহমদ, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, ব্যারিস্টার আশরাফ, বিএনপি নেতা নসরুল্লা খান জুনায়েদ, মাওলানা শামিম আহমদ, ফেরদৌসি রহমান, সাংবাদিক নুরে আলম বর্ষণ, নাজমুল হাসান প্রমূখ।

সেমিনারে 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সদ্য কারামুক্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে না দেয়া এবং পুলিশ কর্তৃক সেমিনার ভন্ডুল করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। মানবাধিকার লজ্জিত হচ্ছে। দেশে আইনের শাসন নেই। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আমাদেরকে একটি গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক সরকারের পথ খুঁজতে হবে।

বক্তারা বলেন, দেশের অস্থিরতার সুযোগে একটি অপশক্তি বিডিয়ার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সেনাবাহিনী ও বিডিয়ারকে ধ্বংস করেছে। সীমান্ত এখন কার ইশারায় চলে, দেশের সার্বভৌমত্ব বলতে কী আছে? তা এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্তারা দেশ রক্ষায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তারা ২৫ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণার দাবি জানান। বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সেনা হত্যাকাণ্ডর নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আজ রক্তের হুলিখেলা চলছে। এ অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়া বক্তারা বিএনপি নেতা বেগম খালেদা জিয়ার উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও তাঁকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রেফতারের চেষ্টার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্র্যাজুয়েটদের অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করেছে বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্ট

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যনরত বৃটিশ-বাঙালি গ্র্যাজুয়েটদের অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করেছে বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্ট।

সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল বারির সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মঈন উদ্দীন আনসার ও ব্যারিস্টার জোসনা বেগমের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্টিফেন টিমস এমপি, মেয়র পারভেজ আহমেদ, কাউন্সিলর জয় ল্যাগুটা, জিএলএ মেম্বার উমেশ দেশাই, সৈয়দ মুহিবুর রহমান, কাউন্সিলার রায় বেরিল, কাউন্সিলর টনি মরিস, ড. সানাওয়ার চৌধুরী, কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী, কাউন্সিলার অহিদ আহমেদ, কাউন্সিলার রাজিব আহমেদ, মাহিদুর রহমান, কাউন্সিলর এনামুল ইসলাম। এছাড়া ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন, ট্রেজারার মাওলানা মিজানুল হক, জয়েন্ট সেক্রেটারি পারভেজ শাহ, ট্রাস্টি মহিব উদ্দিন, সিরাজ মিয়া, আব্দুল্লাহ আল কামাল, মাওলানা মইনুল হক চৌধুরী ও মানিকুর রহমান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশী গ্র্যাজুয়েট যারা লেখাপড়ায় ভাল করছে তাদেরকে উৎসাহিত করতেই উদ্যোক্তাদের এ প্রচেষ্টা। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় খুবই ভাল করছে, তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সলিসিটর হচ্ছে।

এ বছর ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে এওয়ার্ড প্রদান করে এডুকেশন ট্রাস্ট। যাদেরকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয় তাদের অনেকেই বর্তমানে ইউসিএল, সোয়াস, অক্সফোর্ডে বিভিন্ন ভাল সাবজেক্ট নিয়ে লেখাপড়া করছে। ট্রাস্টের কর্মকর্তরা মনে করেন এভাবে নতুন প্রজন্মের সাথে সেতুবন্ধনও তৈরি করা যাবে। এর আগে ২০১৫ সালেও ট্রাস্ট গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে এওয়ার্ড প্রদান করে, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়।

২০১২ সাল থেকে এ চ্যারিটি সংগঠন বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ আকারে সহযোগিতা দেয়ার পরিকল্পনা আছে। তাঁরা তাদের এ কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জগন্নাথপুর ব্রিটিশ-বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাহী সভা

টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ৪ কোটি টাকা সংগ্রহের ঘোষণা

জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাহী সভায় জগন্নাথপুরে টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ৪ কোটি টাকার বাজেট সংগ্রহের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ট্রাস্টের নব নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা ও পুরাতন কমিটির কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহন অনুষ্ঠানে এ ঘোষনা দেয়া হয়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি আশিক চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরীর পরিচারনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের বিগত দিনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। এসময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় জানানো হয়, আগামী ১২ মার্চ কলেজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে যাবে। এই প্রতিনিধিদলে নতুন ও সাবেক কমিটির ১৪জন সদস্য রয়েছেন। এছাড়াও ৯জন ট্রাস্টি ১০লাখ করে কলেজের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন বলে জানানো হয়।

সভার শুরুতে সাবেক কমিটির সদস্যরা নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে তাদের কাছে থাকা সংগঠনের সকল কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন। পরে সভায় সংগঠনের উন্নয়নে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব সাজ্জাদ মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মল্লিক শাকুর ওদুদ, বর্তমান সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল এম হোসেন, ট্রেজারার আলফাজুর রহমান জাকির, সাবেক ট্রেজারার হাসনাত আহমদ চুন্নু, ট্রাস্টি আব্দুল আলী রউফ, আঙ্গুর আলী, মুজিবুর রহমান মুজিব, ইলিয়াস মিয়া, আজম খান, ড. সানাওর চৌধুরী, তাহের কামালী, আব্দুশ শহিদ, বাদশা মিয়া, শফিউল আজম বাবু প্রমুখ। সভায় সংবিধান অনুযায়ী সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব সাজ্জাদ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মল্লিক শাকুর ওদুদ এবং সাবেক সভাপতি এম এম নূর, এফ রহমান আকিককে নতুন কমিটিতে কোঅপ্ট করা হয়। সভায় নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা ট্রাস্টের উন্নয়নে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে প্রগ্রেসিভ ফোরামের একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

প্রবাসীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে শেকড় থেকে বিচ্যুত না-হয় সেদিকে আমাদের সকলের মনযোগী হতে হবে, সেই সাথে নবপ্রজন্মকে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। আমাদের ভূলে গেলে চলবে না, আমরা বাঙালি আমাদের ভাষা বাংলা। বাঙালীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পূর্ব লন্ডনের খৃষ্টান স্ট্রীটের হার্কলেস হাউস কমিউনিটি সেন্টারে প্রগ্রেসিভ ফোরাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের আহবায়ক ডাঃ কাজী মখলিছুর রহমানের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, সুশান্ত কুমার বালা, রিনা মোশার্‌রফ, নজরুল ইসলাম, গয়াছুর রহমান গয়াছ, কাউন্সিলার রহিমা রহমান, কাউন্সিলার আব্দুল আজিজ তকি, গোলাম কবীর, নজরুল ইসলাম, রুবি হক, ড. আক্তার হোসেন, হারুনুর রশিদ ও সৈয়দ এনামুল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী মুক্তাদির আহমদের সমর্থনে সভা

আগামী ৬ই মার্চ জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তাদির আহমদ মুক্তা।

এদিকে লন্ডনে চেয়ারম্যান প্রার্থী মুক্তাদির আহমদ মুক্তার সমর্থনে বুধবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী জগন্নাথপুরবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। প্রফেসর লুতফুর রহমান ইলিয়াস এর সভাপতিত্বে ও আমিরুল হক বাবলুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা চেয়ারম্যান প্রার্থী মুক্তাদির আহমদ মুক্তাকে সফল ভাইস চেয়ারম্যান উল্লেখ করে বলেন, তার সততা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যে উপজেলার সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হলেও জনগনের ভোটে তাঁকে নির্বাচিত করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য নজরুল ইসলাম, আশির দশকের সিলেট জেলা ছাত্রলীগ নেতা আহতাব হুসেন, শায়েস্তা মিয়া, আসকির মিয়া, কুতুব উদ্দীন জুয়েল, জুবের আহমদ, মিজানুর রহমান মিরু, বিশিষ্ট মুরুব্বী শামসুল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য, জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আরো যারা নির্বাচন করছেন তারা হচ্ছেন আওয়ামী লীগ থেকে আকমল হোসেন, বিএনপি থেকে আতাউর রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শফিকুর চৌধুরীর গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে প্রবাসী ওসমানীনগরবাসীর সভা

সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরীর গাড়িতে দুস্কৃতিকারিদের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশাল প্রতিবাদ সভা করেছেন যুক্তরাজ্যস্থ ওসমানী নগর উপজেলাবাসী।

সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে এই প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, সফিক চৌধুরী যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের প্রতিনিধি। তার গাড়ী বহরে হামলা মানে সকল প্রবাসীর উপর হামলা। তাঁরা অবিলম্বে দুস্কৃতিকারিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আইনশৃংখলা বাহিনীর প্রতি দাবী জানান। কমিউনিটি নেতা আনসারুল হক এর সভাপতিত্বে ও সেলিম আহমদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুল আহাদ চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল করিম, এম এ সারব আলী, এস এম সুজন মিয়া, সৈয়দ সুরক মিয়া, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ প্রমুখ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব সায়েদ আহমদ সাদ, ময়নুল হক, শামীম আহমদ, ড. আনিছুর রহমান, সৈয়দ তাজির উদ্দিন মান্নান, বাবুল খান, শাহজাহান আলী, সালেহ আহমদ, সুলতান মাহমুদ, রহুল আমীন দুলন, আব্দুল হান্নান, আরুক চৌধুরী, নাসির আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সভা

সাড়ে ১২ লাখ টাকার বৃত্তি বিতরণের সিদ্ধান্ত

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম নির্বাহী সভায় ২০১৭ সালে সাড়ে ১২লাখ টাকার বৃত্তি বিতরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড-এর একটি অফিসে নব নির্বাচিত সভাপতি মতছির খান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের নির্বাহী সদস্যগন অংশ নেন। এতে আগামী ১ এপ্রিল বার্ষিক বৃত্তি বিতরন ও সংগঠনের সংবিধান রিভিউয়ের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগন হচ্ছে ট্রাস্টি জাজ বেলায়েত হোসেন, ট্রাস্টি সিরাজুল ইসলাম ও ট্রাস্টি লোকমান হোসেন। সভায় সংগঠনের বিগত দিনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরে

বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি শেখ তাহির উল্লাহ, সাজ্জাদুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আকলাকুর রহমান এম আলী মজনু, ট্রেজারার আজম খান, সহ-ট্রেজারার আব্দুল ওদুদ শাহেল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ মানিক মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কদর উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য মোঃ শহিদ, বদরুল হোসেন, শাহ জয়নাল আবেদিন, আব্দুল মুকিত, আব্দুস সাত্তার ও কবির মিয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি আব্দুল মালিক ও ট্রাস্টি সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইলিয়াস পত্নী লুনার উপর হামলার প্রতিবাদে লন্ডনে সভা

আগামী ৬ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ময়নুল হক চৌধুরীর সমর্থনে স্থানীয় গোয়ালাবাজারে আয়োজিত এক পথসভায় বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর সহধর্মিণী তাহসিনা রুশদির লুনাসহ বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল এবং সাধারণ মানুষের উপর অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের বার্ডেট রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে সভা করেছেন ইলিয়াস মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের আহবায়ক ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সচিব ও যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা আলহাজ্ব তৈমুছ আলী। যুবদল নেতা আফজাল হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান মুজিব ও কাউন্সিলার অহিদ আহমদ। আরো বক্তব্য রাখেন ইলিয়াস মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক গৌছ আলী, মনির উদ্দিন বশির, গোলজার আহমদ, আব্দুল কুদ্দুছ, মদরিছ আলী মফজ্জুল, আখলাকুর রহমান, সফজ্জুল মিয়া, কাওছার আহমদ ও হাবিবুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মাহতাবুর রহমান, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহবায়ক দেওয়ান মুকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য জাসাস সভাপতি এম এ সালাম, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক সেলিম আহমদ, বিএনপি নেতা হেভেন খান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা। তারা জোর করে ক্ষমতায় আঁকড়ে রয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ দিন যাবত সিলেটের জনপ্রিয় নেতা এম ইলিয়াস আলীকে গুম নামক কারাগারে বন্দি রেখে এখন তার স্ত্রী তাহসিনা রুশদির লুনার উপর হামলা চালিয়ে তাঁকেও রাজনীতির ময়দান থেকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বক্তারা বলেন, ওসমানীনগরের মানুষ ৬ তারিখ ব্যালটের মাধ্যমে সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে। তারা বলেন, বিজয় নিশ্চিত জেনে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এ হামলা করেছে। তারা নির্বাচনে সকল নেতাকর্মীকে মাঠে থেকে কাজ করার আহবান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র আলোচনা সভা

বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন ২০১৬ এবং অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার বিকেলে ইস্ট লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে পরিষদের চেয়ারপার্সন এম সোলেমান আলী পীরের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি হেলাল উদ্দীন আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা কাজি নাছির উদ্দীন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জম জেলা গণদাবি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা কমিউনিটি বক্তিত্ব মোহাম্মদ নূর বকশ্, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ, লিগ্যাল কনসালটেন্ট মোহাম্মদ লিয়াকত সরকার, বিশিষ্ট আইনজীবি টিভি ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এমএ মুহিত খান, সাবেক কাস্সিলার আহমদ হোসাইন, সলিসিটর মোহাম্মদ আবু নাঈম, ইমিগ্রেশন এডভাইজার ওয়াহিদ আলী, মাওলানা রফিক আহমদ, ড. আব্দুল আজিজ, সংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক এনাম চৌধুরী, গণ দাবি পরিষদের এডভাইজার জামাল হোসাইন চৌধুরী, এডভাইজার জুবায়ের আলী, অর্গেনাজিং সেক্রেটারি মোহম্মদ কামাল হোসাইন, এসোসিয়েশন অব ইসলামি টিচার্স'র ভাইস চেয়ারম্যান এবিএম হাসান, সহ সভাপতি আলহাজ শের মোহাম্মদ, মাওলানা আবু উবায়দা হামজা, আল ছিদ্দীক ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি এম রুহুল আমীন, এডুকেশন সেক্রেটারি মফিজুর রহমান, মাওলানা এটিএম তাজুল ইসলাম, সহকারী অর্গনাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ আতাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি জয়নুল আবদিন, রিলিজিয়াস সেক্রেটারি মাওলানা কাজি নাছির উদ্দীন, ট্রেজারার কয়ছর খান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আংগুর মিয়া প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। দেশের টানে আমরা বাংলাদেশে যাই। সেখানে আমাদের পৈত্রিক সম্পদ আছে যা দেখাশুনা করি। যদিও বাংলাদেশ থেকে এসে সুদূর লন্ডনে পরিবার পরিজনসহ বসবাস করছি। যদি বাংলাদেশ সরকার দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন বাতিল না করেন, তাহলে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবো এবং আমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা বৃটিশ পাসপোর্টধারী তাদের বাংলাদেশে কোন কিছুর উপর বা সম্পদের অধিকার থাকবেনা। তাই আমরা বাংলাদেশী নাগরিকগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে এর প্রতিবাদ জানাই।

বক্তারা বলেন, যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা অর্জন করেছি আমরা তাদের ভুলবোনা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

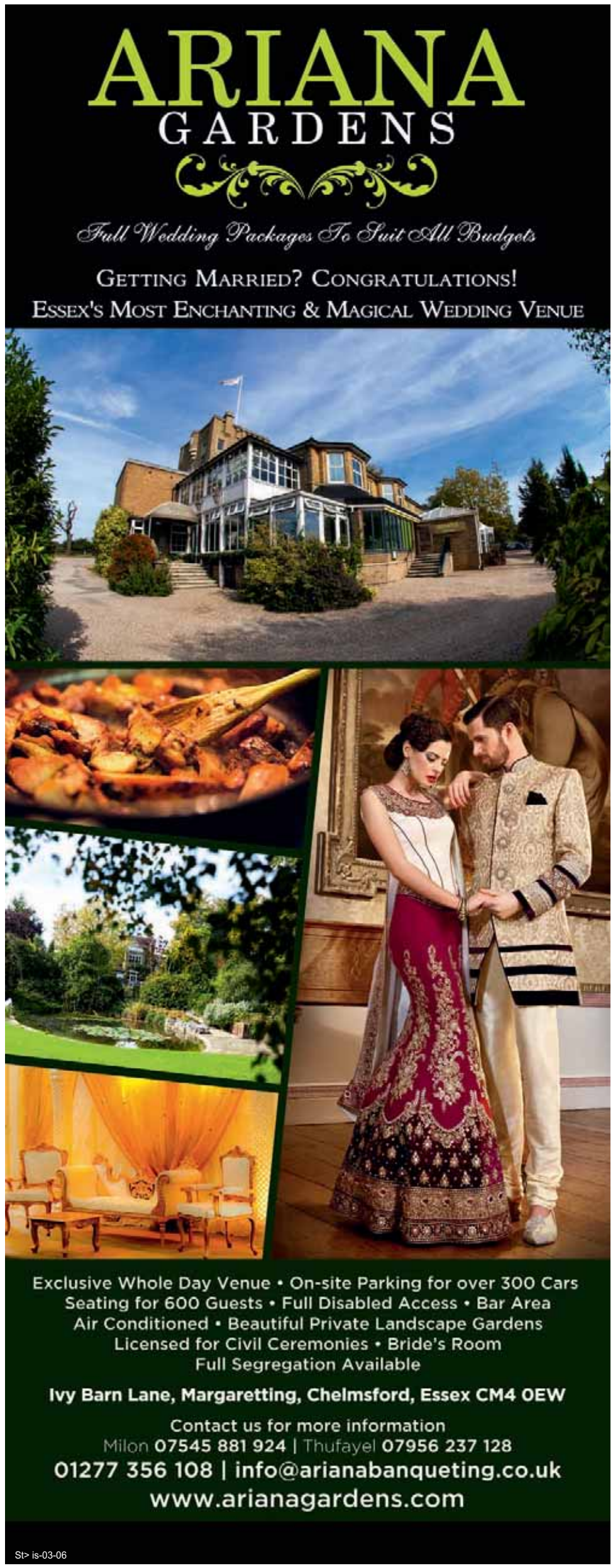

‘স্বাধীনতার নেপথ্যের রূপকার’ ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মরণে স্বাধীনতার নেপথ্যের রুপকার ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগ এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে যুক্তরাজ্য মহিলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত একুশের আলোচনা সভায় ম্যাগাজিনটির মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক। মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী খালেদা মোস্তাক কোরেশীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মুসলিমা শামস বনির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বেগম মুজিবের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেন, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালী নারী ছিলেন। তাঁর কোন বৈষয়িক চাহিদা ও মোহ ছিল না। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কারাগারে আটক নেতাকর্মীদের খোঁজ-খবরাদি নেয়া ও পরিবার-পরিজনদের যে কোন সঙ্কটে পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর অপত্য স্নেহ, মমতা, দরদ, আপ্যায়নের কথা আজও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা যে যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করেন। ইতিহাসে তাই বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান অনন্য, অবিস্মরণীয়। বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম এক স্মরণীয় অনুপ্রেরণাদাত্রী বেগম মুজিব। স্বাধীনতার নেপথ্যের রুপকার হিসেবে কাজ করেছেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন বঙ্গমাতা বেগম মুজিব। ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন স্বামী বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে, জীবনে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন, অনেক কষ্ট, দুর্ভোগ তাঁকে পোহাতে হয়েছে। নেপথ্যে থেকে তিনি ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস, মনোবল ও প্রেরণা যুগিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার, সিতাব চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মানবাধিকার সম্পাদক সারব আলী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের নিগার চৌধুরী, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল হক লালা মিয়া, আন্তর্জাতিক সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, মানবাধিকার কর্মী আনসার আহমদ উল্লাহ, কবি মুজিবুল হক মণি, ইস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুল হক, শ্যমিকলীগের আহবায়ক শামীম আহমদ, যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল খান, তাঁতী লীগের আহবায়ক এম এ সালাম, নারী নেত্রী রবি হক প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অং সান সু কির সঙ্গে সাক্ষাৎ

রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধের আহবান জানালেন রুশনারা আলী

রুশনারা আলী এমপি মায়ানমারের স্টেইট কাউন্সিলার অং সান সু কির সাথে দেখা করে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে তার উদ্বেগের বিষয়টি পুনঃব্যক্ত করেছেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার মায়ানমারে তাদের মধ্যে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আনুষ্টানিক উদ্বেগ জানানোর জন্যই রুশনারা মূলত অং সান সু কির সাথে দেখা করেন এবং গত ৩ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো তিনি দেশটি সফর করলেন।

উল্লেখ্য, বেথনাল গ্রীণ এন্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মায়ানমার বিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপের কো চেয়ার।

বৈঠক শেষে এক বিশেষ বিবৃতিতে রুশনারা বলেন, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ৯ জন বর্ডার অফিসারের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছে তা দূঃখজনক। এরপর সেনাবাহিনীর অপারেশনের কারনে ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া দেশটিতে আরো হাজার হাজার রোহিঙ্গা গৃহহারা হয়েছেন। ২০১২ সালে অনুরুপ ঘটনায় আরো প্রায় ১শ হাজার রোহিঙ্গা গৃহহীন হয়েছিলেন। এসব বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ জানানোর জন্যই আমি তার সাথে দেখা করেছি।

রুশনারা বলেন, অং সান সু কির সাথে সাক্ষা অবশ্যই সম্মানের। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য তার ত্যাগ সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে প্রেরনার বিষয়। আশা করি রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।

রুশনারা জানান, রাখাইন প্রদেশসহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে রোহিঙ্গারা অমানবিক জীবন যাপন করছেন। খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা এবং আশ্রয়ের মতো বিভিন্ন মানবিক সাহায্য পৌছানো এখনো সম্ভব হয়ে উঠছে না। ২০১৩ সালে আমার সর্বশেষ ভিজিটের পর থেকে অবস্থার কোন উন্নতী হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এর আগে রুশনারা তার উদ্যোগে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারী বরিস জনসনের কাছে ৭০ জন এমপির স্বাক্ষর স“লিত যৌথ চিঠি পৌছে দিয়েছিলেন। চিঠিতে তারা রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধে ফরেন সেক্রেটারিকে মায়ানমারের উপর চাপ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দাসউরা দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটি গঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে বিয়ানীবাজার উপজেলার দাসউরা দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০বছর পূর্তি উদযাপনকে সামনে রেখে প্রাক্তণ ছাত্রদের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী বছরের মার্চ মাসে দেশে-বিদেশে স্কুলের ৫০বছর পূর্তি উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের একশত পাউন্ড জমা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫০ বছর উৎসব উদযাপন সফল করার লক্ষ্যে প্রাক্তণ ছাত্র এখলাছ উদ্দিনকে আহবায়ক ও সামছুল হক এহিয়াকে সদস্য সচিব করে ৫১ সদস্যের উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়।

উৎসব উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়কগণ হলেন- সর্বজনাব হাজি সাদ উদ্দিন, ছয়েফ উদ্দিন, আব্দুর রউফ, ইমদাদুল হক নওয়াজ, আব্দুল আহাদ, আকরম আলী, আনোয়ারুল হক দুলাল, লুৎফুর রহমান ছায়াদ, জামাল উদ্দিন, ময়নুল ইসলাম, আব্দুল আলিম, দেলওয়ার হোসেন, তাজ উদ্দিন টিপু, আব্দুল হালিম, জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী, নাসির উদ্দিন আহমদ ফয়সল, কামরুজ্জামান ছায়াদ, আলতাফ হোসেন, জিল্লুল হক শান্ত, সাজ্জাদ হোসেন ও আব্দুর রাজ্জাক।

যুগ্ম সদস্য সচিব হলেন, শামীম হাসান নেহার, জুবের আহমদ, আতাউর রহমান আবু, গিয়াস উদ্দিন, বাহার উদ্দিন ও আশিকুর রহমান সাজু।

এছাড়াও কমিটির সদস্যরা হলেন, রফিক উদ্দিন, মুছলেহ উদ্দিন, এমাদ উদ্দিন সুমন, শাহীন আহমদ, জহিরুল ইসলাম, আবু সাঈদ, মোঃ আলতাফ হোসেন, তারেক আহমদ, গিয়াস উদ্দিন ও জাকির হোসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশের আলোচনা সভা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকে’র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি কবি মোঃ রহমত আলী পাতনীর সভাপতিত্বে ও কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালেহ, সাবেক মেয়ক আব্দুল আজিজ সরদার, কাউন্সিলার মোহাম্মদ মুস্তাকিম, আইনজীবি মোঃ লিয়াকত সরকার, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, আলহাজ ইছবাহ উদ্দিন, আলহাজ নুর বখশ, আলহাজ কলা মিয়া, আব্দুল মুনিম ক্যারল, শেখ ফারুক আহমদ, তৌহিদ আহমদ, সুমন আহমদ, সাংবাদিক আফসার উদ্দিন, জাহেদ চৌধুরী, শুয়েব-আল কাওসার, নজরুল ইসলাম রাজ্জাকী, খেজিরুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় বক্তারা সকল ভাষা সৈনিকদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

বক্তারা বলেন, ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার ইতিহাস পৃথিবীতে নেই। একমাত্র বাঙালি জাতির দামাল ছেলেরা নিজ ভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ও হিন্দি ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষা আজ হুমকির মুখে। বক্তারা ব্রিটেনে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় অতিসম্প্রতি একুশের একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী কর্তৃক বাঙালি মহিলাদের অর্ধশিক্ষিত বলে কটূক্তি করার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সভায় স্বরচিত কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী, সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, সাঈদুর রহমান চৌধুরী, কবি শেখ জাবেদ আলী, আমিমুল এহসান তানিম, শাহ এনায়েত করিম, কবি মোঃ আব্দুর রৌফ, কবি মোঃ রহমত আলী পাতনী, শিহাবুজ্জামান কামাল প্রমূখ।

ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

আ.লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত একজনের মৃত্যু

সিলেট, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সোহেল মিয়া (৩৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রোববার মধ্যরাতে মারা গেছেন। এ নিয়ে রোববার সকালের ওই সংঘর্ষে দুজন নিহত হলেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের ওই সংঘর্ষ হয় উপজেলার বাংলাবাজারে। সেখানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ওই উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সামনে রেখে ওসমানীনগর থানা ভবনে গত সোমবার নির্বাচনের প্রার্থী, উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম। সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বর্তমান নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর।

রোববার সকালের সংঘর্ষে আহত হওয়ার পর সোহেল মিয়াকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মধ্যরাতে তিনি মারা যান। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার উত্তর কালনীরচরে। এটি ওসমানীনগরের বাংলাবাজারের লাগোয়া গ্রাম।

সোহেলের নিকটাত্মীয় লুৎফুর রহমান মুঠোফোনে গত সোমবার মিডিয়াকে বলেন, সংঘর্ষে সোহেল মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পান। মাথার গুরুতর জখমেই তিনি মারা গেছেন বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

এর আগে সংঘর্ষের সময় ছররা গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন জগন্নাথপুরের উত্তর কালনীরচরের সাইফুল ইসলাম (১৮)।

কালনীরচর গ্রামটি উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব কালনীরচর–এই তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে উত্তর কালনীরচর গ্রামের কিছু অংশ পড়েছে ওসমানীনগরে, বাকি অংশ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বেগম বাজার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বাংলাবাজার। রোববার এখানেই আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়।

ওসমানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল আউয়াল চৌধুরী বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে নিহত সোহেল ও সাইফুলের লাশ পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত মামলা হয়নি। নিহত দুজনের পরিবার মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) সূত্র ধরে রোববার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পূর্ব কালনীরচরের রুহুল আমীন, রাসেল মিয়া, আবদুল্লাহপুর গ্রামের সুলতান আলী ও মিছার আহমদকে আটক করা হয়। এ ছাড়া সংঘর্ষস্থল থেকে আটক পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন হবে আগামী ৬ মার্চ। এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া আতাউর রহমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। জেলা আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক মো. আখতারুজ্জামান চৌধুরী (জগলু চৌধুরী) বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন। প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী ও জাতীয় পার্টির মো. শিব্বির আহমদও চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সংঘর্ষের স্থল বাংলাবাজারসহ আশপাশের এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। কয়েকজন বলেন, আতঙ্কে কেউ দোকান খুলছে না। পুলিশও দোকানপাট বন্ধ রাখতে বলে গেছে।

গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, নিহত সাইফুল ও সোহেল রাজনীতি করতেন না। তাঁরা ওসমানীনগরের ভোটারও নন, পাশের জগন্নাথপুর উপজেলার বাসিন্দা। সাইফুল ছিলেন তাজপুর হজরত শাহ জালাল (রহ.) হাফেজি মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্র। তিনি রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজও করতেন। সোহেল ছিলেন দিনমজুর। নিজের ঘরদোর ছিল না তাঁর।

তবে রোববার ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আতাউর রহমান দাবি করেছিলেন, নিহত সাইফুল তাঁর সমর্থক ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনারের মতবিনিময়

ওসমানীনগর থানা ভবনে গতকাল বিকেলে নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. রাহাত আনোয়ার, পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এইচ এম এজহারুল হক, জেলার জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কর্মকর্তা মনির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শওকত আলীসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সভার পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজ্ঞান চাকমা প্রথম আলোকে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনাটি সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে করণীয় সব পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার।

সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনে কোনো অন্যায় বরদাশত করা হবে না। রোববারের সংঘর্ষের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সভায় উপস্থিত প্রার্থী ও রাজনীতিকেরা সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন।

ফুলকলিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ২০ হাজার টাকা জরিমানা

সিলেট, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সিলেটের অভিজাত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুলকলিতে বিক্রি হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিশু খাদ্য ও কোমল পানীয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সিলেট সিটি করপোরেশন পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালে এসব খাদ্যের খোঁজ পায়। তাৎক্ষণিকভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য বিক্রির দায়ে ফুলকলি পাঠানটুলা শাখাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরিফুজ্জামানের নেতৃত্বে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। পাঠানটুলা পয়েন্টের ফুলকলি শাখায় অভিযান চলাকালে দেখা যায়, বিক্রির জন্য রাখা বিদেশি ব্র্যান্ডের কপিকো কফি চকলেট- এর মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। একই তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় বিদেশি ব্র্যান্ডের কোমল পানীয় বাভারিয়ার ক্ষেত্রেও, এসব পানীয়ের কৌটাও (ক্যান) ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ। এ সময় পাঠানটুলা ফুলকলি শাখার কর্মকর্তারা স্বীকার করেন, এসব খাদ্য ও পানীয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি তারা লক্ষ্য করেননি। পরবর্তীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত কোমল পানীয় বাভারিয়া এক ক্যান এবং কপিকো চকলেট দুই কৌটা আলামত হিসেবে জব্দ করে নিয়ে আসেন। এই ব্যাপারে সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরিফুজ্জামান জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ফুলকলি পাঠানটুলা শাখাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আগামীতেও এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। অভিযানকালে সিটি করপোরেশনের ট্যাক্স অফিসার মো. আবদুল আজিজ, পেশকার আনোয়ার হোসেন এবং এসআই ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ ফোর্স অংশ নেয়।

ছাতক রণক্ষেত্র, সংঘর্ষে নিহত ২

সিলেট, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ছাতকে ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে কওমি ও সুন্নী সমর্থকদের সংঘর্ষে দু'জন নিহত হয়েছে। নিহতরা হলেন- শহরের বাগবাড়ি মহলার আব্দুল জব্বারের পুত্র আব্দুল বাছিত বাবুল ও ইসলামপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের আজাদ মিয়ার পুত্র রুবেল মিয়া। এ ঘটনায় পুলিশসহ উভয় পক্ষের দেড় শতাধিক লোক আহত হয়েছে। গুরুতর আহত অন্তত ৫০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে। সোমবার দুপুরে শহরের জালালিয়া আলিম মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ মাদ্রাসা হতে থানা রোড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড টিয়ার শেল ও শটগানের গুলি ছুড়েছে। দফায়-দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনায় এক সময় গোটা শহর পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। সুন্নি সমর্থকরা ছাতক হাইস্কুল মাঠে খাদিমুল ইসলাম আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল ভাঙচুর করে এবং কওমি সমর্থকরা হামলা করে জালালিয়া আলিম মাদ্রাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ফটক ভাঙচুর করে। জানা যায়, রোববার জাউয়াবাজারে সুন্নী সমর্থকদের একটি সাটানো ব্যানার নামিয়ে ফেলায় সুন্নী ও কওমি সমর্থকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। এর জের ধরে ছাতক হাইস্কুল মাঠে খাদিমুল ইসলাম আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলে বাধা প্রদান করে সুন্নি সমর্থকরা। বিষয়টি তাৎক্ষণিক গণ্যমান্যদের মধ্যস্থতায় নিষপত্তি হলেও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল দু'পক্ষের মধ্যে। সোমবার দুপুরে তালামিয়ে ইসলামিয়ার ব্যানারে একটি মিছিল জালালিয়া আলিম মাদ্রাসায় প্রবেশ করলে মাহফিল আয়োজক কওমিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। এক পর্যায়ে মাহফিলের প্যান্ডেল থেকে কওমীরা ও মাদ্রাসা থেকে সুন্নিরা বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়ে কওমি-সুন্নি সমর্থকদের সংঘর্ষ। খবর পেয়ে পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম চৌধুরী, জেলা পরিষদের সদস্য আজমল হোসেন সজল ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা এসে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। সংঘর্ষ চলাকালে শহরের ফুটপাতের ১৫-২০টি দোকান লুঠ ও তছনছ করা হয়। এক সময় কওমিরা শহরের ট্রাফিক পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে ভাঙচুরের তাণ্ডবলীলা চালায়। তারা শহরের কয়েকটি স্থানে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনায় শহরের দোকানপাট ও যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। শহরে আসা লোকজন আশ্রয় নেয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও বাসাবাড়িতে। শহর জুড়ে সৃষ্টি হয় এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। রণসাজে সজ্জিত কওমী-সুন্নিদের কাছে থানা পুলিশ ছিল অনেকটা অসহায়। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রনের চেয়ে নিজেদের নিরাপদে রাখার চেষ্টাই বেশী করেছে পুলিশ। বিকেলের দিকে সুন্নিদের শক্তিশালী ধাওয়া খেয়ে ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে পিছু হঠে আত্মরক্ষার্থে সুরমা নদীতে ঝাঁপ দেয়। এ সময় নদীর পানিতে কয়েক জন কওমি সমর্থক নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে। রাত ৮টায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল নিখোঁজদের উদ্ধারে নদীতে ব্যাপক তলাসী চালিয়েছে। সংঘর্ষ থানা-পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বিকেল সোয়া ৪টায় সুনামগঞ্জ থেকে র‍্যাব ও দাঙ্গা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু র‍্যাব-পুলিশ আসার আগেই পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম চৌধুরী ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের হস্তক্ষেপে এসময় পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী সংঘর্ষে দু' ব্যক্তি নিহত এবং পুলিশ, পথচারী, শিক্ষার্থীসহ উভয় পক্ষের দেড় শতাধিক লোক আহত হয়। আহতদের মধ্যে বেশ ক'জন গুলিবিদ্ধও রয়েছে। সংঘর্ষে গুরুতর আহত শহরের বাগবাড়ি মহলার আব্দুল জব্বারের পুত্র আব্দুল বাছিত বাবুল ও ইসলামপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের আজাদ মিয়ার পুত্র রুবেল মিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মারা যায়।

আদালতে দাঁড়িয়ে বদরুলের বিচার চাইলেন খাদিজা

বদরুল আমাকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছে, তার সর্বোচ্চ শাস্তি চাই

সিলেট, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আদালতে দাঁড়িয়ে তার ওপর হামলাকারী বদরুলের বিচার চাইলেন খাদিজা। বললেন- 'আমি ওর সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। ও আমাকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছে।' এর আগে আদালতে খাদিজাকে দেখেই বদরুল বললো- 'খাদিজা তোমার মঙ্গল হোক- আমার ফাঁসি হোক।' এসব কথার ফাঁকে আইনজীবীরা বদরুলকে ধমক দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। তবে খাদিজা ছিলেন অবিচল। তিনি আদালতের কাছে বারবার ন্যায়বিচার দাবি করেন। সিলেট মুখ্য মহানগর হাকিম সাইফুজ্জামান হিরোর আদালতে বদরুলের সামনেই খাদিজা তার ওপর ঘটে যাওয়া নির্মমতার বিচার চান। প্রায় দুই মাস খাদিজার অপেক্ষায় ছিলেন আদালত। খাদিজাসহ আদালত ৩৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত আদালত ৩৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। গতকাল খাদিজাকে আদালতে সাক্ষীর জন্য হাজির করা হয়। খাদিজা আদালতে আসবেন- এ কারণে সকাল থেকে সিলেটের আদালত এলাকা ছিল লোকারণ্য। তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় করে লোকজন। এই অবস্থায় সকাল থেকে আদালত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। সকাল ১০টার দিকে কারাভ্যানে করে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বদরুলকে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে। নতুন ভবনের নিচতলায় রাখা হয় তাকে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে মাইক্রোবাসযোগে আদালতে হাজির হন খাদিজা আক্তার নার্গিস। আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি হেঁটে হেঁটে তিন তলায় যান। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় রাখা হয় তাকে। দুপুর ১২টার দিকে বদরুল আলমকে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারিক আদালতে। সেখানে বদরুলের সামনেই প্রথমে সাক্ষ্য প্রদান করেন খাদিজা। এ সময় খাদিজা বলেন- বদরুলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে তাদের বাড়িতে লজিং মাস্টার ছিল। এর বেশি তিনি বদরুলকে চিনেন না। বদরুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঘটনার দিন সে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে তার হাত ধরে টানাটানি করে। এরপর পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার

পর পুকুরপাড়ে তার ওপর হামলা চালায়। খাদিজা জানান- প্রথম তিনি হাত দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পরপরই কয়েকটি কোপ দেয়ার পর আর কিছু বলতে পারেননি। এ সময় আদালতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন খাদিজা। সাক্ষ্য গ্রহণের পর খাদিজাকে জেরা করেন আসামি পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী। জেরার সময় বদরুল আদালতেও উগ্র মনোভাব দেখায়। খাদিজাকে উদ্দেশ্য করে কথাও বলে। পরে আইনজীবীরা ধমক দিয়ে তাকে শান্ত করেন। এদিকে- আদালত খাদিজার সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে আলোচিত এ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত করেন। মোট ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্যে খাদিজা সহ ৩৪ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য দিলেন। আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত করে আগামী ১লা মার্চ যুক্তি-তর্কের তারিখ নির্ধারণ করেন। এরপর রায় ঘোষণার তারিখ ঘোষণা করা হবে। আদালত থেকে বেরিয়ে এসে এপিপি অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন- 'আদালতে খাদিজার সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত করা হয়েছে। এখন যুক্তি-তর্কের পর রায়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন- আদালতের কাছে আমরা সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছি। আমরা আশাবাদী আদালত ন্যায়বিচার করবেন।' তিনি বলেন- আদালতের কাছে নির্যাতনের শিকার হওয়া কলেজছাত্রী খাদিজাও সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন। এদিকে- আসামি বদরুলের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী জানিয়েছেন- 'খাদিজার বক্তব্যে প্রচুর অসংলগ্নতা রয়েছে। সেটি আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি।' তিনি বলেন- ঘটনার সময় বদরুল নেশাগ্রস্ত ছিল। নেশার ঘোরে সে ওই কাজ করেছে। এ কারণে তিনি আদালতের কাছে বদরুলকে নির্দোষ দাবি করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্যের জবাবে খাদিজার পরিবারের নিয়োজিত আইনজীবী আ.ক.ম শিবলী জানিয়েছেন- ঘটনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এটি একটি পরিকল্পিত ঘটনা। খাদিজাকে প্রাণে হত্যার উদ্দেশেই পরিকল্পনা করে তার ওপর হামলা হয়েছে। এখন আদালতকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তবে- এ পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি আদালতের কাছে আলোচিত এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। গত ৩রা মার্চ সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে সরকারি মহিলা কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিসকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে বদরুল আলম। বদরুল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত ছিল। এক সময় খাদিজাদের বাড়িতে লজিং মাস্টার হিসেবে বসবাস করতো বদরুল। পরে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর থেকে কলেজে যাওয়া-আসার পথে রাস্তাঘাটেই খাদিজাকে প্রেম প্রস্তাব দেয় বদরুল। কিন্তু প্রেমে সারা না দেয়ায় তার উপর চালানো হয় এই নির্মমতা। এদিকে- ঘটনার পর আটক হওয়া বদরুলকে আসামি করে ৪ঠা অক্টোবর সিলেটের শাহপরান থানায় মামলা করেছিলেন খাদিজার চাচা আব্দুল কুদ্দুস। এ ঘটনায় ৫ই ডিসেম্বর বদরুল সিলেটের আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। আর জবানবন্দিতে সে জানিয়েছে- প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় খাদিজাকে কুপিয়েছে। এদিকে- ঘটনার এক মাস পর আদালতে একমাত্র আসামি বদরুলকে অভিযুক্ত করে পুলিশ। আর চার্জশিট গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ৩৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত। আইনজীবীরা জানিয়েছেন- সিলেটের শিশু সাইদ ও রাজন হত্যা মামলার বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। একইভাবে খাদিজা হত্যাচেষ্টা মামলাটি গুরুত্বসহকারে নিয়েছেন আদালত।

তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন একটি ব্যাচের যাত্রা শুরু হয়েছে। তেমনি শিক্ষাজীবন শেষ করে বিদায় নিচ্ছেন একদল শিক্ষার্থী। নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের খোলা চিঠি নিয়ে আজ বিশেষ আয়োজন।

প্রতি বছর পুরোনো শিক্ষার্থীদের জায়গা দখল করে নেয় একদল নতুন মুখ। 'স্বপ্ন নিয়ে'র আয়োজনে মডেল হয়েছেন বুয়েটের শিক্ষার্থী বাতেন, মীম, মাসনুন, সামিহা, মৌনতা, ফাহিম, রাফিদ ও তোরসা। ছবি: খালেদ সরকারপ্রতি বছর পুরোনো শিক্ষার্থীদের জায়গা দখল করে নেয় একদল নতুন মুখ। 'স্বপ্ন নিয়ে'র আয়োজনে মডেল হয়েছেন বুয়েটের শিক্ষার্থী বাতেন, মীম, মাসনুন, সামিহা, মৌনতা, ফাহিম, রাফিদ ও তোরসা। ছবি: খালেদ সরকার

আমরা সবাই মিলে একটা পরিবার

তানজিলা ইফাৎ তাসকিন

মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমার কাছে বিশাল আবেগের জায়গা। ২০১১ সালে যখন ভর্তি হই, একবারের জন্যও বুঝতে পারিনি পড়ালেখা শেষ করে যাওয়ার সময় ক্যাম্পাসকে এভাবে অনুভব করব। প্রথম বছর শুধু ক্যাম্পাস ঘুরে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। কলাভবনে ক্লাস করে টিএসসি, কার্জন হল, চারুকলা...কোথায় যাইনি ঘুরতে! মনে পড়ে যখন ঝুমবৃষ্টি নামত, বন্ধুরা মিলে চলে যেতাম ফুলার রোডে বৃষ্টিতে ভিজতে। সেখান থেকে এসে টিএসসিতে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেল পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরেছি।

সবচেয়ে বেশি মিস করব আমার 'চৈতালি বাস'কে। যখন নবীন ছিলাম, এই চৈতালিতেই পরিচয় হয়েছিল কিছু বড় আপুর সঙ্গে, তারা এখনো সস্নেহে আগলে রেখেছেন।

যেকোনো উৎসবে প্রথমেই মনে হয় ক্যাম্পাসের কথা। বসন্ত, বৈশাখ, সরস্বতী পূজা...সব সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রঙিন ছিল, আছে, থাকবে। আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয় যে আমি চাইলেই যেকোনো দিন বইমেলায় ঘুরে আসতে পারি। ছোটবেলায় যখন এই সুযোগটা ছিল না, কতই না আফসোস হয়েছে! ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। ফটোগ্রাফি সোসাইটি, ট্যুরিজম সোসাইটি, চলচ্চিত্র সংসদ, আইটি সোসাইটি–এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। তোমাদের যাদের এসব বিষয়ে আগ্রহ আছে, শুরু থেকেই ক্লাবগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে পারো। এ?ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সহায়তায় টিএসসিতে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ দান দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমি দেখেছি আমাদেরই কোনো বন্ধুর বিপদে বা অসুস্থতায় বাকি সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করছে সাহায্য করতে। আমরা সবাই একটা বিশাল পরিবারের অংশ।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমার কাছে মনে হয়, পড়ালেখাকে আমি কীভাবে দেখছি তার ওপর নির্ভর করে পড়ালেখা কেমন হবে। যখন ভেবেছি আমি নিজ সিদ্ধান্তে নিজে পছন্দ করে পড়ছি, তখন ভালো লাগা থেকে পড়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন অন্য যেকোনো জায়গা থেকে ভিন্ন। ভীষণ আনন্দের, উৎসবের, শেখার, জানার, অনুভব করার।

মাঝেমধ্যেই মনে হয়, ছয়টা বছর খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছে। জীবনের সেরা সময়টা হয়তো অতিক্রম করে ফেলেছি। আমার পথচলা শুরু হয়েছিল মনোবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমার ভিত তৈরি হয়েছে এখানেই। এখন স্নাতকোত্তর শেষ পর্যায়ে আছি 'এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি' বিভাগে। এখানে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার শিক্ষক আর বন্ধুরা। কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা সবার প্রতি।

আমাদের অগ্রজদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যে দায়িত্ব পেয়েছিলাম, সেটি এখন তোমাদেরকেই দিয়ে যাচ্ছি। যারা নবীন হিসেবে আসছ, তোমাদের জন্য অসংখ্য শুভকামনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সব মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষায় আছে তোমার জন্য।

হারিয়ে যাও প্রকৃতির রাজ্যে

শুভদীপ পাল

আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দার্শনিকেরা বলেন, প্রকৃতির শিক্ষাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীরা যখন চোখভরা কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করে, 'কী পড়ব? কী করব?' আমরা তখন বলি, নিয়মিত ক্লাস করো, লেকচার টুকে নাও, আর ক্লাস শেষে হারিয়ে যাও প্রকৃতির রাজ্যে।

ছয় ঋতুর প্রতিটির যে আলাদা রং আছে, রূপ আছে, টের পাওয়া যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে। নবীন শিক্ষার্থীরা, কদিন আগে কুয়াশাভেজা ক্যাম্পাস তোমাদের স্বাগত জানিয়েছে। এখন হঠাৎ হঠাৎ তোমাকে হয়তো চমকে দেবে কোকিলের কুহু ডাক। আবার কয়েক দিন পরই পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার আনন্দে রঙিন হবে পুরো ক্যাম্পাস। প্রকৃতির এই প্রতিটি আয়োজনে শামিল হতে ভুলো না।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ঝুমবৃষ্টির দেখা পাবে এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সামনের বর্ষায় আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু জানি উদ্দাম বর্ষায় ভিজবে তুমি। যেমনটা আমি ভিজেছিলাম। শাটল ট্রেনের বিশ্ববিদ্যালয় পুরো বাংলাদেশে এই একটাই। শরতে কাশফুলে ঢাকা পাহাড় ছুঁয়ে সাপের মতো শাটল এগিয়ে চলে।ট্রেনের ভেতর বগি বাজিয়ে চলে গান-বাজনা, আড্ডা, হইহুল্লোড়।

কলকাতার যেমন কফি হাউস, আমাদের আছে ঝুপড়ি। আমরা বলি, ক্যাম্পাসের ঝুপড়ি কখনো ঘুমায় না। এখান থেকেই ডাক এসেছে কত প্রগতিশীল আন্দোলনের, উঠে এসেছে কত নিত্যনতুন আইডিয়া!

আমাদের আইন বিভাগের একজন প্রফেসর বলেছিলেন, 'তুমি জিতে গেলে জিতে যাবে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়। আর হারলে পরাজয় আমাদের সবার।' যখনই কোনো দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি, আমরা এই কথাটা মনে রাখতাম। জীবনের সবটুকু রং দিয়ে সাজিয়ে নাও এই বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন। রঙের খেলা খেলতে খেলতেই যার শুরু, পাঁচ বছর পর 'র‍্যাগ ডে'-তে সেই রঙের খেলা খেলতে খেলতেই সাঙ্গ হবে এই স্বপ্নীল সময়। তখন পেছনে ফিরে তাকিয়ে যেন আক্ষেপ করতে না হয়। তোমার বুকজুড়ে যেন থাকে তরতাজা আত্মবিশ্বাস। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত প্রিয় নবীন। ভালোবেসো, ভালো থেকো, ভালো রেখো।

প্রকৌশলী হতে হলে কৌশলী হতে হয়

নাদিরা মুসতারী

কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

তোমরা যখন এই চিঠিটা পড়ছ, আমার ছাত্রী পরিচয়ের আগে তখন 'সাবেক' শব্দটা জায়গা করে নিচ্ছে। শুরু থেকেই জানতাম এই দিনটা আসবে, যেদিন আমাকে আমার প্রিয় ক্যাম্পাসকে বিদায় জানাতে হবে। তারপরও সব সময় ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চেয়েছি। আপন কাউকে বিদায় জানাতে সবারই হয়তো এমন লাগে।

আমি এখনো মনে করতে পারি স্পষ্ট, প্রথম যেদিন আমি বুয়েটে পা রাখি সেদিনের কথা। কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে এসে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কোন ভবনে আমার সিট পড়েছে। এদিক-সেদিক হেঁটে এসে বুঝতে পারলাম, আমি আসলে আবার আগের জায়গাতেই ফেরত এসেছি। গোলকধাঁধা মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেদিনই সম্ভবত এটাও ঠিক করে ফেলেছিলাম, এই গোলকধাঁধাকে আমার জয় করতে হবে।

অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর যখন এই ক্যাম্পাসের ধুলোবালি আমাকে স্বাগত জানাল, সেদিন কি একটু গর্ব হচ্ছিল? হয়তো! তখন চোখে রঙিন চশমা। যা-ই দেখি, অবাক হই। যা-ই করি, নিজের অভিজ্ঞতার থলেটাকে আরেকটু ভারী মনে হয়।অদ্ভুত লাগে যখন দেখি, দেশ-বিদেশের নানা রকম প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া ছেলেমেয়েরা আমারই সঙ্গে ক্লাস করছে, আমারই সঙ্গে পলাশীর মোড়ে মনির মামার বানানো স্পেশাল মা া চা খাচ্ছে! কখনো ভারী গ্লাসের চশমাটা নাকের ওপর আরেকটু ঠেলে দিয়ে জ্ঞানের কথা বলছে, আবার পরমুহূর্তেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কার গান থাকবে, কে নাচবে–এসব নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করে দিচ্ছে।

এটা আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, বুয়েটে কখনো অনুষ্ঠান-আয়োজনের অভাব হয়নি। তোমরা এটা ধরে রাখলে সামনেও হবে না। চার বছরের শিক্ষাজীবন তোমাকে বাকি জীবনে মনে রাখার মতো অজস্র মুহূর্ত দেবে, শুধু সঠিক সময়ে সেগুলোকে জালে আটকাতে পারলেই হলো।

মজার ব্যাপার হলো, এই যে ছেলেমেয়েগুলো এত কিছু করছে, অনেকে ভাবতে পারে এরা পড়ালেখা করে কখন! প্রথমে আমারও অবাক লাগত। এরপর বুঝে গেলাম, প্রকৌশলী হতে হলে আগে কৌশলী হতে হয়। তুমি ঘুরে বেড়াতে চাও, ঘোরো। দুনিয়াটাকে নিজের মুঠোয় বন্দী করো। কিন্তু কৌশলটা হলো, তুমি ক্লাসগুলো করো। সকাল আটটায় উঠতে জানি তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু এর ফলাফল যখন পাবে, তখন কষ্টটা সার্থক মনে হবে। দিনের পড়াটা দিনেই শেষ করে রেখো। সাহায্য নিতে পারো ক্লাসের অন্য কারও। একদম শেষ বেঞ্চে বসা ছেলেটাও কিন্তু তোমাকে দারুণ কিছু শেখাবে, যা হয়তো তুমি জানতে না। স্রেফ পড়ার জন্য না পড়ে জানার জন্য পড়ো। তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইল। বর্ণিল হোক তোমাদের বুয়েট-যাত্রা।

আহারে আমার সোনালি দিনগুলো!

শাওন কৈরী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নামের এই স্বপ্নভূমিতে পা রেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম, কেটে গেছে অনেকগুলো দিন, এবার বিদায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সোনালি দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে। এবার শুরু হবে অন্য একটা জীবন, যে জীবনে নিশ্চিন্ত ঘোরাঘুরি নেই, আড্ডাবাজি-গল্প নেই, যেমন খুশি তেমন চলা নেই। 'টিচ ফর বাংলাদেশ' নামের একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা শুরু করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। বাচ্চাদের সঙ্গেই কাটে দিনের বেশির ভাগ সময়। কিন্তু ক্যাম্পাস ছেড়ে আসার একটা 'ট্রমা' কাজ করে এখনো। এই 'ট্রমা' থেকে এখনো বের হতে পারিনি। কবে যে পারব, নাকি কখনো পারবই না, কে জানে!

আগে সকালে কোনোমতে ঘুম থেকে উঠে ক্লাসের জন্য ছুটতাম। মনে পড়ে না ক্লাসের দিনগুলোতে শেষ কবে নাশতাটা সময়মতো করতে পেরেছি। ক্লাস শেষে আবার এলোমেলো দিন...এখানে সেখানে। ক্যাম্পাসের অদূরে সবুজ, কখনো মিষ্টি বৃষ্টি, কখনো ধূসর কুয়াশা কিংবা মায়াময় রাত–মনটা আচ্ছন্ন করে রাখে।

এখন আমার সকাল শুরু হয় সাতটায়। প্রায়ই এমন হয়, ঘুম থেকে উঠেই মাথার পেছনের জানালা দিয়ে হলের বিশাল মাঠটা দেখব বলে তাকাই। এখনকার জানালাবিহীন রুমটা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, রূপকথার দিন শেষ। এখন ওঠো, ছোটো। পৃথিবীর কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়, তখন কেমন লাগে বুকের ভেতরে। রাস্তায় যখন ক্যাম্পাসের বাস দেখি, মনে হয় আহারে আমার সোনালি দিনগুলো!

প্রিয় নবাগত শিক্ষার্থীরা, এই রূপকথার ক্যাম্পাসে আমি যা শিখেছি, সেটা তোমাদের বলি। এখানে তোমাকে প্যান্ডোরার বাক্সে ভরে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। বাক্সটা তুমি কীভাবে, কতটা ব্যবহার করবে, সেটা নির্ভর করবে তোমার ওপর। এই ক্যাম্পাসের মায়ায় ঘেরা গাছগুলো তোমাকে যেমন বুকভরে শ্বাস নিতে দেবে, ঠিক তেমনি মুড়িয়ে ফেলতে পারে হতাশার চাদরে। এই ৭০০ একর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ তোমাকে দিতে পারে আকাশজয়ের সাহস, আবার কেড়ে নিতে পারে সব সম্ভাবনা। তুমি কোন পথে যাবে? এই সিদ্ধান্ত তোমার। ঠিক যখন যা দরকার, আর যা দরকার নয়, সবই পাবে এই ক্যাম্পাসে। তার কতটুকু কীভাবে তোমার জীবনে স্পর্শ করবে, সেটা তোমাকে সময়ই বলে দেবে। দুই হাত মেলে দিয়ে তোমাকে আদর বিলিয়ে যাবে জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস–এই আদরের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে তোমাকেই। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

ক্যাম্পাসের প্রিয়মুখ

অলরাউন্ডার যাফির

তরুণটির নাম যাফির শাফিঈ চৌধুরী। ১৪ বছর বয়স থেকেই ইলেকট্রনিকস নিয়ে তাঁর আগ্রহ। সার্কিট ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্প বানানোর কাজ তিনি সে বয়স থেকেই করে আসছেন। কদিন পর শুরু করলেন প্রোগ্রামিং। ফলাফল–কলেজ পর্যায়ের প্রায় সব ধরনের সায়েন্স প্রজেক্টে চ্যাম্পিয়ন খেতাব জুটল তাঁর ঝুলিতে। কুইজ অনুষ্ঠানগুলোতে যে 'বাজার সিস্টেম' ব্যবহার করা হয়, সে রকম একটা 'বাজার' তৈরি করেছিলেন যাফির। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের তৈরি বাজারটিকে আরও উন্নত করেছেন। এখন স্পেলিং বি, কুইজ কুইজের মতো অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে যাফিরের তৈরি বাজার। যাফির পড়ছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশল বিভাগের শেষ বর্ষে।

২০১১ সাল থেকে একজন ফ্রিল্যান্স অ্যানিমেটর ও সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিছু টাকাপয়সা রোজগার হয়। আয়ের পুরোটুকু দিয়ে খুলে বসেন নিজের কোম্পানি। বন্ধু মীর শাহরুখ ইসলাম এবং কাজী মো. আসিফকে সঙ্গে নিয়ে ২০১২ সালে শুরু করা স্টার্টআপটির নাম দেন 'সিঙ্গুলারিটি ইন্টারেকটিভ'। যাফির বলছিলেন, 'আমাদের সিঙ্গুলারিটি ইন্টারেকটিভ বর্তমানে তিন ধরনের কাজ করছে–সফটওয়্যার অ্যান্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন স্টুডিও আর হার্ডওয়্যার সলিউশন। ১৭ জনের বেশ বড় একটা দল কাজ করছে এসব নিয়ে।' তাঁদের এই স্টার্টআপের সঙ্গে এখন নিয়মিত কাজ করছে বেশ কিছু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান।

যাফির বলছিলেন তাঁর কোম্পানির সাফল্যের কথা। 'লাফার্জ ও জিমেইলের একটি ক্যাম্পেইন প্রতিযোগিতার জন্য আমরা একটি মডেল রোবট বানিয়েছিলাম, ২০১৩ সালে যেটা ব্র্যান্ড ফোরামের 'কমওয়ার্ড' পুরস্কার জিতে নেয়। আমরাই প্রথম অগমেন্টেড রিয়্যালিটি অ্যাপ তৈরি করি, যেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ওয়ার্ে উদ্বোধন করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে অগমেন্টেড ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়।'

উদ্যোক্তা যাফিরের সাফল্য এখানেই শেষ নয়। কনজ্যুমার মার্কেটিংয়ের কথা মাথায় রেখে ২০১৪ সালে সিঙ্গুলারিটি ইন্টারেকটিভের পাশাপাশি কাজ শুরু করেন আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। নাম 'বন্ডস্টাইন টেকনোলজিস লিমিটেড'। তাদের স্লোগান 'মেড ইন বাংলাদেশ'।

স্বল্পভাষী যাফিরের তৈরি ভিডিও ডিজিটাল মার্কেটিং সামিটে বেস্ট ক্যাম্পেইন ভিডিওর খেতাব হিসেবে জিতে নেয় 'ডিগিবাজ' অ্যাওয়ার্ড। বর্তমানে তিনি বুয়েট ডিবেটিং ক্লাব এবং বুয়েট ব্রেইনিয়াক কুইজ ক্লাবের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৬ সালে হয়ে যাওয়া ব্যাটল অব মাইন্ডসে তাঁর দল প্রথম রানারআপ এবং হুওয়েই সিডস ফর ফিউচার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে সুবাদে চায়নায় হুওয়েইয়ের প্রধান কার্যালয়েও ঘুরে এসেছেন তাঁরা।

বাবা মো. জামাল উদ্দিন চৌধুরী ও মা সুরাইয়া বেগমের দুই সন্তানের একজন যাফিরের বেড়ে ওঠা ঢাকাতেই। পড়াশোনার এত চাপের মধ্যেও পুরোদস্তুর দুটো কোম্পানির কাজ কীভাবে করেন? প্রশ্ন শুনে বললেন, 'এটা সত্যি যে সারা দিন ক্লাস শেষে বাসায় ফিরে রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করা কঠিন। এমনও দেখা গেছে, অফিসের কাজের জন্য ভার্সিটির ক্লাস মিস হচ্ছে, কিংবা ভার্সিটির জন্য ভালো কোনো চুক্তি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা সব সময় পাশে ছিল বলেই এতটা পথ আসতে পেরেছি।' শেষে আরেকটি প্রশ্ন, কোথায় পৌঁছাতে চান? যাফিরের উত্তর, 'যেদিন দেখব আমার কাজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনোভাবে উপকৃত করছে, সেদিনই আমার স্বপ্ন পূরণ হবে।'

রোহিঙ্গা নির্যাতন

সু চির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি মার্কিন শান্তিদূতের

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তদন্তের জন্য জাতিসংঘের একটি আলাদা কমিশন গঠন করা উচিত। দেশটির নেত্রী অং সান সু চির বিরুদ্ধে তদন্ত করবে ওই কমিশন। ভাবমূর্তির দোহাই দিয়ে তাঁকে বাদ দেওয়া উচিত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মানবাধিকার-বিষয়ক দূত কিথ হার্পার।

কিথ সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক পরিষদে (ইউএনএইচসিআর) মার্কিন দূত ছিলেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী চরম নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। দেশটির নেত্রী অং সান সু চি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

কিথ হার্পার আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পশ্চিমা মানবাধিকারকর্মীরা সু চিকে বীর হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলে তাঁরা মিয়ানমার এবং সু চির ওপর হয়তো দায় চাপাতে চাইবেন না। তাঁকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। হার্পার আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন হয়তো রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দেবে না। তিনি বলেন, সু চির নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁর জন্য ঢাল হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা খুব বাজে। এই কারণে তাঁর দায়কে পাশ কাটানোর চেষ্টা হচ্ছে।

হার্পার বলেন, ইউএনএইচসিআর যেমন উত্তর কোরিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তদন্ত করতে আলাদা কমিশন গঠন করেছিল, ঠিক তেমনটাই করা উচিত মিয়ানমারের ক্ষেত্রে।

গত ৯ অক্টোবর রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সীমান্তের তিনটি চেকপোস্টে অস্ত্রধারীদের হামলায় দেশটির নয় পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার পর রোহিঙ্গাদের দমনে সেনাবাহিনীর এই অভিযান শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, রোহিঙ্গা-অধ্যুষিত রাখাইন রাজ্যে বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হত্যা ও ধর্ষণে যুক্ত হয় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী। প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম। জাতিসংঘের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, তাঁদের আশঙ্কা, সাম্প্রতিক সহিংসতায় এক হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউজে ঢুকতে দেয়া হয়নি শীর্ষ মিডিয়ার সাংবাদিকদের

দেশ ডেস্ক, ২৬ ফেব্রুয়ারি : হোয়াইট হাউজে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হলেন শীর্ষ মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকেরা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রধান কয়েকটি মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করতে দেয়নি ট্রাম্প প্রশাসন। এ ছাড়া শুক্রবার কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কনফারেন্সে (সিপিএসি) আবারো গণমাধ্যমকে গণশত্রু আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প।

পলিটিকোর খবর অনুযায়ী, শুক্রবার ছিল হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি শন স্পাইসারের সংবাদ সম্মেলন। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত 'কিউ' ও 'এ' সেশনের মতো ব্রিফিংয়ের চেয়ে ওই সংবাদ সম্মেলন ছিল অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক। সেই সংবাদ সম্মেলনে ঢুকতেই দেয়া হয়নি সিএনএন, নিউ ইয়র্ক টাইমস, পলিটিকো, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ও বাজফিডের সাংবাদিকদের। যারা ভেতরে গিয়েছিলেন, ছবি তোলার বা ভিডিও করারও অনুমতি পাননি তারা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সংবাদ সম্মেলনে রীতিমতো তুলোধুনা করা হয় শীর্ষ সংবাদমাধ্যমগুলোকে। অবশ্য রয়টার্স, ব্লুমবার্গ ও সিবিএসের মতো আরো ১০টি প্রতিষ্ঠান বিনা বাধায় সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। তবে ঠিক কী কারণে হোয়াইট হাউজ শীর্ষ মাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে ওই ব্যবস্থা নিলো তা খোলাসা করেননি প্রেস সেক্রেটারি। শন স্পাইসার বলেন, 'আমরা সঠিকভাবে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি কি না সেটাই আমাদের কাজ। আমরা আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত করতে চাই; তাই বলে এই নয় যে প্রতিবারই ক্যামেরার সামনে সব বলতে হবে।' পরে এক বিবৃতিতে ওই সংবাদমাধ্যমগুলোকে বাধা দেয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, যেহেতু হোয়াইট হাউজের পুল রয়েছে, সেহেতু তারা অন্যদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং আমাদের কাছ থেকে সব তথ্য পাবে। সাধারণত একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ও একটি প্রিন্ট আউটলেট থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে পুল গঠিত হয়। এই পুলের অংশ হিসেবে এনবিসি, এবিসি, সিবিএস ও ফক্স নিউজকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও প্রবেশে বাধা দেয়া হয় সিএনএনকে। ঠিক একইভাবে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বাধা দেয়া হলেও সেই ব্রিফিংয়ে ঢুকতে দেয়া হয় ব্রেইবার্ট নিউজ, দ্য ওয়াশিংটন টাইমস এবং ওয়ান আমেরিকা নিউজ নেটওয়ার্ক নামে সংবাদমাধ্যমগুলোকে।

ক্যামেরা বন্ধ রেখে সংবাদ সম্মেলনের এই ধারণা নতুন কিছু নয়। তবে হোয়াইট হাউজের সংবাদ সম্মেলনে সব সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ এবং প্রশ্ন করার রীতি অনেক পুরনো। হোয়াইট হাউজের এমন 'কাণ্ডে' সুবিধাবঞ্চিত কয়েকটি সংবাদ সংস্থা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ দিকে সিপিএসি কনফারেন্সে মিডিয়াকে মার্কিন জনগণের শত্রু আখ্যা দেন ট্রাম্প। অতীতের ধারাবাহিকতায় তিনি বলেন, 'আপনাদের জানাতে চাই যে সংবাদের নামে চলমান গুজবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি।' ট্রাম্প বলেন, 'কিছু দিন আগে আমি গণমাধ্যমকে গণশত্রু আখ্যা দিয়েছিলাম। আজো আমি একই কথা বলছি।' গত সপ্তাহে তিনি টুইটারে লিখেছিলেন– 'গুজব সৃষ্টিকারী গণমাধ্যমগুলো (নিউ ইয়র্ক টাইমস, এনবিসিনিউজ, সিবিএস, সিএনএন) শুধু আমার শত্রু নয়। তারা সমগ্র মার্কিন জনতার শত্রু।' নিউ ইয়র্ক টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক ডিন ব্যাকেট বলেন, 'আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এ ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটতে দেখিনি।' নিউ ইয়র্ক টাইমস ছাড়া বাকিরাও এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বাধা দেয়ার প্রশ্নে হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনও শামিল হয়েছে প্রতিবাদে।

জার্মানিতে উদ্বাস্তুদের ওপর দিনে ১০টি করে হামলা

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : জার্মানিতে গত বছর উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের ওপর প্রতি দিন প্রায় ১০টি করে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২০১৬ সালের এসব সহিংসতায় মোট ৫৬০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৪৩টি শিশু রয়েছে। জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রোববারে প্রকাশিত তথ্যের বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ হয়েছে।

পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে দেয়া তথ্যে দেখা যায়, মোট হামলার ৭৫ ভাগই অভিবাসীরা যেখানে থাকেন তার বাইরে ঘটেছে, আর প্রায় এক হাজারটি ঘটনায় উদ্বাস্তু বা অভিবাসীরা যেখানে থাকেন সেখানেই তারা আক্রান্ত হয়েছেন। প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৬ সালে অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের হোস্টেলগুলোতে তিন হাজার ৫৩৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুই হাজার ৫৪৫টি হামলার ক্ষেত্রে হামলার শিকার ছিল একজন।

আবাসস্থলে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৯৮৮টি। উদ্বাস্তু সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর ২১৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় ৪৩টি শিশুসহ ৫৬০ জন আহত হয়েছেন। ২০১৫ সালে জার্মানিতে ছয় লাখ আশ্রয়প্রার্থী প্রবেশ করলেও ২০১৬ সালে তা কমে দুই লাখ ৮০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে তুরস্কের চুক্তি ও বলকান অঞ্চলে অভিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পায়।

দেশটির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল, সন্ত্রাস ও নিপীড়ন এড়াতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা লোকজনের জন্য জার্মানির সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তার এই নীতির ফলে জার্মানিতে কট্টরপন্থা ও ঘৃণাজনিত অপরাধ বেড়ে গেছে, অপর দিকে আশ্রয়প্রার্থীদের উপচে পড়া আবেদনপত্রও স্তূপ হয়ে আছে। ইউরোপজুড়ে ধারাবাহিক সন্ত্রাসী হামলার পর জার্মানিতেও এ ধরনের হামলার আশঙ্কা বেড়েছে। আসছে সেপ্টেম্বরের পার্লামেন্ট নির্বাচনে উদ্বাস্তু ইস্যুটি বড় হয়ে দেখা দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের হুঁশিয়ারি

অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা রোগের মতো ছড়াচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : 'লোকরঞ্জনবাদের বিপথগামী চর্চার' পাশাপাশি মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা 'রোগের মতো' ছড়াচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গত সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের প্রধান অধিবেশনে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জাতিসংঘের শীর্ষ পদের দায়িত্ব নেওয়ার পর মানবাধিকার পরিষদে গুতেরেসের গতকালই প্রথম অংশ নেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারটি একটা অসুখের মতো উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়াচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মানবাধিকার পরিষদকে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি অন্তত ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের একটি আসন দখল করে রাখবেন। মার্কিন নেতৃত্বের অনিশ্চয়তাময় নানা কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের এই প্যানেলটির ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্পের উত্থানে মানবাধিকারকর্মীরা নানা ধরনের উদ্বেগের মুখোমুখি হয়েছেন। গুতেরেস গতকালের বক্তব্যে সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও এ বিষয়ে সতর্কতামূলক কিছু ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, 'আমরা ক্রমেই দেখতে পাচ্ছি লোকরঞ্জনবাদের বিকৃত চর্চা ও চরমপন্থার সহায়তায় বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, মুসলিমবিরোধী ঘৃণা এবং অন্যান্য অসহিষ্ণুতা ছড়াচ্ছে। শরণার্থী ও অভিবাসীদের অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শরণার্থী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। মুসলিমপ্রধান সাত দেশের নাগরিকদের ওপরও তিনি একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। তবে আদালত সেই আদেশ আটকে দিয়েছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার প্রধান জেইদ রাদ আল হুসেইন বলেন, 'আমরা অলসভাবে বসে থাকব না। আর আমাদের অধিকার, অন্যদের অধিকার, এই প্যানেলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা নস্যাৎ করতে পারবে না।'

দিল্লীতে সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করায় ছাত্রীদের ধর্ষণের হুমকি

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যেই ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে কার্গিল যুদ্ধে শহীদ এক সৈনিকের মেয়েকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলা এবিভিপির কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে রোববার সোস্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলেছিলেন গুরমেহের কৌর।

গত মঙ্গল ও বুধবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবিভিপির হামলার শিকার হন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এর প্রতিবাদ করে 'এবিভিপিকে ভয় পাই না' লেখা পোস্টার নিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন কারগিল যুদ্ধের শহীদ মনদীপ সিংহের মেয়ে গুরমেহের। এবার সেই পোস্টকে কেন্দ্র করেই একের পর এক ধর্ষণের হুমকি পেতে শুরু করলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে গুরমেহের জানান, তার পোস্টটিতে অনেকেই ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে তাকে। শুধু তাই নয়, তাকে দেশদ্রোহী আখ্যাও দেয়া হয়েছে। গুরমেহের কৌর বলেন, 'আমার মনে হয় এটি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। একটি পোস্টে ঠিক কিভাবে আমাকে ধর্ষণ করা হবে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।'

এবিভিপির সাথে অন্য ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষাবিদদের একাংশের গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল গত মঙ্গলবার। দিল্লির রামজস কলেজের এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার কথা ছিল জেএনইউ ছাত্র উমর খালিদের। এ নিয়েই এবিভিপির সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষের ঝামেলার সূত্রপাত।

উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মিরের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলায় উমর খালিদকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ওই আলোচনা সভা বাতিল হলেও এসএইআই ও আইসার প্রতিবাদ মিছিলে হামলার অভিযোগ ওঠে এবিভিপির বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টটি করেছিলেন গুরমেহের।

আরেক ছাত্রী সঙ্গীতা এখনো তার ওপর হামলার কথা ভুলতে পারছেন না। পুলিশের সামনে দশজন তার ওপর হামলা করে। এ সময় পুলিশ কোনো বাধা দেয়নি, নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অপরাধীদের আটক করা দরকার ছিল।

সঙ্গীতা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দু কলেজের আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। তার ওপর এবিভিপির হামলার কথা এভাবে বর্ণনা করেন। গত মঙ্গল ও বুধবার এবিভিপির শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর হামলা করে। এতে বহু শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছে দেশটির ছাত্রসমাজ।

শিউলি প্রকাশ নামে এক ছাত্রী বলেন, এবিভিপি কর্মীরা তাকে বলেছেন, তুমি যদি কমিউনিস্ট হও তাহলে আমরা তোমার মুখে এসিড মারব ও তোমাকে ধর্ষণ করব। তিনি বলেন, আমি এই দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার চাই। আতঙ্কিত শিউলি তাদের ভয়ে কলেজের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

সূত্র : আলজাজিরা, ইকোনমিকস টাইমস

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে ফ্রান্স প্রেসিডেন্টকে ১৫৪ এমপির চিঠি

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে ফ্রান্সের ১৫৪ জন পার্লামেন্ট সদস্য দেশটির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদকে একটি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তারা লিখেছেন, ' ফ্রান্সকে অবশ্যই (ফিলিস্তিন-ইসরাইল) সঙ ঘাতের অচলাবস্থা ভাঙ্গার দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের চিরন্তন অধিকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাতে হবে এবং একটি রাষ্ট্র লাভের অধিকার ফিলিস্তিনের জনগণের অবশ্যই রয়েছে, এ কথার স্বীকৃতি অবশ্যই দিতে হবে। এটিই হলো আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা রক্ষারও উপায়।'

ফ্রান্সের সব রাজনৈতিক দলের এমপিরা চিঠিতে সই করেছেন। তারা বলেন, এখনই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এমপিরা ওলাঁদকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বিষয়ে সাহসীকতার সাথে অগ্রসর হতে এবং ইতিহাসের এই মিলনের সুযোগকে হাতছাড়া না করার পরামর্শ দেন।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এই চিঠিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি একে শান্তি প্রক্রিয়ার অচলাবস্থার বিষয়ে একটি 'স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ' বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাস একে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপর জবর দখলের অবসান ঘটাতে ইসরাইল সরকারের অস্বীকৃতি এবং দুই রাষ্ট্র সমাধানকে নস্যাৎ করতে ইহুদি দেশটির সব পদক্ষেপের ফলে এই চিঠি লেখা হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন।

দুই রাষ্ট্র সমাধানে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল রাষ্ট্র পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করবে। এটি হলো বিশ্বের দীর্ঘদিনের সঙ্ঘাতের শান্তিপূর্ণ নিষপত্তির মূলভিত্তি। গত সিকি শতাব্দী ধরে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তবে এখন অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন, ইসরাইল এত বেশি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গ্রাস করে সেখানে লাখ লাখ বহিরাগত ইহুদির জন্য উপনিবেশিক বসতি গড়ে তুলেছে যাতে দুই রাষ্ট্রের সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে।

গাজা থেকে ইসরাইলে রকেট নিক্ষেপের দাবি

গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। তাদের দাবি সোমবার ভোরের এ হামলায় কেউ হতাহত হয়নি। সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, গাজা উপত্যকা থেকে একটি রকেট ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলের উন্মুক্ত স্থানে আঘাত হানে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, রকেট হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে এবং তদন্তের জন্য রকেটের গোলার ভাঙা টুকরা উদ্ধার করে। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর ট্যাংক ও বিমান হামলায় তিন ফিলিস্তিনি আহত হয়। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে চালানো রকেট হামলার জবাব দিতেই তারা ওই হামলা চালায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আভিগদর লিবারম্যান গাজার নিয়ন্ত্রণকারী হামাসকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, তিনি ভবিষ্যতে তাদের 'উসকানিমূলক' হামলার কঠোর জবাব দেবেন।

ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন না নিহত কমান্ডোর বাবা

দেশ ডেস্ক, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ২৮ জানুয়ারি ইয়েমেনে একটি সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই অভিযান চালানোর সময় নিহত হয়েছিলেন মার্কিন বিশেষ বাহিনী নেভি সিলের কমান্ডো উইলিয়াম রায়ান ওয়েনস। তাঁর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রায়ানের বাবা বিল ওয়েনস।

গত রোববার মার্কিন গণমাধ্যম মায়ামি হেরালডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল ওয়েনস বলেন, 'আমি দুঃখিত, আমি তাঁর সঙ্গে (ট্রাম্প) দেখা করতে চাই না। সরকারের উচিত আমার সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে দেখা।' দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় ট্রাম্পের এ ধরনের অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিল ওয়েনস বলেন, 'প্রেসিডেন্টকে জবাব দিতে হবে। দায়িত্ব নেওয়ার সপ্তাহখানেকের মাথায় তিনি কেন এ ধরনের অভিযানের নির্দেশ দিলেন।'

রায়ানের বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আগের দুই বছরে ইয়েমেনে মার্কিন সামরিক সদস্যদের নামানো হয়নি। হঠাৎ করেই এ ধরনের প্রদর্শনী অভিযানের কী প্রয়োজন ছিল?

মাসব্যাপী এশিয়া সফরে সৌদি বাদশাহ

১০ মন্ত্রীসহ সফরসঙ্গী ১৫০০ জন

দেশ ডেস্ক, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার থেকে শুরু হয়েছে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমানের মাসব্যাপী এশিয়া সফর। দ্রুত বর্ধনশীল বিশ্বে সৌদি তেল আমদানিকারদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ সুবিধা উন্নতি করা হবে এই সফরের মূল লক্ষ্য। অশীতিপর (৮০ বছর বয়স্ক) এই বাদশাহ দুই বছর আগে সিংহাসনে আরোহনের পর একটি উচ্চাভিলাসী অর্থনৈতিক সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও চীন সফরে যাচ্ছেন।

এই সফরে এশিয়া অঞ্চলের সাথে সৌদি আরবের অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। ইন্দোনেশিয়ার কর্মকর্তারা বলেছেন, ১০ মন্ত্রীসহ সালমানের সফরসঙ্গী হবে মোট ১ হাজার ৫০০ জন। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বাইরে এটাই হবে বাদশাহর প্রথম বিদেশ সফর।

সৌদি আরবের কর্মকর্তারা বলেছেন, সৌদি আরাবিয়ান ওয়েল কম্পানি (অ্যারামকো) আগামী বছর থেকে ৫ শতাংশ কমে এশিয়ান বিনিয়োগকারীদের কাছে তেল বিক্রি করবে, এর মাধ্যমে তৈরি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আইপিও, চীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক গুলোর সাথে আর্থিক লেনদেন বাড়বে।

তেলের রাজস্বের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে এবং আন্তর্জাতিক বিনোয়োগ বাড়াতে এশিয়ান ব্যাংক ও কোম্পানিগুলোকে তেল খাতের বাইরেও বিনিয়োগে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সৌদি আরবের অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান। তাঁর নেতৃত্বে গত আগস্টে চীনের সাথে সৌদি আরব প্রাথমিকভাবে ১৫টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, এর মধ্যে ছিল পানি প্রকল্প, তেল সংরক্ষণাগার তৈরি এবং আবাসন প্রকল্প গ্রহণ।

বাদশাহর সফর শুরু হবে মালয়েশিয়া দিয়ে। সে দেশে তিন দিন কাটিয়ে ৯ দিনের সরকারি সফরে যাবেন ইন্দোনেশিয়া। ৪৬ বছরের মধ্যে কোনো সৌদি বাদশার এটাই হবে প্রথম ইন্দোনেশিয়া সফর। ইন্দোনেশিয়া সফরকারী সর্বশেষ সৌদি বাদশা হচ্ছেন ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ আল সউদ।

জাকার্তার এ ভ্রমণে দুই দেশের মধ্যে ২৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য চুক্তি হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রামোনো আনুং জানিয়েছেন, বাদশাহ সালমান আগামী ১মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া সফর করবেন। এর মধ্যে তিনি শেষ ছয় দিন বালি দ্বীপে অবকাশযাপন করবেন। সেখান থেকে বাদশা যাবেন চীনে। সে দেশে চার দিন কাটাবেন তিনি। এরপর তিন দিনের সফরে জাপান যাবেন বাদশা সালমান।

১৯৭১ সালে বাদশাহ ফয়সালের পর কোনো সৌদি বাদশার এটাই হবে প্রথম জাপান সফর। এশিয়া সফর শেষ হবে মালদ্বীপে। সেখান থেকে ২৭ মার্চ তিনি যাবেন জর্ডানে। সেখানে তিনি যোগ দেবেন আরব লিগ শীর্ষ সম্মেলনে।

ভঙ্গ হচ্ছে হোয়াইট হাউসের দীর্ঘদিনের রেওয়াজ

সাংবাদিকদের নৈশভোজে যাচ্ছেন না ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সাংবাদিকদের 'গণশত্রু' বলে নিন্দা করার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে নতুন করে তাঁদের ওপর রাগ ঝাড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। জানিয়ে দিলেন, হোয়াইট হাউসের খবর পরিবেশনকারী সাংবাদিকদের সংগঠন হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউএইচসিএ) এ বছরের নৈশভোজে যোগ দেবেন না। সাধারণত ঐতিহ্যবাহী এ অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অংশ নেন। ঐতিহ্য ভেঙে ট্রাম্পের আগামী ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় এ

নৈশভোজে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমজগতে। ট্রাম্প শনিবার টুইটারে লেখেন, 'এ বছর হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নৈশভোজে থাকছি না। সবাই ভালো থাকবেন, সন্ধ্যাটা ভালো কাটুক।'

এর আগের দিন শুক্রবারই ট্রাম্প রক্ষণশীল রাজনীতিকদের এক অনুষ্ঠানে সংবাদকর্মীদের 'গণশত্রু' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর সমালোচনা করা প্রতিবেদনগুলোকে তিনি 'ভুয়া খবর' বলে উল্লেখ করেন।

ডব্লিউএইচসিএ'র নৈশভোজ

শুরু হয় ১৯২১ সালে। প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯২৪ সালে এতে যোগ দেন ক্যালভিন কোলেজ। ১৯৩০ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টাফ্টের মৃত্যুর কারণে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর অংশগ্রহণের কারণে এবং ১৯৫১ সালে এই আয়োজন বাতিল করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টরা এই নৈশভোজে গরহাজির থেকেছেন কদাচিৎ। ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সন এবং ১৯৭৮ সালে জিমি কার্টার ক্লান্তির কথা বলে যাননি। রোনালড রিগ্যান ১৯৮১ সালে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ক্যাম্প ডেভিডে অবকাশে ছিলেন।

নারীদের ঢুকতে না দিলে যাবেন না, এ হুমকি দিয়েছিলেন জন এফ কেনেডি। পরে নারীদের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়। এখন যেমন প্রেসিডেন্টদের তোপের মুখে পড়তে হয়, তা শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। ২০০৬ সালে অভিনেতা ও উপস্থাপক স্টিফেন কোলবার্টের বিদ্রূপে তিষ্ঠাতে না পেরে বেরিয়ে যান তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের কয়েকজন সহযোগী।

'বিরল' সফরে ইরাকে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দেশ ডেস্ক, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল-এবাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গত শনিবার বাগদাদ সফরে গেছেন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল-জুবায়ের।

আদেল আল-জুবায়েরের এ সফরকে 'বিরল' বলে অভিহিত করেছে প্রচারমাধ্যমের অনেকে। ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বে সামরিক অভিযানে ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের পর এই প্রথম কোনো জ্যেষ্ঠ সৌদি মন্ত্রী বাগদাদে গেলেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় থেকেই সৌদি আরবের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্কে শীতলতা বিরাজ করছে। ২৫ বছর বন্ধ রাখার পর এক বছর আগে বাগদাদে আবারও দূতাবাস খোলে রিয়াদ। তবে এর কিছুদিন পরই সৌদি রাষ্ট্রদূতের প্রত্যাহারের দাবি তোলে ইরাক সরকার। ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইরানের সংশ্লিষ্টতা এবং সুন্নি মুসলিমদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

মেমবউদের বাংলা শেখা

মো. সাইফুল্লাহ

ব্রুনহিল্ড দেসকঁ বললেন, 'আমার মন খারাপ।' তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল গত সোমবার সকালে। বাঙালির ঘরে বধূ হয়ে আসা বেলজিয়ামের এই নারীর যে সেদিন সত্যিই মন খারাপ ছিল তা নয়; হাসিমুখে কথা বলছিলেন। যখন প্রশ্ন করলাম, 'বাংলা ভাষায় কোন কথাটা আপনার সবচেয়ে প্রিয়?' তখন বললেন, 'আমার মন খারাপ।' তিনি মনে করেন, ইংরেজি বা তাঁর জানা অন্য কোনো ভাষাতেই 'আমার মন খারাপ' আবেগটা যথাযথ বোঝানোর মতো কোনো বাক্য নেই। বাংলা আর ইংরেজি ছাড়াও ব্রুনহিল্ড দেসকঁ আরও তিনটি ভাষা জানেন–ফরাসি, ফ্লেমিশ ও জার্মান। অতএব, তাঁর মন্তব্যকে হেলাফেলা করা যাচ্ছে না।

লিজিয়া ম্যারিনা এনাকিওইগবেষণার কাজে মাত্র এক বছর থাকার ইচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন ব্রুনহিল্ড । সে সময় পরিচয় হয় আলোকচিত্রী নইমুজ্জামান খানের সঙ্গে। তারপর? ব্রুনহিল্ড র ভাষায়, 'দেন এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জড!' দুজন বিয়ে করেছেন বেশ কয়েক বছর হলো। ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশে আছেন ব্রুনহিল্ড দেসকঁ। বাংলা ভাষা বোঝেন। বলতেও পারেন। 'আমার মন খারাপ' ছাড়া আরও কয়েকটি শব্দ তিনি খুঁজে পেয়েছেন, যা শুধু বাংলাতেই বলা সম্ভব। যেমন, 'ধুর!' আরও একটা বাক্য তাঁর প্রিয়, সেটা হলো, 'বিশ্রী অবস্থা!' যানজটে পড়লে খুব আগ্রহ নিয়ে ব্রুনহিল্ড এই কথাটা বলেন। একবার রুয়ান্ডায় যাওয়ার পথে ব্রুনহিল্ড কীভাবে 'বিশ্রী অবস্থা' কথাটার একটা যথার্থ প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেটা বলব। তার আগে চলুন, আরও কয়েকজন 'মেমবউ'-এর গল্প শোনা যাক, যাঁরা ভালোবেসে বাংলাদেশের ছেলেকে বিয়ে করেছিলেন, একসময় ভালোবেসে শিখেও ফেলেছেন বাংলা ভাষা।

ফিলিপা লুকাসশ্বশুরবাড়ির লোকজন নতুন নতুন শব্দ শিখিয়েছেন

ব্রুনহিল্ড র মতো আরেক বহুভাষী রোমানিয়ার লিজিয়া ম্যারিনা

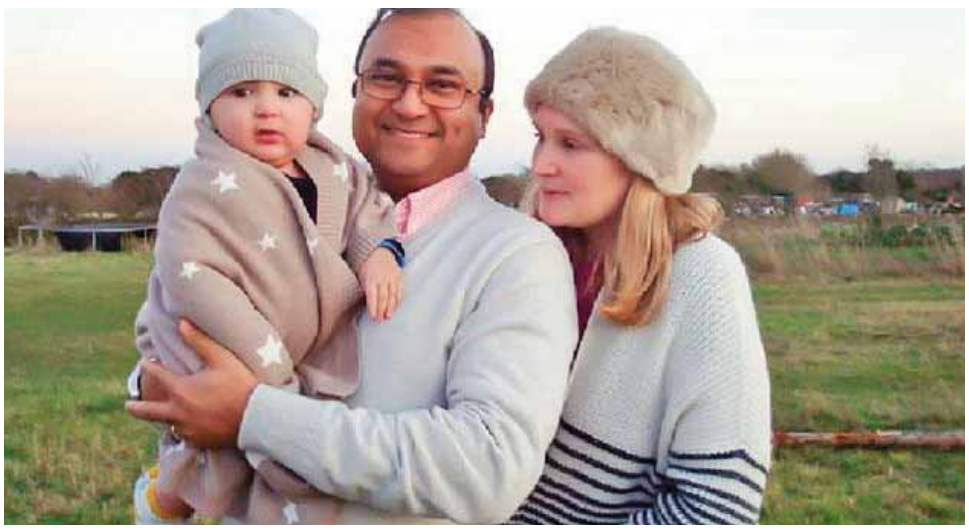

এনাকিওই। রোমানিয়ান ছাড়াও তিনি ইতালীয়, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষা জানেন। ভালোবেসে বাংলাদেশি সাংবাদিক শুভ্রকে বিয়ে করার সুবাদে বাংলা ভাষাও তাঁর জানা। লিজিয়া এখন রোমানিয়ায় আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হলো ফেসবুক মেসেঞ্জারে। ওপাশ থেকে প্রশ্নের উত্তরগুলো তিনি দিলেন ইংরেজিতে। তবে বোঝা গেল, বাংলা ভাষায় তাঁর দখলটা মন্দ না।

বেশ কয়েকটি ভাষা শেখার অভিজ্ঞতা আছে বলে বাংলা শিখতে লিজিয়াকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। শুরুর দিকে খানিকটা সমস্যা হয়েছিল বটে। সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠলেন কীভাবে? লিজিয়া বলেন, 'আমি বাংলা শেখার ক্লাস করেছি। শুরুতে শব্দগুলো মাথার ভেতর গুলিয়ে যেত। নিজে নিজে প্রথম বাক্যটা তৈরি করতে তিন মাস সময় লেগেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাকে নতুন নতুন শব্দ শিখিয়েছেন। টিভিতে খবর দেখেও অনেক শব্দ শিখেছি।'

গৃহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাংলা উচ্চারণটা আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয়েছে তাঁর। বললেন, 'আমি বারবার ওদেরকে বলতাম, "ঝাল দেবেন না।" ওরা কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। পরে বুঝলাম, "ঝাল" শব্দে "ঝ"টা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছি না। শুরুতে ঝাল সত্যিই খুব ভয় পেতাম। এখন অবশ্য মনে হয়, মরিচ জিনিসটা অত খারাপ না!'

ভিনদেশি এই বধূ মনে করেন, বাংলা ভাষায় স্বরভঙ্গি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট শব্দ, স্বরের ওঠানামার কারণে অর্থ বদলে যায়। বাংলা ভাষার এই বিষয়টা লিজিয়াকে অবাক করে দেয়।?

সন্তান ও স্বামী সোলায়মানের সঙ্গে ফিলিপা। ছবি: সংগৃহীতনাতবউয়ের চুল পাকা!

বাংলাদেশের ছেলে ফয়সাল হাসানকে বিয়ে করে বাংলা শিখেছেন ফিনল্যান্ডের পাইভি হাসান। দুজন ফিনল্যান্ডেই থাকেন, মাঝেমধ্যে বাংলাদেশে আসেন। পাইভি বাংলা পড়তে পারেন, বুঝতে পারেন, কিন্তু বলতে লজ্জা পান। এ দেশে এসেও তিনি সচরাচর বাংলা বলেন না। তবে একবার পাইভির লজ্জা ভেঙে দিয়েছিল ছোট্ট একটা তেলাপোকা। শ্বশুরবাড়িতে 'বাথরুমে তেলাপোকা! বাথরুমে তেলাপোকা!' বলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছিলেন তিনি!

এ ঘটনা স্মরণ করে মেসেঞ্জারের ওপাশ থেকে 'স্মাইলি' পাঠালেন ফয়সাল হাসান। বললেন আরও একটা মজার ঘটনা। প্রথম দিন স্বর্ণকেশী নাতবউকে দেখে নাকি ভড়কে গিয়েছিলেন ফয়সালের দাদি। জোয়ান নাতিটা কেন একটা 'চুল পাকা' মহিলাকে বিয়ে করে এনেছে, সেটা কিছুতেই তাঁর মাথায় আসছিল না!

পাইভি হাসান 'হাতেখড়ি' নামে একটা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা শিখেছেন পাইভি। বাংলা বলার 'সাহস' না পেলেও উচ্চারণগুলো ভালোই জানেন। একটা ঘটনা পাইভি নিজেই বললেন, 'একবার একটা রেস্তোরাঁয় পুরি খেতে গিয়েছিলাম। রেস্তোরাঁর ছেলেটা এসে বলল, "এই নেন আপনাদের পুরি, চালাদ আর চচ।" আমি ফয়সালকে জিজ্ঞেস করলাম "চালাদ, চচ" বলে কোনো শব্দ কি বাংলা ভাষায় আছে? ফয়সাল বলল, না, ছোট ছেলেটা শুদ্ধ ভাষা বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে। ফিনল্যান্ডেও এখন খাবার পরিবেশন করতে গেলে আমি মাঝে মাঝে মজা করে বলি, "এই নেন চালাদ আর চচ"!'

ফয়সাল-পাইভি দম্পতি দুজনই বেশ আমুদে। ফেসবুকে তাঁদের মজার-মজার ছবি দেখে বোঝা যায়, দুজনের বোঝাপড়াটা দারুণ। পাইভির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'বাংলায় স্বামীকে ভালোবাসার কথা কীভাবে বলেন?' পাইভি লিখলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি–এটা আমি জানি, কিন্তু সব সময় বলা হয় না। ফয়সাল আমাকে শিখিয়েছে, কাউকে আদর করে "ময়না" বলে ডাকা যায়। সেই থেকে আমি ওকে ময়না বলেই ডাকি। আশপাশের বাঙালিরা শুনে খুব অবাক হয়। ফয়সাল যদিও একটু অস্বস্তি বোধ করে। ময়না যে একটা পাখির নাম, সেটাও আমি জানি!'

সন্তানের সঙ্গে শেখা

পাইভির মতোই আরেক স্বর্ণকেশী ফিলিপা লুকাস। লন্ডনের মেয়ে। বিয়ে করেছেন বাংলাদেশের মোহাম্মদ সোলায়মানকে। দুজনই এখন লন্ডনে আছে। সোলায়মানের বোন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মারুফা ইসহাক বলছিলেন ভাবির বাংলা শেখার গল্প, 'বাসায় এসে ভাবি মাঝেমধ্যে ডায়েরি নিয়ে বসেন। নতুন নতুন শব্দ টুকে রাখেন। কেউ বেড়াতে এলে তাঁর সামনে শব্দগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। একদিকে আমার মা ইংরেজি শেখেন, অন্যদিকে ভাবি শেখেন বাংলা। মজাই হয়।'

সোলায়মান-ফিলিপা দম্পতির ছোট্ট একটা ছেলে আছে। নাম হ্যারিস। লন্ডনে বেড়ে ওঠা ছেলেকে ছোটবেলা থেকে বাংলা শেখাচ্ছেন সোলায়মান। চলছে মা-ছেলের যৌথ বাংলা শিক্ষা। তবে এই শিক্ষাপদ্ধতির একটা বিপত্তি আছে। আদর করে সোলায়মান মাঝে মাঝে ছেলেকে ডাকেন, 'হ্যারিস কোওওওথায়? বাবাটা কোওওওথায়?' ওদিকে এসব শুনে ফিলিপা ধরে নিয়েছেন, বাংলাটা বোধ হয় সুরে সুরেই বলতে হয়!

রিকশায়?ফয়সালুপাইভি দম্পতির সেলফিচেনা ভাষা

ব্রুনহিল্ড দেসকেঁর রুয়ান্ডায় যাওয়ার গল্পটা এবার বলা যাক। তাঁর বর্ণনায়ই শুনুন–

'রুয়ান্ডায় যাওয়ার পথে আমাদের যাত্রাবিরতি ছিল নাইরোবিতে। খুব ক্লান্ত ছিলাম। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিমানবন্দরের একটা হোটেলে উঠেছি। ছোট্ট একটা বিছানার সমান ঘর, একজনই শোয়া যায়। তার ওপর খুবই নোংরা, যাকে বলে বিশ্রী অবস্থা! সেখানে দেখি প্লাইউড দিয়ে বানানো ছাদে অনেকে অনেক কিছু লিখে রেখেছে। নানা ধরনের ভাষা, তার মধ্যে একটা ভাষা আমার চেনা–বাংলায় লেখা! নাইরোবির অচেনা হোটেলে চেনা ভাষা দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম।'

কী লেখা ছিল সেখানে? প্রশ্ন শুনে নইমুজ্জামান হাসলেন, 'ওই তো, বাংলাদেশে দেয়ালে দেয়ালে যা লেখা থাকে। অমুক প্লাস তমুক...এ রকম একটা কিছু।'

ব্রুনহিল্ড -নইমুজ্জামান দম্পতির তিন মেয়ে–আলমা, এলভিরা আর ইরমা। মা-বাবা দুজনের ভাষা ছাড়াও ওরা ফরাসি আর স্প্যানিশ ভাষা শিখছে। ব্রুনহিল্ড চান, ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন ভাষা শিখুক। সব ভাষাকেই ভালোবাসুক, শ্রদ্ধা করুক।

আদবকেতা

সেলফি তোলার সময়

মেহেদী হাসান

এখন বইমেলার মাস। দিন কয়েক পরেই ভালোবাসা দিবস। আর বছরজুড়েই কোনো না কোনো আয়োজন লেগেই আছে। প্রিয়জনদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, মেলায় যাওয়া, বাইরে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মজেন সেলফিতে। নিজেই নিজের ছবি বা পোর্ট্রেট তোলার নাম সেলফি হলেও এখন দল বেঁধে অংশ নিচ্ছেন সেলফিতে।

সবাই যে সেলফি-ভক্ত, তা কিন্তু না। অনেকে খুব বিরক্ত হন। তবে কোমর বেঁধে প্রতিবাদ করলেও যে সেলফি তোলা বন্ধ হবে না, তা এখন সবাই জানেন। আর তাই সেলফি-সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই ভালো। এ ক্ষেত্রে আদবকেতা মেনে চললে বরং সেলফি হয়ে উঠতে পারে আনন্দের উপলক্ষ।

কোনো কিছুই বেশি বেশি ভালো না

সেলফি থাকুক বিশেষ উপলক্ষের জন্য। হয়তো নতুন চুলের ছাঁট, বিশেষ কোনো অর্জন, বিশেষ কোনো মুহূর্ত–সর্বোপরি সেটা হতে হবে এমন কিছু, যা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায়, উদ্‌যাপন করতে হয়। সেলফি পোস্ট করার সঙ্গে যদি সেই মুহূর্তটা নিয়ে দুটো লাইন যোগ করে দেওয়া হয়, তবে ছবি হয়ে ওঠে গল্প। অন্যভাবে বললে, নিউজফিডের অসংখ্য লেখা-ছবির মধ্যে আপনার সেলফি বন্ধুরা কেন দেখবে, সেটুকু মাথায় রাখুন।

নিজেকে জানুন

সেলফিকে যদি শিল্পে পরিণত করতে চান, তবে খুঁজে বের করতে হবে আপনার সেরা ভঙ্গি–যেদিক থেকে আপনাকে দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগে। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যামেরার দিকে খানিকটা ঝুঁকে কিংবা বাঁকা করে মুখমণ্ডলের অবস্থান ঠিক করে নিন। ক্যামেরার মাথার খানিক ওপরে রাখতে হবে, তবে থাকবে আপনার মুখের দিকে খানিকটা বাঁকানো। এতে নাক ও চোখ ভালো দেখাবে।

'ডাকফেস' না করাই ভালো

ডাকফেস নামের অদ্ভুত যে পোজ হালের আবিষ্কার, তা এড়িয়ে যাওয়ায় ভালো। এতে বড়জোর ঠোঁটে একটা 'ডাক' বা হাঁসের মতো ভাব আসতে পারে, আর কিছু না।

সেলফিতে থাক প্রাকৃতিক আলো

যুগে যুগে, কালে কালে সেরা যত সেলফি তোলা হয়েছে, তার রহস্য হলো প্রাকৃতিক আলো। উজ্জ্বল আলোতে মুখের ত্বক বেশ মসৃণ দেখায়, প্রাকৃতিক ফি ারের কাজ করে। এতে নো ফি ার হ্যাশট্যাগ দিয়ে ছবি পোস্ট করলে মিথ্যা বলা হবে না!

অবিবেচক হওয়া যাবে না

এ নিয়ে কিছু বলার কি প্রয়োজন আছে? কোন অবস্থান এবং কোন পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সেলফি তোলা যাবে না বা উচিত নয়, তা মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে। তবু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হোক কিংবা সংবাদমাধ্যমে, মাঝেমধ্যে অবিবেচকের মতো তোলা সেলফি আমাদের দেখতে হয়। শোক, দুর্যোগ, কিংবা মানুষের বিপদের কোনো মুহূর্তে সেলফি তোলা উচিত নয়। চলন্ত গাড়ির চালকের কখনো সেলফি তোলা উচিত নয়, এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। সেলফি যদি তুলতেই হয় তবে গাড়ি থামিয়ে তুলুন। আর সে ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার সময় তা লিখে দিন।

চমৎকার পটভূমি

হয়তো চমৎকার কোনো ওয়ালপেপার, কিংবা সুন্দর কোনো গাছ, চমৎকারভাবে ছাঁটা ঘাসের সবুজ মাঠও হতে পারে, আবার বইয়ের তাক পেছনে রেখেও সেলফি হতে পারে। দিন শেষে আলোকচিত্র একধরনের শিল্প। আশপাশের পরিবেশ বুঝে সেলফিতে নিজের ভেতরের শিল্পীমনের প্রতিফলন রাখুন।

খুব চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই

সেলফি নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে মাথার চুল ফেলে দেওয়ার কিছু নেই। সেরা সেলফি মানে নিখুঁত ছবি হতে হবে, তা কিন্তু নয়। কখনো মেকআপ ছাড়া সেলফি তুলতে পারেন, বোকা বোকা চেহারা হলেও ক্ষতি কি? নতুন কিছু করার চেষ্টা করে দেখুন। মজা করুন। আপনার বিভিন্ন মুখভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। নিজের ভেতরের রসবোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন।

মাথায় রাখতে পারেন কিছু বিষয়

×আপনার কাছে যা ভালো লাগছে, অন্যদের কাছে তা না-ও লাগতে পারে। দ্বিতীয় কারও মতামত নিতে পারেন।

×দাঁতে খাবার আটকে আছে এমন কোনো ছবি নিশ্চয়ই ফেসবুকে দিতে চাইবেন না। পরিচ্ছন্নতার দিকটা গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে।

×সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘন ঘন সেলফি দেওয়া অন্যদের বিরক্তির কারণ হতে পারে।

×মাঝেমধ্যে ফি ার ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা যেন অত্যধিক না হয়।

×হাসপাতাল, কবরস্থানের মতো জায়গায় কিংবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো শোকাবহ কোনো আয়োজনে সেলফি তুলবেন না।

সূত্র: উইকিহাউ ডটকম

নারীর বন্ধ্যাত্ব ও চিকিৎসা

ডা: এম এ রাজ্জাক

প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারীর যদি এক থেকে দুই বছর অবধি উপযুক্ত সময়ে যথাযথভাবে কোনো প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা কৌশল ছাড়া জন্মদানে সক্ষম এমন পুরুষের সাথে (স্বামীর) স্বাভাবিক যৌন মিলন বা মেলামেশার পরও ওই নারী গর্ভবতী না হন তবে তাকেই নারী বন্ধ্যাত্ব বলে।

মোট বন্ধ্যত্বের অর্ধেকের বেশির ভাগই নারীর কারণ। আর তিনের এক ভাগ হয়ে থাকে পুরুষের কারণে।

বন্ধ্যত্ব দুই ধরনের

প্রাইমারি

ওপরের সংজ্ঞানুযায়ী বা কোনো নর-নারী যুগল যদি পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাসহ এক থেকে দুই বছর সময় সহাবস্থানে থেকে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে যৌন মিলনের পরও সন্তান ধারণে বা গর্ভবতী হতে সক্ষম না হন তবে তাকে প্রাইমারি নারী বন্ধ্যাত্ব বলা হয়।

সেকেন্ডারি

একটি বা দু'টি সন্তান জন্মদানের পর যদি সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত আর গর্ভধারণ না করেন তবে তাকে সেকেন্ডারি বন্ধ্যাত্ব বলে।

বন্ধ্যত্বের কারণ

■ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে। মেনোপজের পরে ক্স হিস্টেরেক্টমির পর বা জরায়ু না থাকলে টিউবেক্টমির পর বা উভয় টিউব না থাকলে বিবাহিত কিন্তু দু'জনই দূরে অবস্থান করলে অথবা একই সাথে অবস্থানের পরও যৌনমিলন না হলে।

নারীর বন্ধ্যত্বের গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বরূপ :

■ নারী হরমোনের সমস্যা

■ হাইপার থাইরয়েডিজম

অস্বাভাবিক জরায়ু থাকলে ক্স জরায়ুতে মোল থাকলে ■ ফাইরয়েড থাকলে ■ জরায়ুর মুখে পলিপ থাকলে ■ জরায়ুর জন্মগত ত্রুটি থাকলে ■ জরায়ুর মুখ অস্বাভাবিক থাকলে ■ জরায়ুর ফাংশনগত ত্রুটির দরুন ব্লিডিং হতে থাকলে ■ মাসিক অনিয়মিত থাকলে (কারো দেখা যায় ৬ মাস একাধারে ব্লিডিং হতে থাকে আবার একাধারে ৬-৯ মাস মাসিক বন্ধ থাকে) ■ ডিম্বাশয়ে জন্মগত ত্রুটি থাকলে, ব্লক থাকলে ■ বয়সের জন্য জরায়ুর কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে ■ পেলভিক এন্ডোমেট্রিয়সিস হলে।

আর যেসব ফ্যাক্টর বন্ধ্যত্বের জন্য সহযোগিতা করতে পারে ■ ডায়াবেটিস মেলিটাস ■ গনোরিয়া ■ সিফলিসে ভোগা ■ এপেন্ডিসাইটিস- এসাইটিসে ভোগা, ওভারিয়ান সিস্ট- টিউমার থাকা ■ রেট্রোভারশন ■ ইউটেরাইন ইনফ্লামেশন, সালফিংজাইটিস ■ এন্ডোমেট্রিওসিস ■ ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড ■ ইউটেরাইন ক্যান্সার ■ ফ্যালোপিয়ান টিউব ক্যান্সার ■ অ্যাজাইনাল ক্যান্সার ■ ট্রাইকোমনাস ইনফেকশন ■ হাইম্যান পুরো হলে এবং ভ্যাজাইনার পথ যদি খুব সরু সঙ্কীর্ণ থাকলে।

আরো যেসব কারণ সহযোগিতা করতে পারে ■ খুব বেশি মুটিয়ে গেলে ■ এক সন্তান নেয়ার পর দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করলে এবং ওরাল পিল নিলে ও অন্যান্য হরমোনাল চিকিৎসা নিলে ■ কঠিন তাপে এবং কঠোর পরিশ্রান্ত থাকলে ক্স স্বাস্থ্যহীন বা এনিমিয়া থাকলে ■ ভিটামিন বি ১২ এর অভাব থাকলে ■ বয়স বেড়ে গেলে ■ মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে ■ ক্যাফেইন বেশি নিলে ■ স্ত্রী ও স্বামীর অমিল থাকলে ■ স্ত্রী বা স্বামী দূরে থাকলে ■ সঙ্গমভীতি থাকা ■ পুরুষভীতি থাকা ■ কখনো কখনো আগের সন্তান দুগ্ধপুষাবস্থায় পুনরায় সন্তান আসে না ■ সিস্টেমেটিক সহবাসের অভাব হলে।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

■ আল্ট্রাসনোগ্রাফ, ডিম্বনালী-ডিম্বাশয়, জরায়ুর ত্রুটি জানার জন্য।

■ হরমোনাল ত্রুটি জানার জন্য :- টিএসএইচ, প্রোলেক্টিন, এফএসএইচ, টেসটোস্টেরন, ডিএইচইএএস, এলএইচ।

আরো প্রয়োজনে করতে হতে পারে : হিস্টেরসালল পিনগোগ্রাফি ■ ওভুলেশন টেস্ট-ব্যাসাল বডি টেম্পারেচার টেস্ট ■ ফার্ন টেস্ট ■ ল্যাপারোস্কপি ■ ফারটিলাইজেশন টেস্ট।

চিকিৎসা

নারীর বয়স, পেশা, বাসস্থান, কাজের ধরন, প্রথম মাসিক থেকে বর্তমান মাসিকের অবস্থা, এর মধ্যের ইতিহাস, জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত চালিয়েছে কি না, চালিয়ে থাকলে কী ধরনের, কত দিন এবং কোন ধরনের পদ্ধতির চেষ্টা চালাচ্ছেন। সহবাসজনিত কোনো সমস্যা আছে কিনা, প্রজননতন্ত্রের কোনো অপারেশন আছে কিনা– এগুলো পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বন্ধাত্বের চিকিৎসা করে থাকেন।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, তানজিম হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ। ফোন : ০১৯১২৮৪২৫৮৮

অতিরিক্ত ঘেমে গেলে

ডা. মাসুদা বেগম

ভ্যাপসা গরম আর রোদে ঘাম হওয়ারই কথা। ঘামে শরীর চিটচিট করলে কার না মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কী। শরীরের ঘাম-গ্রন্থিগুলো আসলে খুব গরমে ঘামের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে শরীরকে শীতল করে। শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে এটি একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। কিন্তু কেউ কেউ খুব বেশি ঘামেন। কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে অস্বাভাবিক বেশি ঘাম হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিষয়টিকে হাইপার হাইড্রোসিস বলে। অনেকে অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই ঘামেন। অল্প গরমেই একেবারে অস্থির হয়ে নেয়ে ওঠেন। প্রতি ১০০ জনে তিনজন মানুষের এ সমস্যা হয়ে থাকে। বিশেষ করে হাত-পা বা বগল প্রভৃতি জায়গায় ঘাম বেশি হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই, তাই এর নাম ইডিওপ্যাথিক হাইপার হাইড্রোসিস। অতিরিক্ত গরম, আবেগ, উত্তেজনা এবং গরম মসলাদার খাবার তাদের ঘাম বাড়িয়ে দেয়। আবার মেরুদণ্ডের কোনো রোগ বা আঘাতে কোনো একটা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এক হাত বা এক পা অথবা শরীরের বিশেষ কোনো দিক বা অংশ বেশি ঘামতে পারে। শুধু হাত-পা নয়, বিভিন্ন অসুখের কারণে সারা শরীর বেশি ঘামতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা থায়রোটক্সিকোসিস বা নারীদের মেনোপজের পর হরমোনের তারতম্যের কারণেও ঘাম বেশি হতে পারে। আবার লসিকা গ্রন্থির ক্যান্সার ও ওষুধের প্রভাবেও এটি হতে পারে। অতি উদ্বেগজনিত মানসিক সমস্যা আছে যাদের, তারাও অতিরিক্ত ঘামতে পারেন। খাওয়ার পরে বা খেতে বসলে ঘেমে যান অনেকে। এমনটা হয় ডায়াবেটিসজনিত স্নায়ুরোগে। ফেসিয়াল নার্ভে সমস্যা হলেও এ সমস্যা দেখা দেয়। এমনিতে জ্বর, আকস্মিক শারীরিক পরিশ্রম, গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বেশি ঘাম হওয়া স্বাভাবিক। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বরং অতিরিক্ত ঘাম এড়ানোর জন্য এই সময় ঠাণ্ডা ও প্রচুর পানিযুক্ত খাবার, ফলমূল ও সবজি খান। বেশি ঝাল-মসলাদার ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। রোদ ও গরম থেকে বাঁচতে পাতলা সুতি হালকা রঙের জামা-কাপড় পরুন, ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করুন। পা ঘামলে জুতো না পরে এ সময় খোলা স্যান্ডেল পরুন, মোজা এড়িয়ে চলুন। ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে অ্যান্টিপারস্পিরেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। - সহযোগী অধ্যাপক চর্মরোগ বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

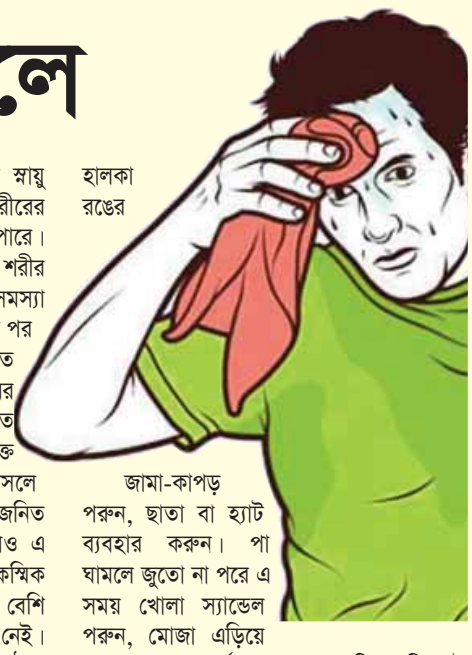

Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

our services

■ Immigration ■ Benefit
■ Family & Children ■ Landlord & Tenant
■ Employment ■ Lease Transfer
■ Litigation ■ Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার নয়

সারমিন আরা

খাবার শুধু উদরপূর্তির বিষয় কিংবা ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়, সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সুষম খাবার প্রয়োজন। কিছু কিছু পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক তো নয়ই, উল্টো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। অপরিমিত পরিমাণে এসব খাবার খেলে নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকিও দেখা দেয়।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি উপাদান হলো পানি। পানি না খেলে শরীরে দেখা দেয় নানা রকমের সমস্যা। কিন্তু অতিরিক্ত পানি খেলেও শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পানি খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা অনেক কমে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় ডায়লুটেশনাল হায়পোনাইট্রিমিয়া- যা কি-না প্রাণহানির কারণ হতে পারে। কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি গ্রহণ করা উচিত। নতুবা অতি মাত্রায় পানি গ্রহণে কিডনিতে চাপ সৃষ্টি হয় এবং কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কমলা-টমেটো

কমলা কিংবা টমেটো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী দুটি খাবার। প্রচুর ভিটামিন সি আছে বলে এই খাবার দুটি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট সিনাই গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল মটিলিটি সেন্টারের গবেষক জিনা স্যামের মতে, অতিরিক্ত টমেটো কিংবা কমলা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর।

এগুলোর অতিরিক্ত এসিডিক উপাদান শরীরে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত তাদের এ ধরনের রসালো ফল খাওয়া নিষেধ। এমনকি সুস্থ শরীরে দিনে দুটি টমেটো ও দুটির বেশি কমলা খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

পালং শাক

সুস্থ থাকার জন্য প্রচুর সবুজ শাক-সবজি খাওয়া উচিত। তেমনই একটি স্বাস্থ্যকর শাক হলো পালং। পালং শাকে আছে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইবার। তাই পালং শাক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু পালং শাকও অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে নানা রকমের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পালং শাকে আছে অক্সালেট নামের একটি উপাদান, যা কিডনিতে পাথর সৃষ্টি করতে পারে। তাই অতিরিক্ত পালং শাক না খাওয়াই ভালো। শুধু পালং শাক নয়, মাটির নিচের সবজি বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা, ওলকপি এসবও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

কম ফ্যাটযুক্ত প্রাণিজ প্রোটিন

প্রোটিন শরীরের জন্য একটি জরুরি উপাদান। বিশেষ করে চিকেন ব্রেস্ট, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি কম ফ্যাটযুক্ত প্রাণিজ প্রোটিন শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু এ ধরনের প্রাণিজ প্রোটিনও অতিরিক্ত খেলে শরীরে গ্রোথ ফ্যাক্টর ১ নামের একটি হরমোন উৎপন্ন হয়, যা দ্রুত বয়স বাড়িয়ে দেয় এবং এ অবস্থা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

- পুষ্টিবিদ

বৃটেনে হামলার পরিকল্পনা করেছে সন্ত্রাসীরা

রোববার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হয়। সেখানে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি মোকাবেলায় গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ম্যাক্স হিল। তিনি বলেন, 'আইএস যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর, তারা যে জাতি বা বর্ণেরই হোক নির্বিচারে হামলার পরিকল্পনা করছে।' আইএসের নৃশংসতা আইআরএ'র প্রাথমিক পর্যায়ের নৃশংসতার সমতুল্য হবে বলেও ধারণা প্রকাশ করেন তিনি। সত্তরের দশকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আইআরএ) যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউনাইটেড আয়ারল্যান্ড গঠনে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তবে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের আইআরএ এবং বর্তমান আইএস'র 'মানসিকতায়' পার্থক্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেন হিল। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, যে ঘন ঘন মারাত্মক ধরনের হামলা পরিকল্পনা অহরহই হচ্ছে তাতে আমাদের সামনে একটা মস্তবড় ঝুঁকি বিরাজ করছে। আমাদের কারো পক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' '১৯৭০ সালে আইআরএ যখন আমাদের মূল ভূমিতে সক্রিয় ছিল তখন লন্ডনের ওপর যে মাত্রায় হামলার হুমকি ছিল বর্তমান হুমকি নিঃসন্দেহে অন্তত সেই পর্যায়ের বলেই আমার বিশ্বাস।' তিনি আইএসে যোগ দেয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের ইরাক ও সিরিয়া যাওয়ার সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'সংখ্যাটি এত বেশি যে, তা মারাত্মক উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ যুক্তরাজ্যের নাগরিক যারা আইএসের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের অন্তত শতাধিকজন দেশে ফিরে এসেছে বা আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এটি আমরা সবাই জানি।' যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বের রুড রোববার স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেন, তার কাছে যুক্তরাজ্যের সুরক্ষা 'সবার আগে'। যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলার হুমকির বিষয়ে হিলের মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করে তিনি আরো বলেন, একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে খুব ভালোভাবে দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করেন।

যুক্তরাজ্যে ২৭ বছর থাকার পরও বহিস্কার

করা হলো। পাঠিয়ে দেওয়া হলো সিঙ্গাপুরে।
সিঙ্গাপুরের বংশোদ্ভূত আইরিন ক্লেনেল তাঁর স্বামী জনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ডারহাম শহরে বসবাস করতেন। যুক্তরাজ্যে জন্ম দুই ছেলের। পরিবারে আছে ছোট নাতনিও। কিন্তু এই মাসের শুরুর দিকে মিডেলসবার্গে অভিবাসন অফিসে নিয়মিত হাজিরা দিতে গেলে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁকে স্কটল্যান্ডের সাউথ ল্যানার্কশায়ারে একটি হাজতে নিয়ে রাখা হয়।
যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন আইরিনকে যুক্তরাজ্যে থাকার জন্য অনির্দিষ্টকালের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একপর্যায়ে বয়স্ক পিতামাতার সেবা করার জন্য সিঙ্গাপুরে অবস্থান করার কারণেই সম্ভবত তাঁর রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস বা 'আবাসিক মর্যাদা' বাতিল হয়ে যায়।
সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আইরিন বিবিসিকে বলেন, গত শনিবার তাঁকে সাউথ ল্যানার্কশায়ারে বন্দিশালা থেকে একটি ভ্যানে করে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আটকের পর আমাকে আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি বাড়ি থেকে পোশাক নিয়ে আসার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।' আইরিন জানান, তাঁর স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। সেবা করার মতো একমাত্র তিনিই রয়েছেন। যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুর থেকে কয়েকবার আবেদন করেছেন থাকার জন্য। কিন্তু যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি।
যুক্তরাজ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যোগাযোগ করা তলে তারা এ নিয়ে আলাদা করে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে তারা বলছে, প্রতিটি আবেদনই আলাদাভাবে গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাঁদের যুক্তরাজ্যে থাকার অনুমতি নেই, তাঁরা দেশত্যাগ করবেন বলেই কর্তৃপক্ষ আশা করে।
মাইগ্রেন্ট ভয়েস নামে একটি সংস্থা আইরিনকে যুক্তরাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচারণা শুরু করেছে। সংগঠনটির পরিচালক সাজেক রামাদান বলেন, পুলিশ কীভাবে পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে, এ ঘটনা তার একটি উদাহরণ।

অভিবাসী তাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ বাড়বে ৫০০ বিলিয়ন ডলার!

আদেশে সই করেছেন। এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার খরচ বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অ্যাকশন ফোরামের (এএএফ) এক পরিসংখ্যানে এমন তথ্য বেরিয়ে এসেছে।
এএএফ জানায়, নীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন, আইনি লড়াই, আইন প্রয়োগ, অবৈধদের আটক এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোথ সব মিলিয়ে মোট ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মতো অর্থ খরচ হবে। প্রায় ২০ বছরের মতো সময়ে পুরো অর্থটি ব্যয় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো বিশ্বে তীব্র সমালোচনা, এমনকি নিজ দেশের অঙ্গরাজ্য সরকার ও বিচার বিভাগের কাছ থেকে একের পর এক বাধা ও প্রতিবাদের মুখোমুখি হওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবারই বৈধ নথিপত্রবিহীন অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার প্রতি দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন।

ওসমানী স্কুলের নাম বহাল

সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়।
টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস ক্ষোভ প্রকাশ করে গভর্নিং বডির কাছে বিশেষ চিঠি দেন। ওসমানীর নামটি পূর্ব লন্ডনের হেরিটেজের অংশ এবং এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এই বিবেচনায় স্কুলের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ জানিয়ে তাদের সাথে বৈঠকও করেন।
এ ব্যাপারে আগামী মেয়র নির্বাচনে দুই সম্ভাব্য প্রার্থী কাউন্সিলার রাবিনা খান ও কাউন্সিলার অহিদ আহমদও স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সহযোগিতা করেন।
অভিভাবকদের মতামতকে সম্মান জানান- মেয়র
এদিকে মেয়র জন বিগস ভোটাভুটিতে অভিভাবকদের মতামতকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন আমি আনন্দিত যে, অভিভাবকরা স্কুল গভনিং বডিকে একটি পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন। আর সেই বার্তাটি হচ্ছেছ, তারা ঐতিহাসিক নামটি রাখার পক্ষে। আশা করি, স্কুল গভর্নিং বডির সদস্যরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ট অভিভাবকদের মতামতকে সম্মান জানিয়ে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবেন।
তাহের চৌধুরী ও সুলুক আহমদের কৃতজ্ঞতা
ওসমানী স্কুলের নাম বহাল রাখার পক্ষে চলমান ক্যাম্পেইন সফল হওয়ায় সকলের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী। সাপ্তাহিক দেশ- এর সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, শুরু থেকে সকলেই ক্যাম্পেইনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় ওসমানী স্কুলের নাম বহাল রাখা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এই সাফল্য কারো একার নয়, এটা আমাদের সম্মিলিত আন্দোলনের ফসল। জনাব আবু তাহের বলেন, মঙ্গলবার নির্বাচনের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পেইন টিমকে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে ভোট দিতে অনুরোধ করেন। অনেকেই ভোটাভুটির বিষয়ে তেমন ওয়াকেফহাল ছিলেন না। কিন্তু যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে, তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধ থাকলে ভবিষ্যতে এ ধরনের যেকোনো দাবী বাস্তবায়নে আমরা সফল হতে পারবো ইনশাল্লাহ।
এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার সুলুক আহমদও এক বিবৃতিতে ক্যাম্পেইন সফল করায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। বাংলা টাউন এলাকায় বাঙালি নাম পরিচয় মুছে দেয়ার যেকোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আগামী ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য স্কুল গভর্নিং বডির পরবর্তী সভায় স্কুলের নাম পরিবর্তন হবে, না আগের নাম বহাল থাকবে এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসক্লাবের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

উপস্থিত ছিলেন একুশের গানের রচয়িতা কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী।
তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনে আমরা উর্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু বাংলাদেশে এখন বিনাযুদ্ধে হিন্দি ভাষা আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে।
ইংরেজী শব্দের সাথে বাংলা ভাষায় ঢুকছে হিন্দি শব্দও। বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও এই ভাষার ব্যবহার নেই। এই ভাষার ব্যবহার আছে টেলিভিশনে ও সাংবাদপত্রে।
সম্প্রতি ঢাকার একটি বিয়েতে উপস্থিত হয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উদাহরণ টেনে গাফফার চৌধুরী বলেন, সেই বিয়েতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে মুম্বাই শহরে আছি। একটি বাংলা গানও সেখানে শুনিনি।
তিনি বলেন, যে বাংলাদেশ ২৪ বছর উর্দু ভাষার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছে, তারা বিনা যুদ্ধে হিন্দি ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সম্পূর্ণ চলনে বলনে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুম। আলোচনা সভায় তিনটি বিষয়ের উপর মূল আলোচনা করেন তিনজন সাংবাদিক।
এতে 'বিলেতে বাংলা পত্রপত্রিকার সঙ্কট ও সম্ভাবনা' নিয়ে লিখিত বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার।
'বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশে বিলেতের টিভি চ্যানেলগুলোর ভূমিকা' নিয়ে চ্যানেল এস টেলিভিশনের প্রযোজক ফারহান মাসুদ খান এবং 'অমর একুশে এবং বাংলা গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন প্রথম আলোর উপদেষ্টা সম্পাদক কামাল আহমদ।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাকি রেজওয়ানা, আনসার আহমদ উল্লাহ, সৈয়দ আনাস পাশা, হাসান হাফিজুর রহমান, মোস্তফা কামাল মিলন এবং আমিন বাবর চৌধুরী।
এছাড়া কবিতা আবৃত্তি করেন মিসবাহ জামাল, শহিদুল ইসলাম সাগর, আমিনুল ইসলাম তানিম, তৌহিদ শাকিল, শিহাবুজ্জামান কামাল ও সালাহ উদ্দিন শাহীন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মালয়েশিয়ায় ধর্ষণের দায়ে বাংলাদেশির ১২ বছরের জেল

তিনি। দণ্ডপ্রাপ্ত এই বাংলাদেশি মালয়েশিয়াতে একটি হোটেলে কাজ করতেন। সেখানে এক সহকর্মীকে ধর্ষণের দায়ে তাকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। ৭ নভেম্বর তার গ্রেফতার হওয়ার তারিখ থেকে তার কারবাস শুরু বলে ধরা হবে।

বিমানের ১২ কোটি টাকা গচ্চার আশঙ্কা

এমিরেটস এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ ভাড়া দিয়ে থাকে। এদের প্রতি উড্ডয়ন ঘণ্টা ভাড়ার প্রস্তাব করা হয় ৬ হাজার মার্কিন ডলার। পরে আলোচনার পর্যায়ে তারা ৫ হাজার ৪০০ ডলার ভাড়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিমানের মূল্যায়ন কমিটি প্রথম গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে চূড়ান্ত করে জর্ডানের জেএভি কমার্শিয়ালকে। এদের দর প্রতি উড্ডয়ন ঘণ্টা ৬ হাজার ১৫০ ডলার। দ্বিতীয় গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছে এভিকো এশিয়া-প্যাসিফিককে, যাদের দর প্রথম তিন মাস প্রতি ঘণ্টা ৬ হাজার ৩৬৫ ও পরের পাঁচ মাস ৬ হাজার ৯৬৯ ডলার।
সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, শুরু থেকেই সবচেয়ে কম দামে উড়োজাহাজ ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়ার মনোভাব দেখান মূল্যায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এরপর একের পর এক নানা কাগজপত্র চাওয়া হয়। সেসব জমা দেওয়ার পর আবার অতিরিক্ত কাগজপত্র চাওয়া হয়। বিমানের নিজস্ব চ্যানেলে সেসব কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিমান কর্তৃপক্ষ তা করেনি। উপরন্তু উড়োজাহাজ কোম্পানির ব্যবসায়িক গোপনীয় কাগজ 'বিল অব সেল'-এর কপিও চাওয়া হয়, সেটাও জমা দেয় ওই দরদাতা। সর্বশেষ অতিরিক্ত কাগজ জমা দিতে দেরি হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে প্রতি ঘণ্টার ভাড়া ৭৫০ মার্কিন ডলার বেশি দেওয়া দরদাতা প্রতিষ্ঠান জেএভি কমার্শিয়ালের কাছ থেকে উড়োজাহাজ ভাড়ার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়।
বিমানের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, সাধারণত কম দাম পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কোনো ঘাটতি থাকলে সেটা পূরণের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার বিপরীতটা হয়েছে। ফলে ফ্লাইট পরিচালনার আগেই ১২ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে বিমান।
সূত্রটি ব্যাখ্যা দিয়ে জানায়, মাসে 'গ্যারান্টেড আওয়ার' ধরা হয়েছে ২৫০ ঘণ্টা। অর্থাৎ ভাড়ায় আনা উড়োজাহাজ ফ্লাইট পরিচালনায় ব্যবহার না করলেও মাসে ন্যূনতম ২৫০ ঘণ্টার ভাড়া বিমান পরিশোধ করবে। ২৫০ ঘণ্টার বেশি উড্ডয়ন করলে সেটার বাড়তি ভাড়া। আট মাসে ন্যূনতম ২ হাজার ঘণ্টার ভাড়া পরিশোধ করবে বিমান। বাদ পড়া সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বর্তমানে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার ব্যবধান প্রতি ঘণ্টায় ৭৫০ ডলার। এ হিসাবে ন্যূনতম ২ হাজার ঘণ্টার ভাড়ার ব্যবধান দাঁড়ায় দেড় মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ কোটি টাকার বেশি।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ এম মোসাদ্দিক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, কেবল ভাড়া নয়, জ্বালানি খরচ ও আসনপ্রতি খরচ হিসাব করে উড়োজাহাজ ভাড়া করার বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।
তবে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উড়োজাহাজের জ্বালানি খরচ ও আসনপ্রতি খরচের যে হিসাব প্রথম আলোর হাতে এসেছে, তাতেও জেএভি কমার্শিয়াল নয়, এয়ার লেইজার সর্বনিম্ন দরদাতা হয়। এ কথা জানালে বিমানের এমডি বলেন, এমনটা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া মূল্যায়ন কমিটিতে বাইরের সদস্যও থাকেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

ড. আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদক
মাসিক যাইতূন

প্রশ্নঃ আজকাল দেখি ফেসবুকে অনেক লোক বিভিন্ন ইসলামী দল ও স্কলারদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। আমিও ফেসবুকে কিছু দাওয়াতী কাজ করি। আপনাকেও দেখি ফেসবুকে বিভিন্ন স্ট্যাটাস দেন। আপনাকে অনুরোধ করি- এই গালিগালাজ বন্ধের ব্যাপারে আপনি বা আপনারা কথা বলুন এবং ইসলামের সহীহ কথাগুলো কীভাবে সুন্দর করে তুলে ধরা যায় সে ব্যাপারে কিছু হেদায়েত দিন।

উত্তরঃ যারা নিজেদেরকে সহীহ আক্বীদা ও সহীহ সুন্নাত বা সহীহ তরীকার লোক মনে করেন, বা নিজেদেরকে মুত্তাক্বী ও আলেম মনে করেন তাদের মনে রাখার উচিত- গালি দেওয়া কোন মুসলমানের কাজ নয়। এমনকি, মূর্তি বা মূর্তিপুজকদেরকেও গালি দিতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন (সূরা আল-আন'আমঃ ১০৮)।

হাদিসে বহু জায়গায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গালি গালাজ করতে নিষেধ করেছেন। গালি-গালাজ করা কোন সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরও বৈশিষ্ট্য নয়, কোন মুসলমান বা মুত্তাক্বীর পরিচয় তো নয়ই। এটা হলো অবিবেচক, অশিক্ষিত ও ফাসেকদের কাজ। আমি এখানে মাত্র কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছিঃ

আবি মূসা আল-আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তারা জিজ্ঞাসা করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন মুসলিম সবচেয়ে ভালো? রাসূলুল্লাহ বললেনঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ (বুখারী)।

সহীহ ইবনে হিব্বানে আনাস বিন মালিক থেকে একটা সহীহ হাদীসে (হাদীস নং ৫১০) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মুমিন হলেন তিনিই যার কাছে লোকেরা নিরাপদ; মুসলিম হলেন তিনিই যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ, মুহাজির হলেন তিনিই যিনি খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি- এমন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ থাকতে পারেন না।

অমুসলমান প্রতিবেশীদের কষ্ট দিলে যদি কারো জন্যে জান্নাতে যাওয়া হারাম হয়ে যায়, তাহলে তিনি মুসলমানদেরকে গালি দিয়ে কীভাবে জান্নাতে যেতে চান? রাসূলুল্লাহ (স) এর যুগেও ভন্ড ও মুনাফিক মুসলমান ছিলেন। আমাদের দেখতে হবে তাদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করেছিলেন। দরদ নিয়ে আবেগ নিয়ে কাউকে গালি দেওয়া ইসলামকে সাহায্য করা নয়, বরং ইসলামকে ক্ষতি করা। ইসলামের বা নিজেদের ইসলামী দলের জয় গান গাওয়ার জন্যে অন্য মুসলিম বা ইসলামকে গালী দেওয়া পুরোপুরি অনৈসলামিক। যদি কোনো নির্দিষ্ট দলের নেতাকর্মী এভাবে অন্যদেরকে গালি-গালাজ করেন তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে সে ব্যক্তি অবশ্যই সহীহ পথে নেই। আল্লাহ ও রাসূলের ভক্ত ও আশেকেরা কখনো অন্য কোন মুসলিম ভাই-বোন, শায়খ, স্কলার ও দলকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে পারেন না। আমি বিনীতভাবে আমার দ্বীন- দরদী ভাই-বোন, উলামা-মাশায়েখ ও শিক্ষিত সমাজকে অনুরোধ করি- আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও আমরা যেন অন্যকে অশ্রদ্ধা করে গালি গালাজ না করি। আমরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সমালোচনা করবো কুরআন হাদীসের আলোকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, আমাদের খোলাফায়ে রাশেদা যা করেছেন সেগুলোর আলোকেই আমরা আমাদের মতবিরোধগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করবো।

> যারা সহীহ নিয়তে কো কুরআন সুন্নাহর আলোকে কোন ইজতেহাদ করবেন তাদেরকে দুইটা সাওয়াব দেওয়া হবে তারা যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু তারা যদি ভুলও করেন তবুও তারা একটা পুরস্কার পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কার দিবেন, তাদেরকে আমরা গালি-গালাজ করে নিজেদেরই বা কি উপকার করছি আর ইসলামেরই বা কি উপকার করবো?

যারা সহীহ নিয়তে কো কুরআন সুন্নাহর আলোকে কোন ইজতেহাদ করবেন তাদেরকে দুইটা সাওয়াব দেওয়া হবে তারা যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু তারা যদি ভুলও করেন তবুও তারা একটা পুরস্কার পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কার দিবেন, তাদেরকে আমরা গালি-গালাজ করে নিজেদেরই বা কি উপকার করছি আর ইসলামেরই বা কি উপকার করবো? আমার খুব দুঃখ লাগে, অনেক বড় বড় আলেম, ওয়ায়েজ ও বক্তারা বক্তৃতা দিতে গেলেই অন্য পক্ষকে কীভাবে ঘায়েল করা যায় তার প্রানান্তকর চেষ্টা করেন, অন্যদেরকে নিয়ে চরম উপহাস-বিদ্রুপ করেন। অথচ অন্যকে উপহাস বিদ্রুপ করতে আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে মোট ৪ জায়গায় উপহাস শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ৩ জায়গায় উপহাস করাকে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন (দেখুনঃ সূরা বাক্বারাহ- ২১২, সূরা তাওবাহ ৭৯ ও সূরা আস-সাফফাত- ১২)। চতুর্থবার উল্লেখ করেছেন মুমিনদের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলেছেন, কোন জাতি বা গোষ্ঠী যেন অন্য গোষ্ঠীকে নিয়ে উপহাস বিদ্রুপ না করে। যাদেরকে নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চেয়েও উত্তম (সূরা আল-হুজুরাত- ১১)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দাওয়াতী জিন্দেগীর কোথাও পাবেন না যে, তিনি কাউকেই উপহাস করে, হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কথা বলেছেন। অথচ আজকাল অন্যকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করা কিছু আলেম-উলামা ও বক্তাদের একটা ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। অন্যকে নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ তারাই করে যারা নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। আমি যদি ভালো মুসলমান হই, তাহলে আমার উচিত হবে আমার অন্য মুসলিম ভাইয়ের কোন ভুল থাকলে তাদের জন্য তাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে। সূরা হাশরে (আয়াত ১০) আল্লাহ আমাদেরকে এই দোয়া করতে বলেছেন যে ও আল্লাহ, যারা ইমান এনেছেন তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন প্রকার দোষ বানিয়ো না। নিজেদেরকে হক পন্থী মনে করলে মুমিনদের প্রতি আমাদের মন ও আচরণকেও শ্রদ্ধাশীল করতে হবে।

কেউ কেউ বলেন- আমাদের তো সত্য কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার। যারা ভন্ড ও ধোঁকাবাজ তাদের কথা যদি আমরা সমাজে না তুলে ধরি বা তাদেরকে সম্মান করে কথা বলি তাহলে তো আমি আমার দ্বীনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলাম না। যারা বিদয়াত ও শিরক্ ছড়ান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম বেদয়াতীদেরকে বর্জন করার কথা বলেছেন। তাদের ভন্ড বলাও কি গালি?

আমি বলব- তারা যদি আপনাকে ভন্ড বলেন তাহলে আপনি এটা কীভাবে নিবেন? কারণ তাদের চোখে আপনিও হয়ত একজন ভন্ড, কিন্তু তিনি আপনার চেয়ে ভদ্র বলে তিনি আপনাকে তা বলেন না। আপনারা জানেন যে, আমাদের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে এমন মতবিরোধ হয়েছে যে তারা যুদ্ধে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা একে অপরের বিরুদ্ধে গালি গালাজ করেছেন বলে আমরা প্রমাণ পাই না। আমরা মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে গালি গালাজ করে আল্লাহ-রাসূলকে তো খুশি করতে পারবই না, বরং এতে শয়তান ও তার বন্ধুরাই বেশি খুশি হয় এবং শত্রুরা আমাদেরকে যখন মারে তখন দেখেনা যে, কে সালাফী আর কে হানাফী আর কে ব্রেলভী, আর কে তাবলীগী। এতো মার খাওয়ার পরও আমরা মুসলমানরা যদি না বুঝি তাহলে আর কবে বুঝবো?

আসুন, আমরা এই বাজে অভ্যাসটা আজই বন্ধ করি।

প্রশ্নঃ আমার এক আত্মীয় তাঁর আরেক গরীব আত্মীয়ের সুবিধার জন্যে তার মেয়েকে বিয়ে করিয়ে দিতে চান। তিনি কি এই বিয়েতে তার যাকাতের টাকা খরচ করতে পারবেন?

উত্তরঃ নাহ, কারণ যাকাতের টাকা খরচ করার মালিক তিনি নন। তিনি তার আত্মীয়কে আগে এই টাকা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে এই টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে। এর পর আত্মীয় এই যাকাতের টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করবেন সেটা তার ওপর ছেড়ে দিতে হবে। যাকাতের টাকা কোথায় কীভাবে খরচ হবে, যাকাতদাতা তার পরামর্শ দিতে পারবেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই যাকাতগ্রহণকারীকে আদেশ দিতে পারবেন না। এটা হবে অনধিকার চর্চা। আশাকরি উত্তর পেয়েছেন।

পরিবার হলো সুখের ঠিকানা

মো. আবু তালহা তারীফ

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠন নয় বরং একটি পবিত্র সংস্থা। পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম (আ) ও প্রথম মানবী হজরত হাওয়া (আ)-কে কেন্দ্র করে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে আদম, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস কর। যা ইচ্ছা তা খাও কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না।' (সূরা বাকারা-৩৫)। পরিবার জীবনের মধুময়তা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তায়ালার একটি বড় নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে সঙ্গিনী গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন তোমরা সে সঙ্গিনীর কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মাঝে তিনি প্রেম ভালোবাসা দরদ মায়া ও প্রীতি প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা রুম-২১)

পারিবারিক জীবনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্বামী স্ত্রীর একত্রে অবস্থান করা ও একে অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও সৎভাবে বসবাস কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করেছ। অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা নিসা-১৯)। পরিবার হলো মৌলিক বিদ্যাপীঠ। পরিবার থেকে ছেলে-মেয়েদের সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, আদব কায়দা শিক্ষা, কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজের ব্যাপারে আদেশ প্রদান করতে হবে। হজরত লোকমান (আ) তার পরিবারের সন্তানদের ব্যাপারে বলেছিলেন, হে বৎস, নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ কর। অসৎ কাজে নিষেধ প্রদান কর এবং বিপদে ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ়তার কাজ।' (সূরা লোকমান-১৭) পরিবার থেকে শিশুর শিক্ষা সূচনা করতে হবে। রাসুল (স) বলেন, 'পিতা-মাতার উপর সন্তানের অন্যতম অধিকার হচ্ছে তাকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া ও জন্মের পর সুন্দর নাম রাখা।' (বায়হাকী)

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, তাদের পারস্পরিক আচরণ ও সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। রাসুল (স) বলেন, অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কৈফিয়ত নেবেন, সে তার যথার্থভাবে পালন করেছে নাকি অবহেলা প্রদর্শন করেছে? এমনকি বাড়ির কর্তার নিকট থেকে আর পরিবারের লোকজনের ব্যাপারেও কৈফিয়ত নেবেন।' (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব যথাবিধি তাদের (মা ও শিশুর) ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।' (সূরা বাকারা-২৩৩) পরিবারে যদি নিজের স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কোনো সন্তানাদি থেকে থাকে তাহলে তাদের পিছনেও সম্পদ ব্যয় করতে হবে। হজরত উম্মে সালমা (রা) রাসুল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল (স) আমার পূর্বের স্বামীর পুত্রদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে পুণ্য আশা করতে পারি? যেহেতু তারা আমারই সন্তান।' রাসুল (স) বললেন, 'হ্যাঁ। এদের পিছনে সম্পদ ব্যয় করলে তোমার পুণ্য বা নেকী হবে।' (বুখারী, মুসলিম)। অতএব, প্রথমে নিজ পরিবারকে অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোদের পরিবার পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর।' (সূরা আত তাহরীম-৬)

ষ লেখক : শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH.
Email: kalamahsan@hotmail.com

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
০৩ মার্চ	শুক্রবার	৫:০১	৬:৩৮	১২:১৭	৩:৫২	৫:৪৮	৭:১৩
০৪ মার্চ	শনিবার	৪:৫৯	৬:৩৬	১২:১৭	৩:৫৩	৫:৪৯	৭:১৪
০৫ মার্চ	রবিবার	৪:৫৭	৬:৩৪	১২:১৭	৩:৫৫	৫:৫১	৭:১৫
০৬ মার্চ	সোমবার	৪:৫৫	৬:৩২	১২:১৭	৩:৫৬	৫:৫৩	৭:১৭
০৭ মার্চ	মঙ্গলবার	৪:৫২	৬:২৯	১২:১৬	৩:৫৮	৫:৫৫	৭:১৮
০৮ মার্চ	বুধবার	৪:৫০	৬:২৭	১২:১৬	৩:৫৯	৫:৫৬	৭:১৯
০৯ মার্চ	বৃহস্পতিবার	৪:৪৮	৬:২৫	১২:১৬	৪:০১	৫:৫৮	৭:২০

যেখানে স্বস্তিতে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা সফরেও তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। ড্র হওয়া গল টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরি করেন কলম্বোর পরের টেস্টেও। সেই কুমার সাঙ্গাকারা এবার নেই শ্রীলঙ্কা দলে। নেই মাহেলা জয়াবর্ধনেও। বাংলাদেশের বোলাররা নিশ্চয়ই স্বস্তি নিয়েই উড়ে গেছেন কলম্বোয়।

তাঁদের স্বস্তির কথা শোনার আগে 'বাংলাদেশ বনাম সাঙ্গাকারা' প্রামাণ্যচিত্রের একটি প্রোমো দেখে নেওয়া যাক। বাংলাদেশের বিপ?ক্ষে মোট ১৫টি টেস্ট খেলে সাঙ্গাকারার সেঞ্চুরি সাতটি, যার দুটি ডাবল আর একটি ট্রিপল। এর মধ্যে দুটি ডাবল সেঞ্চুরিসহ পাঁচটিই দেশের মাটিতে। আরও ভয়ংকর তথ্য, এই সেঞ্চুরি আর ডাবল সেঞ্চুরিগুলো তিনি করেছেন দেশের মাটিতে পর পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে। কম যাননি জয়াবর্ধনেও। ১৩ টেস্ট খেলে বাংলাদেশের বিপ?ক্ষে করা তাঁর পাঁচ সেঞ্চুরির তিনটিই শ্রীলঙ্কার মাটিতে। কাল বিমানবন্দরের উদ্দেশে মিরপুরের একাডেমি ভবন ছাড়ার আগে তাসকিন আহমেদকে যখন বলা হলো, এবার তো শ্রীলঙ্কায় সাঙ্গাকারা-জয়াবর্ধনে নেই, তাঁর হাসিতেই ফুটে উঠল স্বস্তিটা, 'একটু নির্ভার অবশ্যই লাগছে। সাঙ্গাকারা অনেক নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ছিলেন।' শ্রীলঙ্কায় এবার স্বস্তি নিয়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে তাঁর। শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে যে অনেক ভক্তও আছে তাঁর, 'এর আগে একবারই শ্রীলঙ্কা গেছি, তা-ও ঘুরতে। ওই যখন বোলিং অ্যাকশনের জন্য বহিষ্কৃত ছিলাম, তখন। শ্রীলঙ্কার মানুষ দেখলাম আমাকে খুব সাহস-টাহস দিল। বলেছিল, তুমি দ্রুতই ফিরে আসবে।'

আরেক পেসার কামরুল ইসলাম যেন একটু 'মিস'ই করবেন শ্রীলঙ্কার সাবেক দুই অধিনায়ককে। গ্রেটদের বিপ?ক্ষে খেলার সুযোগটা যে মিলবে না! 'আসলে ওদের সঙ্গে খেলতে পারাটাও গৌরবের ব্যাপার। তারা থাকলে বলতে পারতাম, আমি সাঙ্গাকারা-জয়াবর্ধনের বিপক্ষে বোলিং করেছি। বিপিএলে সত্যি সত্যিই তা করেছি, তবে টেস্টে করতে পারলে সেটা আলাদা ব্যাপার হতো'–বলছিলেন কামরুল। তবে লুকাননি স্বস্তিটাও, 'একটু স্বস্তিও কাজ করছে। আমরা হয়তো এখন একটা ফল নিয়ে আসতে পারব। ওই দুজন না থাকায় শ্রীলঙ্কার চেয়ে আমরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই এখন।'

স্বস্তি আছে রুবেল হোসেনেরও। তবে যাঁরা এখন নেই, পেছন ফিরে তাঁদের নিয়ে ভাবতে রাজি নন অভিজ্ঞ এই পেসার। রুবেলের সব চিন্তা দল আর নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে। একাডেমি ভবনে বসে বলছিলেন, এবারের শ্রীলঙ্কা সফর তাঁর কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ। আসলে লম্বা স্পেলে বোলিং করতে পারেন না বলে যে অভিযোগটা উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, আসন্ন সিরিজে রুবেল ভুল প্রমাণ করতে চান সেটিকেই, 'বিসিএলে আমি লম্বা স্পেলে বোলিং করেছি। শ্রীলঙ্কায়ও চেষ্টা করব অধিনায়ক যখন, যে পরিস্থিতিতেই আমাকে বোলিংয়ে নিয়ে আসুক না কেন আমি যেন প্রত্যাশা মেটাতে পারি। যে কারণে বল দিচ্ছে সেটা যেন করতে পারি।'

রুবেল নিজেও জানেন, টেস্টে লম্বা স্পেলে বোলিং করতে না পারলে ব্রেক থ্রু দেওয়া যায় না। চার-পাঁচ ওভার বোলিং করেও সেটি সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়, 'প্রথম ওভারটা তো ওয়ার্মআপেই চলে যায়। সাত-আট ওভার বা আট-নয় ওভারের স্পেল করলে উইকেট পাওয়ার সুযোগ থাকে। দলের জন্যও ভালো হয়। আমি এবার এটাই চেষ্টা করব।'

রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার : বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ

হাতে সেই স্বপ্নের ট্রফি

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বলরুমের পেছনের সারিতে বসেছিলেন। সব্যসাচী ক্রীড়াবিদ বশীর আহমেদ যখন নাম ঘোষণা করলেন, সব আলো কেড়ে নিলেন। মাহফুজা খাতুন শিলা একটু একটু করে এগিয়ে গেলেন পুরস্কার মঞ্চের দিকে।

প্রথম আলোর বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ পুরস্কারের রেওয়াজটা এবারই ভঙ্গ হলো প্রথম। এবারই প্রথম যুগ্মভাবে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ পুরস্কার দেওয়া হলো। গত বছর দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে (এসএ) অনেক 'প্রথমের' রেকর্ড গড়া শিলার হাতে এবার উঠল বর্ষসেরার কাঙ্ক্ষিত সেই ট্রফি।

পুরস্কার যে পাবেন, শিলার মনের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু বর্ষসেরার পুরস্কারটা তাঁর কাছে এসেছে বিস্ময় হিসেবেই, 'সত্যি বলতে কী আমি বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হব, সেটা আশাই করিনি। ভেবেছিলাম হয়তো বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ বা রানার্সআপ হব। প্রথমবার প্রথম আলোর সর্বোচ্চ সম্মানের পুরস্কারটা পেলাম, খুবই ভালো লাগছে।'

এসএ গেমসে বিভিন্ন খেলায় এর আগে মেয়েরা সোনা জিতলেও সাঁতারে প্রথম সোনাজয়ী তিনি। ভারতের গুয়াহাটিতে গত বছর প্রথমে ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জেতার পরদিনই জেতেন ৫০ মিটারে। গেমসের ইতিহাসে ১০ বছরের পুরোনো রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে।

এই একটা পুরস্কার যেন খেলোয়াড়দের কাছে অন্তহীন প্রেরণার নাম। আগামী মে মাসে আজারবাইজানে যাবেন ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে। এই পুরস্কার তাঁর ভালো করার ইচ্ছাটা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক। অন্য খেলার মেয়েরাও নাকি এখন প্রেরণা খুঁজবেন শিলাকে দেখে, 'এই পুরস্কার নিজের জন্য তো বটেই অন্যদেরও অনুপ্রেরণার প্রতীক। প্রতিটি ফেডারেশনের মেয়েরাই এখন বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হতে চাইবেন।'

আজীবন সম্মাননা

ক্রিকেট অভিযাত্রার নেপথ্য নায়ক

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রথম আলোর বর্ষসেরা পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রতিবারই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় দর্শকের সারিতে। নিজেই বলেন, 'এই অনুষ্ঠান আমি কখনো মিস করিনি।' তিনি এসেছিলেন কালও। তবে একা নন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ক্রিকেট সংগঠক রাইসউদ্দিন আহমেদ এলেন সপরিবারে। রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার আজীবন সম্মাননার স্মারক যে এবার তাঁর হাতেই! প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক ইনাম আহমেদের হাত থেকে আজীবন সম্মাননার স্মারক পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি প্রবীণ এই সংগঠক। ধরে আসা কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ১৯৯৭ সালে পাওয়া জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের চেয়েও উঁচুতে রাখলেন এই পুরস্কারকে, 'আমি এর আগে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছি। কিন্তু প্রথম আলোর এই পুরস্কারকেই আমি সর্বোৎকৃষ্ট মনে করি।' এমসিসির আজীবন সদস্য রাইসউদ্দিন আহমেদ। তাঁর দৃষ্টিতে, গতকাল পাওয়া আজীবন সম্মাননা সেই সদস্যপদের চেয়েও বড় প্রাপ্তি। আজন্ম এক সংগঠক তিনি। ১৯৪৯-৫০-এর দিকে সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে পড়া অবস্থায় গড়ে তোলেন ওয়ারী বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাব। সংগঠক জীবনের সে-ই শুরু। সাংগঠনিক দক্ষতায় নিজেকে একে একে সম্পৃক্ত করেন স্কোয়াশ, বাস্কেটবল, ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলার সঙ্গে। ছাত্রাবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের সর্বকনিষ্ঠ সেক্রেটারির দায়িত্ব পান, অলংকৃত করেন পাকিস্তান বাস্কেটবল ফেডারেশনের সহসভাপতির পদ। ছিলেন ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সমান অংশীদারত্বের দাবি আদায়ের অগ্রপথিকদের একজন। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন পাকিস্তান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে। ইগলেটস ক্লাবের উদ্যোগে দুই পাকিস্তানের দল নিয়ে আয়োজিত কারদার সামার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ছিল তাঁর মস্তিষ্কজাত।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিসিবির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সহসভাপতি। বাংলাদেশে এমসিসি ক্রিকেট দলের আগমন ও আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ অবদান। সংগঠক পরিচয়ে বেশি পরিচিত হলেও একসময় রাইসউদ্দিন আহমেদের দাপট ছিল খেলার মাঠেও। ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন কায়েদে আজম ট্রফিতে।

কাপ জিতবেন জানতেন ইব্রাহিমোভিচ!

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : এখন তাহলে আসল 'স্পেশাল ওয়ান' কাকে বলা হবে? হোসে মরিনহো না ইব্রাহিমোভিচকে? সাউদাম্পটনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে পরশু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইংলিশ লিগ কাপ জেতার পর ইব্রাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই ট্রফিটা দিয়েই ক্লাবের 'স্পেশাল' কিছুর শুরু হলো কি না। সুইডিশ স্ট্রাইকার হেসে জবাব দিয়েছেন, 'আমি এই ক্লাবে এসেছি, এটাই তো স্পেশাল!'

এটা না করে যদি ইব্রা সরাসরিই বলতেন, আমিই আসল 'স্পেশাল ওয়ান', তাহলেও হয়তো পরশু রাতে স্বঘোষিত 'স্পেশাল ওয়ান' মরিনহো আপত্তি করতেন না। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা সাউদাম্পটনকে হারিয়ে ইউনাইটেড যে ট্রফি জিতল, সেটা তো ইব্রার জাদুতেই। ২-২ সমতায় থাকা ম্যাচের ৮৭ মিনিটে হেড থেকে ইব্রা ওই গোলটা না করলে ইউনাইটেড এ ম্যাচটা জিতত কি না সন্দেহ। এর আগে ১৯ মিনিটে ইউনাইটেডের প্রথম গোলটাও ইব্রারই ছিল।

যদিও নিজেদের দুর্ভাগা ভাবতেই পারে সাউদাম্পটন। রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে তারা, কখনো লাইন থেকে ফিরেছে বল, কখনো পোস্টে লেগে। ম্যাচের ১১ মিনিটেই মানলো গাবিয়াডিনির একটা গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। অথচ রিপ্লেতে দেখা গেছে, গাবিয়াডিনি পরিষ্কার অনসাইডে ছিলেন, অফসাইডে ছিলেন রায়ান বার্ট্রান্ড।

এমনকি মরিনহোও ম্যাচ শেষে

বলেছেন, 'ম্যাচের একটা দীর্ঘ সময় প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে। ওদের এভাবে হারার কথা না, অন্তত ৯০ মিনিটে। ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে যেতেই পারত। কিন্তু ইব্রাই ব্যবধান গড়ে দিল, সে-ই আমাদের কাপ জিতিয়েছে।'

ক্যারিয়ারে এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো ইংলিশ লিগ কাপ জিতলেন মরিনহো। ছুঁয়ে ফেলেছেন চারটি করে লিগ কাপ জেতা স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ও ব্রায়ান ক্লুফকে। ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিয়ে এই প্রথম কোনো কোচ প্রথম মৌসুমেই বড় কোনো ট্রফি জিতলেন। তবে নিজের এসব অর্জন ছাপিয়ে মরিনহো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ইব্রার, 'আমি আগেও ওর কোচ ছিলাম (ইন্টার মিলানে)। আমি ওর সামর্থ্য জানি। ৩৫ বছর বয়সে যখন কেউ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো কঠিন টুর্নামেন্টে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবে খেলার চ্যালেঞ্জ নেয়, বুঝতে হবে সে কতটা আত্মবিশ্বাসী।'

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ

আক্ষেপ ঘুচল তামিমের

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কখনো হতাশ হয়ে ফিরেছেন। কখনো হয়েছেন অভিমানী। মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে আলোকিত সন্ধ্যায়। ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট তিনবার প্রথম আলোর বর্ষসেরা পুরস্কার অনুষ্ঠান থেকে রানারআপ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তামিম ইকবালকে।

কাল সোনারগাঁও হোটেলে দূর হয়ে গেল তাঁর সব যন্ত্রণা। জুরিদের নির্বাচনে রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০১৬-এর বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল। বর্ষসেরার পুরস্কার এই প্রথম যৌথভাবে দেওয়া হলেও পাঠকের ভোটে বর্ষসেরা নির্বাচিত হয়েছেন তামিম একাই। এই পুরস্কারে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর আরও চার সতীর্থ মাশরাফি বিন মুর্তজা, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান ও সাকিব আল হাসান।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে পিএসএল খেলতে যাওয়া তামিমের হয়ে বর্ষসেরার পুরস্কার নিয়েছেন তাঁর বোন উরুসা খান। পুরস্কার তুলে দিয়েছেন সব্যসাচী ক্রীড়াবিদ বশীর আহমেদ। প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাবেক ক্রিকেটার কামরুজ্জামান পাঠকের ভোটে বর্ষসেরার পুরস্কার তুলে দিয়েছেন তামিমের চাচা জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবি পরিচালক আকরাম খানের হাতে।

২০০৯, ২০১০ ও ২০১৫ সালে

বর্ষসেরা রানারআপ হয়েছিলেন তামিম। কিন্তু ২০১৬ সালটা তিনি শেষ করেছেন বর্ষসেরা হওয়ার দাবি নিয়েই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ টেস্টের চারটি ইনিংস–৭৮, ৯, ১০৪, ৪০। ৫৭.৭৫ গড়ে মোট ২৩১ রান। গত বছর বাংলাদেশের পক্ষে যা টেস্টে সর্বোচ্চ রান। সেঞ্চুরিটির বড় অবদান ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৮ রানের স্মরণীয় টেস্ট জয়ে।

গত বছর ওয়ানডেতেও বাংলাদেশ দলের সর্বোচ্চ (৪০৭) রান তামিমের, গড় ৪৫.২। ৯ ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি একটি ও ফিফটি দুটি। টি-টোয়েন্টিতে ১১ ম্যাচ খেলে ৪০.৮৮ গড়ে করেছেন দলের হয়ে বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬৮ রান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমানের বিপক্ষে করা তামিমের অপরাজিত ১০৩ রান এই সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশের একমাত্র সেঞ্চুরির ইনিংস। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানও ছিল তাঁর।

ট্রাম্পকে সরাতে 'জাদুমন্ত্র'

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধিকাংশ বিরোধীরা যখন তাকে হোয়াইট হাউজের বাইরে দেখার জন্য আরো চার বছর অপেক্ষা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ডাকিনীরা বেশ আশাবাদী।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত থেকে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ডাকিনীবিদ্যার অনুসারীরা জাদুমন্ত্র পড়া শুরু করেছেন।

এ সংক্রান্ত একটি ফেসবুক গ্রুপে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার মানুষ যোগ দিয়েছে এবং সধমরপৎবংরংঃবহপব ব্যবহার করে তারা অনলাইনে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

খ্রিষ্টান রক্ষণশীলরা এই ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছেন এবং 'ডাইনিরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে' বলে অভিযোগ করছে। নিজেকে 'জাদুর বুদ্ধিজীবী' হিসেবে দাবি করেন এমন একজন লেখক, মাইকেল হিউস অনলাইনে এ সংক্রান্ত একটি মন্ত্র পোস্ট করেছেন এবং বলেছেন, বিভিন্ন ডাকিনীবিদ্যার ফোরামে তিনি এ ধরনের অনেক মন্ত্র দেখেছেন।

ওই মন্ত্র পড়ার জন্য একটি কমলা রঙের মোমবাতি, ট্রাম্পের একটি ছবি এবং ডাকিনীবিদ্যায় ব্যবহার হয় এমন একটি ট্যারট কার্ড ব্যবহারের কথা বলেছেন তিনি।

জাদুবিদ্যার অনুসারীদের বলা হয়েছে, ওই মোমবাতির ওপর একটি পিনের সাহায্যে ট্রাম্পের নাম লিখতে, একটি মন্ত্র পড়তে এবং এরপর ট্রাম্পের ছবিটি পুড়িয়ে ফেলতে।

ট্রাম্প ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ম্রিয়মাণ অর্ধচন্দ্রের রাতে জাদুমন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ডাকিনীরা। আগামী ২৬ মার্চ আবার এই মন্ত্রপড়া হবে বলে তারা জানিয়েছে।

এ দিকে জাদুমন্ত্রের প্রভাব থেকে ট্রাম্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারিকে 'প্রার্থনার দিন' ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি সংগঠন, ক্রিশ্চিয়ান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স। বিবিসি।

সুস্থতার জন্য প্রতিদিন দু'টি খেজুর

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতিদিন দুইটি করে খেজুর খেলে সুস্থ থাকা যায়। খেজুরে রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিডসহ নানান ধরনের পুষ্টিগুণ। প্রতিদিন দু'টি করে খেজুর কয়েক সপ্তাহ ধরে খেলে তার আর হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে না। খেজুরে থাকে পটাসিয়াম, যা স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রায় ৩৯ শতাংশ কমিয়ে দেয় বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। হজমের গণ্ডগোল থেকেও মুক্তি মেলে প্রতিদিন দুইটি করে খেজুর খেলে। প্রতিটি খেজুরে রয়েছে ২০ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। খেজুরে থাকা পটাসিয়াম মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্যও উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় যারা ভোগেন তারাও প্রতিদিন দুইটি করে খেজুর খেতে পারেন। রাতে পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খেজুর ভেজানো পানি পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ভিজানো খেজুর দু'টিও সেই সাথে খেয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা একেবারেই নির্মূল হবে। ইন্টারনেট।

সাহসী ওয়েট্রেস

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার এক রেস্তোরাঁয় তখন খাদ্যরসিকদের ভিড়। এক একটা টেবিল থেকে আসছে এক ধরনের খাবারের অর্ডার। কেউ বা অর্ডার দিচ্ছেন 'ফিস অ্যান্ড চিপস', আবার কেউ 'সসেজ রোল'। হঠাৎ চোখ গেল রেস্তোরাঁর একটি কোণে। রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকে পড়েছে একটি বিরাট আকৃতির সরীসৃপ। আকারে প্রায় ছয় ফুট।

তা দেখে ততক্ষণে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। ধীরে ধীরে সরীসৃপটি খাবার টেবিলের নিচে ঢুকে যায়। এই রাক্ষুসে সরীসৃপ কী করে রেস্তোরাঁর মধ্যে ঢুকল তা নিয়ে কথা শুরু হলেও কেউ তার আশপাশে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। হঠাৎই ওই রেস্তোরাঁর এক ওয়েট্রেস এগিয়ে এলেন। শক্ত হাতে মুঠো করে ধরলেন সরীসৃপের লেজ। টানতে টানতে সরীসৃপকে রেস্তোরাঁর বাইরে বের করে দিলেন। যেন কোনো ব্যাপারই না।

রেস্তোরাঁয় সেই সময় হাজির থাকা একজন এ ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দী করে সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দিয়েছিলেন। আর এর পরই এই ভিডিওটি সোস্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। এমনকি ওই ওয়েট্রেসের সাহসিকতার প্রশংসা হচ্ছে সর্বত্র। জানা গেছে, ২৫ বছরের ওই ওয়েট্রেস, সামিয়া লিলার বাড়ি ফ্রান্সে। সামিয়ার মতে, তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন একটি কুকুর টেবিলের তলায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সামনে গিয়ে বুঝতে পারেন ওটা একটা বিশাল আকারের সরীসৃপ। কিন্তু রেস্তোরাঁর আসা অতিথিদের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই সাহসী পদক্ষেপ নেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জঙ্গলে বিরাট মাপের সরীসৃপ দেখা যায়। কিন্তু সেগুলোর মাপ এত বড় হয় না সাধারণত।

দীর্ঘজীবী হতে হলে

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতিদিন ৮০০ গ্রাম নানা ধরনের ফল এবং সবজি খাওয়া হলে দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে ৮০০ গ্রাম ফল এবং সবজি একবারে না খেয়ে দিনে ১০ বার ভাগ করে খেতে হবে। সে জন্য প্রতিবার ৮০ গ্রাম করে বিভিন্ন ধরনের ফল এবং সবজি খেতে হবে। ইমপেরিয়াল কলেজের গবেষকেরা বলছেন, এভাবে খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুললে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৮০ লাখ মানুষ অপরিণত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

গবেষকেরা বলছেন, এমন কিছু ফল এবং সবজি আছে যেগুলো খেলে ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যায়।

সবুজ শাক-সবজি, হলুদ রঙের সবজি– বিশেষ করে ক্যাপসিকাম এবং ফুলকপি-বাঁধাকপি জাতীয় সবজি খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমবে বলে গবেষকেরা বলছেন। হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমানোর জন্য আপেল, নাশপাতি, লেবু জাতীয় ফল, সালাদ, সবুজ পাতার শাক বেশ কার্যকর হতে পারে বলে বলে গবেষকেরা বলছেন। তবে প্রতিদিন ৮০০ গ্রামের বেশি ফল এবং সবজি খেলে স্বাস্থ্যের জন্য আরো বেশি উপকার হবে কি না সে বিষয়ে গবেষকেরা নিশ্চিত নন।

প্রথমবারের মতো তোলা হবে কৃষ্ণগহ্বরের ছবি

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সাজিটারিয়াস এ-স্টারের ছবি তুলতে প্রস্তুত ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপ বা ইএইচটি। এপ্রিলের ৫ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত এই ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরটির ছবি তোলার কাজ করবে। দুই দশক ধরে এই টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ চলেছে। ইএনগ্যাজেটের একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে এ তথ্য।

ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপ বা ইএইচটি মূলত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সন্নিবেশ। 'ভেরি-লং-বেসলাইন ইন্টারফেরোমেট্রি' পদ্ধতির মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রাখা টেলিস্কোপগুলো একটি একক টেলিস্কোপ হিসেবে কাজ করবে। সাজিটারিয়াস এ-স্টারকে পর্যবেক্ষণ করতে খুবই শক্তিশালী টেলিস্কোপের দরকার, কারণ দূরত্বের হিসাবে পৃথিবী থেকে কৃষ্ণগহ্বরটির ফারাক অনেক বেশি। ২৬ হাজার আলোকবর্ষের কৃষ্ণবিবরের ওজন আমাদের সূর্যের চার কোটি গুণ! পৃথিবী থেকে চাঁদের মাঝে একটি আঙুরকে দেখার সঙ্গে সাজিটারিয়াসকে খুঁজে বের করার তুলনা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ছবি তোলার এই কর্মযজ্ঞে বেশ ভালোমতো প্রস্তুতি নিচ্ছে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন অবজারভেটরি। অতি সূক্ষ্ম দিনক্ষণ গণনার জন্য ব্যবহার করা হবে পারমাণবিক ঘড়ি। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ডাটা সংগ্রহের জন্য রাখা হয়েছে প্রচুর স্টোরেজ ব্যবস্থা যা কি না প্রায় ১০ হাজার ল্যাপটপের ধারণক্ষমতার সমান। সারা বিশ্ব থেকে এসব হার্ডড্রাইভ নিয়ে যাওয়া হবে এমআইটির হ্যাস্ট্যাক অবজারভেটরিতে। সংগৃহীত এসব ডাটা দীর্ঘ পর্যালোচনা করে সেখান থেকে পূর্ণাঙ্গ ফল পাওয়া যাবে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিছানা

ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২০০৮ সালে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের ভূমিকম্পে ৯০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত অথবা নিখোঁজ হন। তার পর থেকেই ভূমিকম্প প্রতিরোধী বাড়িঘর আর আসবাবপত্র বাজারে আসতে শুরু করে।

ওয়াং ওয়েনক্সির ডিজাইন করা ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিছানার পেটেন্ট নেয়া হয় ২০১০ সালে। তার পর থেকে তিনি নানা ধরনের ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিছানা ডিজাইন করেছেন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিদ্রামগ্ন মানুষটি বিছানার দুই ধারের মাঝখানের ফাঁকটিতে পড়ে যান, ওপরের ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ভেতরে খাবার-দাবার, পানি ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখার জায়গা থাকে।

ওয়াংয়ের ভিডিওতে যে দু'টি জিনিস দেখানো হয়নি, সে দু'টি হলো : ভূমিকম্পের পর ত্রাণকর্মীরা বাড়ির ধ্বংসস্তূপে এই বিছানা বা বাক্সটিকে খুঁজে পাবেন কী করে; দ্বিতীয়ত, বিছানা বা বাক্সের মালিকই বা তা থেকে বেরোবেন কী করে। তবে ঘুমের মধ্যে বাক্সের বাইরে হাত বা পা আছে বলে, সে হাত-পা ভাঙার আশঙ্কা নেই। নিন্দুকেরা যা-ই বলুন না কেন।

খাঁচা বা ধাঁচাসহ বিছানার ওজন আর দাম নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু গভীর রাতে ভূমিকম্প হলে, ছাদ থেকে চাঙড়া ভেঙে পড়লে যে বিছানা জান বাঁচাতে পারে, তাকে যে একটু শক্তপোক্ত হতে হবে, সে তো জানাই কথা। ওয়াং ঠিক পথই ধরেছেন, তবে তাকে ও তার ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিছানাকে এখন সেই পথ ধরে আরো অনেকটা এগোতে হবে...।

অদ্ভুত প্রাণী!

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ফিলিপাইনের সৈকতে বিশাল আকারের লোমশ একটি প্রাণীর মৃতদেহ ভেসে এসেছে। এটি স্থানীয়দের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। গত বুধবার বিকেল থেকে স্থানীয় লোকজন সাদা রঙের অজ্ঞাত ওই প্রাণীর মৃতদেহের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে পোস্ট করছেন। কেউ কেউ বলছেন, প্রাণীটি দেখতে চীনের শিজু প্রজাতির লোমশ কুকুরের মতো। আবার কেউ কেউ এটিকে অ্যানিমেটেড টিভি সিরিজ অবতারের কাল্পনিক পশু 'আপ্পার' সাথে তুলনা করেছেন।

প্রাণীটির ভেসে আসার খবর পাওয়ার পর ফিলিপাইনের দিনাগাট দ্বীপপুঞ্জের কাগদাইনাও সৈকতে মানুষের ভিড় জমছে। উৎসুক লোকজন প্রাণীটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন এবং সেলফি তুলছেন। স্থানীয় কৃষি কার্যালয়ের কর্মকর্তা সুফেনিয়া চুয়া বলেছেন, ১৫ ফুট দৈর্ঘ্যরে ওই মৃতদেহটি সি-কাউয়ের। তবে ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটি সাগরের অদ্ভুত কোনো দৈত্যকার প্রাণীর মৃতদেহ নয়। এটি একটি তিমি মাছের মৃতদেহ। অতিরিক্ত পচে বিকৃত হয়ে যাওয়ায় এটিকে অদ্ভুত প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।

তবে ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রোববারের ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রের বেশ কয়েকটি অপরিচিত প্রাণীর মৃতদেহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপপুঞ্জের সৈকতে ভেসে আসে।

সাগরতলে লাল ড্রাগন!

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ড্রাগন দেখা গেছে! তাও সমুদ্রের গভীরে। এতদিন ড্রাগন ছিল চীন-জাপানের উপকথায়। তবে এবার অস্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রের ১৬৪ ফুট গভীরে পাঠানো ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ড্রাগনের মতো সামুদিক প্রাণী।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, সি ড্রাগন নামে একটি সামুদিক প্রাণীর অস্তিত্ব আগেই ধরা পড়েছে। কিন্তু এবার ধরা পড়ল লাল রঙের সি ড্রাগন। প্রাণীটির পুরো শরীর লাল। একটা লেজও আছে। লেজ নাড়িয়ে প্রাণীটি গভীর সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। লাল বর্ণের কারণে বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছে রুবি সি ড্রাগন। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গভীর সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া ক্যামেরায় লাল রঙের ওই সি ড্রাগন ধরা পড়ে। সমুদ্র নিয়ে গবেষণা করেন অধ্যাপক গ্রেগ রাউস। তিনি বলেন, 'এর আগে দুই ধরনের ডি ড্রাগন পেয়েছি আমরা। কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল না তৃতীয় আরো এক ধরনের সি ড্রাগন পাওয়া যাবে।

লাল সি ড্রাগনের লেজ আছে তা নড়াচড়া করতে পারে ওই প্রাণী। সাধারণ ও লিফি সি ড্রাগনেরও লেজ আছে তবে তা নড়াচড়া করে না। আর ওই সি ড্রাগন এত গভীর সমুদ্রে থাকে না। কিন্তু আবাস হিসেবে গভীর সমুদ্রই পছন্দ লাল সি ড্রাগনের!

রঙের পাশাপাশি দেহের গড়ন ও জীবনধারণ আলদা হওয়ায় লাল সি ড্রাগন চোখে পড়ার পর রীতিমতো বিস্মিত হয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিশেষজ্ঞ নেরিদা উইলসন বলেন, এখনো অনেক কিছু আছে, যা আমাদের চোখে পড়েনি।

গেঁটেবাত থেকে মুক্তি পেতে

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলে তীব্র ব্যথা, আঙুলের গোড়া ফুলে যাওয়া, আঙুল বা হাত-পায়ের গিড়া লাল ও গরম হয়ে যাওয়া গাউট বা ইউরেট ক্রিস্টাল প্রদাহজনিত গেঁটেবাতের লক্ষণ। খাদ্যের পিউরিন বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় যা রক্তে মিশে অবশেষে প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই ইউরিক অ্যাসিড দেহে অতিরিক্ত হলে বা কিডনির অকার্যকারিতায় শরীর থেকে বের হতে না পারলে তা রক্তে জমা হতে থাকে। ফলে সন্ধির ভেতর ইউরেট ক্রিস্টাল তৈরি হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে ও বাত হয়। তাই গেঁটেবাত থেকে মুক্তি পেতে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে গেঁটেবাতের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন তরল খাবার বেশি গ্রহণ করতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে অ্যালকোহল, মুরগির চামড়া, মগজ, গিলা, কলিজা, চর্বিযুক্ত গরু-খাসির গোশত, মগজ, হাঁস ইত্যাদি। খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে মাছের মাথা, চিংড়ি, কাঁকড়া, মসুর ডাল, পুঁইশাক, পালংশাক, অড়হর ডাল, টিনজাত খাবার এবং টমেটোর সস। আমিষ গ্রহণ করতে হবে পরিমিত, কমও নয় আবার বেশিও নয়। ওজনাধিক্য থাকলে তা ডায়েটের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে।

বেশি পরিশোধিত পানিতে শিশুদের হাঁপানি হয়

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বেশি পরিষ্কার পরিস্রুত পানিতে লুকিয়ে আছে ভয়াবহ এক বিপদ। নিয়মিত ডিস্টিল ওয়াটার বা পরিস্রুত পরিষ্কার পানি পানে শিশুদের হাঁপানি হতে পারে। এ তথ্য দিয়েছেন ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। কানাডা ও আমেরিকার শিশুদের ওপরে এক সমীক্ষা চালিয়ে তারা দেখেছেন, যেসব শিশু বেশি মাত্রায় পরিশোধিত পানি অর্থাৎ বোতলবন্দী মিনারেল ওয়াটার পান করে, তাদের মধ্যে হাঁপানি হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। পানি পরিস্রুতকরণের সময় এক ধরনের পিচিয়া নামক ইস্ট তৈরি হয় যেগুলো শিশুদের শরীরের জন্য উপকারী তো নয়ই; বরং তাদের হাঁপানি হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। সে কারণে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের চেয়ে শহরাঞ্চলের শিশুদের হাঁপানি হয় বেশি। পরিচ্ছন্নতার ওপর সচেতনতার প্রয়োজন হলেও তারা বলেন, শিশুদের জন্য বাড়তি পরিচ্ছন্নতা এড়িয়ে চলাই ভালো । সমীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ খাওয়ার পানিতে বেশ কিছু উপকারী জীবাণুও থাকে। এ উপকারী জীবাণু বোতলবন্দী পরিস্রুত পানিতে থাকে না। অথচ পানিতে থাকা এ উপকারী জীবাণু শিশুদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ইন্টারনেট।

আমেরিকা: হতে পারে কি নিষিদ্ধ শরণার্থীদের স্বপ্নের ঠিকানা

নুজহাত নূর সাদিয়া

এক সময়ের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক আজ অনেকটাই তিক্ততায় ভরা। দোর্দ-প্রতাপশালী রাষ্ট্র, কিছুটা সমঝে চলতে হয় বৈকি। তবে নিজ অধিকার ছেঁড়ে দেওয়া মানে তো নিজ অস্তিত্বকেই অসাড় প্রমাণ করা। বরফাচ্ছাদিত ইউক্রেন আজ অনেকখানি অস্থির বিশ্ব পিতা রাশান পুতিনের দাপটে। তবে পুতিনের তথাকথিত সুযোগ্য উত্তরসুরী অস্তিরমতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে মার্কিনী আর রাশানদের অভিমতটা কী? সময়ের আলোচিত এ মহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর জানতে মিডিয়ার চটজলদি ব্রেকিং নিউজ, বোদ্ধাদের নানা বিস্ফোরক মন্তব্য কিংবা সাধারণ জনতার জিজ্ঞাসু মনের জবাব জানার তেমন একটা প্রয়োজন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে রাশিয়া আর ইউক্রেনের শপিংমলগুলো ভরে আছে পুতিনের শারীরিক কাঠামোর অবয়বে তৈরি বাহারী কাঠের পুতুলে। আর এরপরই আসল চমকটা! পুতিনের পুতুলের মুখটা খুললেই গুপ্তধনের মত বেরিয়ে আসছে আর একটি কেতাদুরস্ত পুতুল। আর সে পুতুলটি আর কেউ নয়, আমেরিকার ৪৫তম প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প।

রাজনীতি সচেতন সাধারণ মানুষের মনোজগত টের পেতে চতুর ব্যবসায়ীরা বিন্দুমাত্র সময় নেয়নি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মার্কিন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুটা সময় আগে থেকেই এক সময়ের সাড়া জাগানো গোয়েন্দা রাশান প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমর্থন যুগিয়ে আসছিলেন। কারণটা কি তাঁদের স্বতস্ফূর্ত মনস্তাত্বিক মিল না ক্ষ্যাপাটে ট্রাম্পের সাথে ইস্পাত দৃঢ় পুতিনের ভারসাম্যপূর্ণ বন্ধন? উত্তরটি জানতে হয়তো আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে ক্ষ্যাপাটে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারের বেশ কিছু এজেন্ডা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের পথে নেমে বিশ্বজুড়ে এক ভয়ংকর উদ্বিগ্নতার জন্ম দিয়েছেন।

সাগর তীরে পড়ে থাকা নিথর আইলানের মৃতদেহ, বছরের পর বছর চলে আসা এক ভয়ংকর অসম যুদ্ধ, নিমিষে ধনীর দুলাল হতে পথের ভিক্ষুক হয়ে যাওয়া আর সর্বোপরি রিফিউজি নামক এক আনুষ্ঠানিক আবরণের খোলসে দেশ হতে দেশান্তরে যাযাবরের মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়া। আইসিস নামক তথাকথিত সর্বনাশা প্রতিষ্ঠান, ধর্মের ভুল ব্যাখা তদুপরি জিহাদের অসংলগ্ন গুজবে ভিত্তির হতাশাজনক বায়ুচড়া রোগ ট্রাম্পের মস্তিস্কের সূক্ষ সেলগুলোতেও সম্ভবত চিড় ধরিয়েছে। আর তাই ক্ষমতায় আরোহণের পর পরই এক জোরালো আদেশের মাধ্যমে মার্কিন মুল্লুকে অবাধ প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যভুক্ত সাতটি দেশের অধিবাসীদের। হয়ত ট্রাম্পের উর্বর মস্তিষ্কের এটাই খেয়াল শুধুমাত্র আরব সাগরের তীরবর্তী আরো খোলাসা করে বললে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা মহাদেশভুক্ত দেশগুলো, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও সুদান সন্ত্রাস সৃষ্টির

> মাহের পরিবারের কথকতা, পুর্নবাসিত ঠিকানায় তাদের আথিতেয়তা এবং চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের মোট ১১ সদস্যের স্বাগত টিমটি অকপটে প্রকাশ করেছে তাদের কৃতজ্ঞতা, সমস্ত ভীতি কাটিয়ে সকলের সাথে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি, একজন মানুষ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার নিরন্তর সাহস আর অনুপ্রেরণা।

কারখানা। ইতোমধ্যে, পৃথিবীব্যাপি নিন্দার ঝড় তোলা এ ৯০ দিনের নিষেধাজ্ঞার সাথে খোদ লড়াইরত সর্বোচ্চ মার্কিন বিচার বিভাগ এবং জনতার আদালত অর্থাৎ বিশ্ব বিবেক। আর ঝানু রাজনীতিবিদদের মতই মার্কিন প্রেসিডেন্টের তড়িৎ উত্তর, বিষয়টি ধর্মের নয় বিষয়টি সন্ত্রাসের; গণমাধ্যম বিষয়টিকে রঙচঙে করে উপস্থাপন করেছে। জনাব ট্রাম্প, আপনি কি বাস্তবতা বুঝতে নিতান্তই অক্ষম? বছরের পর বছর এ অনাবাসীদের পরিবার-পরিজন, তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ সর্বোপরি নিজ শেকড়ের যে আবাস তা হতে বিচ্ছিন্ন করার যে অবাস্তব ও অনাকাঙ্খিত প্রয়াস তার উদ্বিগ্ন ভবিষ্যত সম্পর্কে কি আপনার পাথরসম মন কিছুমাত্র টলেনি? তবুও শেকড় টলে উঠা এ অসহায় অনাবাসীরা যে যুক্তরাষ্ট্রকেই তাদের প্রথম আবাস বলে মনে করে, তাঁদের সুখ-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনার কাব্য যে বারংবার রচনা করে তাদের বাস্তব ভূমি ও মনোভূমি এ বিশাল ভূ-খন্ডের সবুজ জমিতে।

সিরিয়াবাসী পোড় খাওয়া মাহের আলমাহাসনেহ ও তার পরিবারের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। ল্যাঙ্কেস্টার কাউন্টি ইউএসএর একটি রক্ষণশীল রাজনৈতিক এলাকা। আমিশ কমিউনিটির কারণে যার পরিচিতি আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ঐতিহ্যগত খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব এখানে সুগভীর। আজ হতে আনুমানিক তিরিশ বছর আগে চার্চ ওয়ার্লড সার্ভিস বহিরাগত শরনার্থীদের আশ্রয় দানের তাগিদে যে সাহসী উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিল, অনেকটা বছর পর জীবনের নানা মোড় ঘুরে তা আজ সময়ের অনাকাঙ্খিত অতিথিদের সাদরে বরণ করে নিতে সদা প্রস্তুত।

বিদায়ী ২০১৬ বছরে ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টি প্রায় ৪০০ শরণার্থীর আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছে যাদের একটি বড় অংশই কঙ্গো ও সিরিয়া হতে আগত। ৭১ বছর বয়স্ক হার্লি, যিনি এ প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার এবং যার রয়েছে লোমহর্ষক ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সে দয়ালু বৃদ্ধটি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, আকস্মিক ট্রাম্পের এ হঠকারী সিদ্ধান্ত আমাদের নিতান্ত হতচকিত করে ফেলেছিল। কী করে পৃথিবীতে এত কঠোর হওয়া সম্ভব! সারাটাজীবন পরিবার হতে আমাদের এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা সে যেখানকার সন্তান হোক না কেন মানুষকে ভালবাসাই হোক ঐশ্বরিক দায়িত্ব। লরা কেনাগি, যিনি সমস্ত অনাবাসীর এখানটায় স্বাগত জানানোর প্রধান সমন্বয় হিসেবে দায়িত্বরত। সে চটপটে মহিলাটি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, বাতাসে এখন নানা গুজব, মিশ্র বার্তা ভেসে বেড়াচ্ছে বর্ডার আর অনাবাসীদের, সন্ত্রাস আর নিষেধাজ্ঞা ঘিরে। তবে আমাদের কাছে একটাই বার্তা, একটাই ঘোষণা, তুমি এখানে সবসময়ই স্বাগতম, আমরা তোমায় ভালবাসি।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মার্কিন কোর্ট ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেওয়ার পর তারা আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেন।

মাহের আলমাহাসনেহ, প্রাণবন্ত স্ত্রী রানদা এবং ১২, ১০,৭ ও ৩ বছর বয়সী ৪ সন্তানকে নিয়ে ক'টা মাস আগে ও এক নিদারুণ দুঃসহ সময় পার করছিলেন যুদ্ধ বিধবস্ত সিরিয়াতে। মুহুর্মুহু বোমার বিকট শব্দ, ক্ষতবিক্ষত লাশ আর ধ্বসেপড়া ভবনের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল তারা। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি পৃথিবীর আলো দেখেছিল এ দুঃস্বপ্নের মাঝেই। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় দুর্ভাগা পরিবারটি, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র জর্ডানে আশ্রয় মিলে। তারপর দুঃসহ রাত্রির ক্ষীণ রেখা একটু একটু করে সরে যেতে থাকে, নতুন ভোরের নতুন আলো আবার নবজীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সময়ের তাড়া খাওয়া একসময়ের সুখী পরিবারটি। ইস্ট চেস্টনাট স্ট্রিটে অবস্থিত মেনোনাইট চার্চে বিগত জানুয়ারিতে প্রায় দু'ডজন শরণার্থী পরিবার হতে প্রয়োজনের তাগিদে তাগাদা দেওয়া হয়েছে মাহের পরিবারের পুর্নবাসনের উপর।

মাহের পরিবারের কথকতা, পুর্নবাসিত ঠিকানায় তাদের আথিতেয়তা এবং চার্চ ওয়ার্লড সার্ভিসের মোট ১১ সদস্যের স্বাগত টিমটি অকপটে প্রকাশ করেছে তাদের কৃতজ্ঞতা, সমস্ত ভীতি কাটিয়ে সকলের সাথে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি, একজন মানুষ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার নিরন্তর সাহস আর অনুপ্রেরণা।

বিশেষ সাতটি দেশের শরণার্থীদের মার্কিন মুল্লুকে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার উপর স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি, মানবাধিকার সংস্থাগুলো এবং বিচার বিভাগ এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। মানবিকতা বনাম অমানবিকতা, বাস্তবতা বনাব অবাস্তব, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন এ বিশাল ফারাকের মাঝে চার্চ ওয়ার্লড সার্ভিসের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে এ স্পর্শকাতর ইস্যুটির একটি পরিপূর্ণ সমাধান দিতে।

কর্মঠ টিমটির প্রধান সমন্বয়ক কেনাগির ভাষ্যমতে, আমরা শরণার্থীদের এটুকুই আশ্বস্ত করতে চাই; যে নির্মম অভিজ্ঞতা তারা প্রত্যক্ষ করেছে সেটাই জীবনের শেষ নয়। আশা আর ভালবাসা নিয়ে আজও বিশ্বের আনাচে-কানাতে হৃদয়বান মানুষেরা লুকিয়ে আছে। হতে পারে সেটা আমেরিকা বা পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে!

লেখিকা ঃ লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক

অবশেষে মুখ খুললেন সু চি

'কান খোলাই আছে, তবু তারা শুনছে না। তারা এমনই গান লেখে যা কেউ গায় না। চলো, নৈঃশব্দ্যের এই শব্দহীনতাকে আঘাত করি'। সিমন-গার ফানকেলের 'নৈঃশব্দ্যের গান'-এ এভাবেই নির্বিকার মানুষের উদাসীনতার নিন্দা জানানো হয়েছিল। মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি তাঁর দেশের রোহিঙ্গা জাতিসত্তার চরম অস্তিত্ব সংকটেও তাদের পক্ষে সরব হননি। গত ৩০ জানুয়ারি দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই খুন হন সু চির দলের আইন উপদেষ্টা উ কো নি। শীর্ষ এই মুসলিম আইনজীবীর হত্যাকাণ্ড দেশে-বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এর পরও সু চি তাঁর শেষকৃত্যে যাননি, এমনকি নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কোনো শোকবার্তাও পাঠাননি। অথচ আরেক আইনজীবী অং থাউংগের শেষকৃত্যে সু চি ঠিকই অংশ নিয়েছিলেন। রোহিঙ্গাদের ওপর চলা নিপীড়ন নিয়েও তিনি চুপ ছিলেন। অথচ শীর্ষ মুসলিম নেতা, যিনি কি না সু চির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির জন্যও কাজ করেন, তাঁর হত্যাকাণ্ডে সু চির মুখ না খোলা মুসলিম সম্প্রদায়কে ভালো বার্তা দেয়নি।

ঘটনার আকস্মিকতায় সু চি কি ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কাই করে বসেছিলেন, যেমনটি কেউ কেউ মনে করছেন? যা হোক, প্রায় এক মাস পর সু চি এই সপ্তাহে প্রথম এ নিয়ে কথা বলেছেন। কো নির সঙ্গে একজন গাড়িচালকও খুন হয়েছিলেন। সু চি দুজনের স্মরণে আয়োজিত শোকসভায় অংশ নিয়েছেন এবং বলেছেন, নিহত দুজনই শহীদ। বিশাল হলরুমে আয়োজিত এই স্মরণসভায় সু চি রাজনীতি নিয়ে বেশি কিছু বলেননি। সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর দল মাত্র ১০ মাস ক্ষমতায়, এই অল্প সময়ে বেশি কিছু করা সম্ভবও ছিল না।

মিয়ানমারের সর্বজনমান্য মুসলিম নেতা ও শীর্ষ আইন বিশেষজ্ঞ কো নিকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কো নি সংবিধান পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতাসীন এনএলডির মধ্যে কাজ করছিলেন। আরাকান সংকটে গঠিত কফি আনান কমিশনের সদস্য হিসেবে কমিশনকে কার্যকর করে তোলার ব্যাপারেও তিনি ভূমিকা রাখেন। মনে করা হয়, কো নিকে হত্যার মধ্য দিয়ে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য এনএলডির প্রচেষ্টা থামিয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া কফি আনান কমিশনকে নিয়েও সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, যাতে আরাকান ইস্যু নিয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত সরকার না নেয়।

দেশে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ দুই বছরের মধ্যেই শেষ হতে পারে বলে কিছুদিন ধরেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি হলে সেনাবাহিনী সরকার ভেঙে দিতে পারবে–এই সুযোগ সংবিধানেই রাখা হয়েছে। এ বিধান পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েও মিয়ানমারের কার্যত নেতা ও স্টেট কাউন্সিলর সু চি এ ব্যাপারে ধীরে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করেন এবং কো নির হত্যাকাণ্ডের পর তিনি আরো সতর্ক হয়ে যান। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে সেনাবাহিনীর গোপন ইন্ধনের বিষয়টি এখন একটি সাধারণ আলোচনায় পরিণত হয়। অনেকের ধারণা, সু চি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিরোধ-সংঘাত যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে চাইছেন বলে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি প্রকাশ্য কোনো বক্তব্য দেননি। নিহতের বাসায় গিয়ে শোক প্রকাশ বা দাফন অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার পেছনেও এই অতি সাবধানী মনোভাব কাজ করে।

কো নি হত্যাকাণ্ডের পর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে সেনাবাহিনী তার সুবিধা নিতেই পারত। কারো কারো ধারণা, এই খুনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করা। হয়তো মনে করা হয়েছিল, কো নির মতো ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে মুসলিমরা বিক্ষুব্ধ হবে। একজন চীনা নাগরিককে দিয়ে হত্যাকাণ্ডটি চালানো হয়। তবে কো নি হত্যার পর মুসলিমরা তাঁর বাসা এবং দাফন অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হলেও চীনা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কিছু বলেনি বা সহিংস আচরণ করেনি। একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেছেন, হতেও পারে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হলে সংবিধানে সরকার ভেঙে দেওয়ার যে ক্ষমতা সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করা হতো।

প্রাপ্ত আভাস অনুযায়ী, এবার সেনাবাহিনী সু চির সরকার ভেঙে দিলেও সামরিক শাসন জারি নাও করতে পারে। বরং সু চির কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে কয়েক মাস পর আরেকটি নির্বাচন করা হতে পারে, যেখানে এনএলডি আর আগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অনেকেই মনে করেন, সেনাবাহিনীর ফিরে আসার সম্ভাবনা বা আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই সু চি নীরব থাকার নীতি অনুসরণ করেছেন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে। কিছুতেই তিনি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বিরোধে জড়াতে চান না। বহু বছরের প্রতীক্ষার পর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সু চির দল ক্ষমতায় এসেছে। গণতন্ত্রের এই সুবাতাস ঝড় হয়ে পালটা আঘাত করতে পারে, এই আশঙ্কা যেখানে আছে সু চি সাবধান থাকবেনই।

সূত্র : ইরাওয়াদ্দি ডটকম

ট্রাম্প বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

হুমায়ুন কবির

রোনালড ট্রাম্প যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন লাভের দৌড়ে এগিয়ে যেতে থাকেন, তার বক্তব্য ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তিনি কট্টর দক্ষিণপন্থিথ এমন অভিমত শোনা যেতে থাকে। তবে এই দলের অনেক নেতাই বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। যেমন, আশির দশকে রোনালড রিগ্যান এবং ২০০০ সাল থেকে জর্জ বুশ। রোনালড ট্রাম্প কট্টর অবস্থানে তাদেরও ছাড়িয়ে যেতে থাকেন। এ নিয়ে উদ্বেগ, অস্থিরতা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে এবং বহির্বিশ্বে। আবার এটাও বলা হচ্ছিল যে, নির্বাচনে যদি তিনি জয়ী হন, তবে কথা ও কাজে সংযত হবেন। যা বলছেন, তার লক্ষ্য কেবলই নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া।

যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ, যাদের নীতি ও কর্মকৌশল বিশ্বের নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং অংশত রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তার প্রতি তাকিয়ে থাকে অনেক দেশ।

ট্রাম্পের বিজয় ছিল অনেকটা অভাবনীয়। তিনি নির্বাচিত হবেন, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন এক মাস সাত দিন হয়ে গেল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আরেকটি ভুলও ভেঙে গেলথ তিনি প্রার্থী হিসেবে যা বলেছেন, তারই প্রতিধ্বনি করে চলেছেন আরও বেশি উদ্দীপনা-উচ্ছ্বাস নিয়ে। তিনি নিজের কট্টর নীতি বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছেন। তার প্রশাসনে বেছে বেছে আনছেন উগ্রবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও এর বাইরে আমরা দেখছি অস্থিরতা।

রাষ্ট্রের কাছে মানুষ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। বিচ্ছিন্নভাবে সাধারণ মানুষ শক্তিহীন। তাদের পাশে রাষ্ট্র না দাঁড়ালে প্রকৃতই তারা দুর্বল। রাষ্ট্র তখনই মানবিক হয়, যখন এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। তাদের বিকাশে সহায়তা দেয়। কিন্তু ডোনালড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর একের পর এক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, তাতে এই সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং অন্যান্য দেশের নাগরিক, সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্বাস্থ্যনীতির কথা বলতে পারি। কিংবা বলতে পারি সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কথা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মীয় কারণে কাউকে সে দেশে প্রবেশে বাধা দেওয়া যায় না। আদালত তার আদেশ নাকচ করে দিয়ে এ বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন, নতুন করে নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন। এর প্রভাব পড়েছে বিশ্বময়। এখন কোটি কোটি মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়। শিক্ষা, চিকিৎসা. পর্যটন, ব্যবসাথ কত কাজেই না এই ভ্রমণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নীতির কারণে তাদের সবাই এখন চাপের মুখে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তার নৈতিক অবস্থানের কারণে। তারা গোটা বিশ্বের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এ সুযোগে যারা সেখানে গিয়েছেন, তারা গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা হিসেবে গড়ে ওঠা দেশটির উন্নয়নে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তবে ডোনা ট্রাম্প তা যেন ভেঙে দিতে চাইছেন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে অনেক মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। তাদের দেশের অনেক লোকও এর বিরুদ্ধে। আমরা কয়েকটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ সংঘটিত হতে দেখেছি, যা সে দেশের জন্য ব্যতিক্রমী ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রতিবেশী মেক্সিকোর সীমান্তে দেয়াল তুলতে চাইছে। এই অবাস্তব কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দৃঢ়পণ। কিন্তু মেক্সিকোর প্রবল আপত্তি। মেক্সিকোর নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামন্ত্রী সে দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু দু'পক্ষের মতের মিল ঘটেনি। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট যেভাবে কথা বলছেন, তার সঙ্গে মিলছে না তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোনো কোনো মন্ত্রীর কথা। তারা অন্য দেশের নেতাদের, এমনকি নিজ দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো কিছু নমনীয়তা দেখাতে সচেষ্ট থাকেন। তবে প্রেসিডেন্ট তার চড়া সুরই বজায় রাখছেন।

তিনি অস্ত্র প্রতিযোগিতার কথা বলছেন। বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে এক নম্বর সামরিক শক্তিতে পরিণত করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের এমন অবস্থান অনেক বছর ধরেই রয়েছে। বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করে ফেলার মতো পারমাণবিক অস্ত্র তাদের ভাণ্ডারে রয়েছেথ এটা সবার জানা। মহাসাগরগুলোতে তাদের পারমাণবিক বোমাবাহী যুদ্ধজাহাজ সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। তিনি আর কত অস্ত্র চাইছেন? প্রকৃতপক্ষে তার এ অবস্থানের কারণে প্রতিযোগী দেশগুলোও উৎসাহিত হবে অস্ত্র প্রতিযোগিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা আমেরিকা ও রাশিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা দেখেছি। ক্রমে শান্তিবাদীরা সংগঠিত হয়ে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দাবি জোরদার করতে থাকেন। কিছু অস্ত্র ধ্বংসও করা হয়। কিন্তু এখন ফের অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ফের গ্রেট নেশনে পরিণত করতে চাইছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ওপরে তুলে আনতে চাইছেন। প্রতিটি দেশই সেটা চাইছে। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে অন্যদের জন্য অস্বস্তি ও উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠার মতো কারও কিছু করা উচিত নয়থ এটাই সর্বমহলে স্বীকৃত অভিমত। আমরা দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি। জটিল ও কালান্তক ব্যাধি নিরাময়ের কথা বলি। এ জন্য চাই পারস্পরিক সহযোগিতা। কিন্তু ডোনা ট্রাম্প সবকিছু উ দিতে চাইছেন। বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠনগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিতে চাইছেন। বলছেন পছন্দের দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার নীতি নিয়ে চলবেন। বড় ও উন্নত দেশগুলো যদি দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার নীতি নিয়ে অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশের গুরুতর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি তো তার অবস্থানে অনড়। ইতিমধ্যেই ট্রান্স-প্যাসিফিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে গেছে। তাদের এ নীতিতে কোনো দেশ সামরিকভাবে লাভবান হতে পারে; কিন্তু বহুপক্ষীয় কাঠামোগুলো ভেঙে পড়লে সেটা চূড়ান্ত বিচারে কারও জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। এমনকি বিপর্যয়ও নেমে আসতে পারে।

আমরা ত্রিশের দশকে এ ধরনের বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু পরিণতিতে তা বিশ্বব্যাপী মন্দা ডেকে এনেছে। ছোট-বড় সব দেশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রকৃতই এক অজানার পথে চলেছে বিশ্ব। এ অবস্থায় সবার সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ, মানবাধিকারথ এসব বরাবর গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয় যে, তারা অনুকরণীয়, প্রেরণাদায়ী। তারা এ জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং শক্তিশালীও করেছে। কিন্তু এখন তো এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই চ্যালেঞ্জের মুখে। উদাহরণ হিসেবে আমরা গণমাধ্যমের কথা বলতে পারি। সে দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় সংবাদপত্র ও টেলিভিশন। তবে এখন প্রেসিডেন্ট ক্রমাগত গণমাধ্যমকে আঘাত করে চলেছেন। সাংবাদিকদের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করছেন। কয়েকটি মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথাগত ভোজসভায় উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। নিজ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি প্রকাশ্যে অনাস্থা ব্যক্ত করছেন। এর ফলে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাঠামো ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়বেথ এমন শঙ্কা প্রবল। যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক দেশের নেতাথ ট্রাম্প কি এ অবস্থান থেকে সরে আসতে চাইছেন। রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর ম্যাককেইনের শঙ্কাথ প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে চলেছেন। বাস্তবে কি এমনটিই ঘটতে চলেছে?

এমনটি ঘটুক, সেটা কেউ চাইবেন না। তবে যারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসেন এবং প্রতিনিয়ত তাকে উন্নত করতে চানথ তাদের হতাশ হলে চলবে না। তাদেরই তো আলোর পথ দেখাতে হবে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সর্বস্তরে বাংলা চালু : গোড়ায় গলদ

সাইফুল ইসলাম তানভীর

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় প্রচুর বিদেশী শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। প্রায় ১৪২টি বিদেশী ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এই উপমহাদেশ শাসন করেছে বহু ভাষার লোকেরা। এখানে বহু বিদেশী ভাষার ব্যক্তিরা ব্যবসা করছেন। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ শাসন করেছেন ১৯০ বছর। তাদের ভাষা ছিল ইংরেজি। এর প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায় আছে প্রচুর ইংরেজি শব্দ। যেমন- চেয়ার, টেবিল, বক্স, টিফিন, পেন্সিল, স্কেল, বিলডিং, ভেন্টিলেটর, অফিস, গেজেট, বাইন্ডিং, প্রেস, ডাস্টার, শার্ট, প্যান্ট, ব্যাগ, ফ্লোর, কার্পেট, গ্লাস, মিডিয়া ইত্যাদি। এর আগে ফার্সি ভাষার লোকেরাও শাসন করেছেন। পর্তুগিজদের শাসন ছিল। আরবরা এখানে ব্যবসা করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াতের জন্য কাজ করেছেন। পাকিস্তানিরা আমাদের এই ভূখণ্ডে শাসন করেছে ২৩ বছর, যাদের ভাষা ছিল উর্দু। এভাবে আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচুর বিদেশী ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। নামাজ, আদালত, রিকশা, লুঙ্গি, ইত্যাদি শব্দ বিদেশী। আমাদের ইবাদতের মৌলিক কতগুলো বিষয় যেমন কালেমা, নামাজ, হজ, জাকাত, রোজা ইত্যাদি পালন করতে পবিত্র কুরআনের ভাষার ব্যবহার করার বেশি প্রয়োজন হয়। ভাষা মহান আল্লাহর বিশেষ দান। মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আ:কে মহান আল্লাহ হাজার হাজার ভাষা শিখিয়েছিলেন। হজরত সোলায়মান আ:কে মহান আল্লাহ পৃথিবীর সব পশু, পাখি, কীটপতঙ্গের ভাষা শিখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন আমলে মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। এতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন হিন্দু সম্প্রদায়। তারা ইংরেজি লিখে অনেক উন্নতি করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের ভুল বুঝিয়ে মুসলমানদের ক্ষতিও করেছেন। পরে মুসলিমরা অনেক ইংরেজি শিখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষার নামে যেটা হচ্ছে এটা অতিরঞ্জিত। আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে বর্তমানে ইংরেজি বেশি দাপটের পর্যায়ে রয়েছে। সংস্কৃতিক অঙ্গনে আবার হিন্দি ভাষার প্রভাব। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, আইন, প্রশাসন প্রায় সবখানে মাতৃভাষা বাংলা অবহেলিত। সম্প্রতি সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন দফতরে মাতৃভাষা চালু করার। ১৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি খবর থেকে কয়েকটি কথা এখানে তুলে ধরছি : বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ৩০ বছর আগে চালু হলেও এখনো সর্বত্র বাংলার ব্যবহার হচ্ছে না। তবে সরকারি দফতরের প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ছে। সরকারি নথিপত্র, চিঠি, প্রজ্ঞাপন ও অন্যান্য নথি এখন বাংলায় লেখা হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতেও সব তথ্য এখন ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় দেয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশে অর্থনীতি চলে ইংরেজিতে। ১৬-১৭ কোটি মানুষের অনেকেই কিছু না কিছু ইংরেজি বলতে পারলেও ভালো ইংরেজি পারেন না। পুঁজিবাদীরা ইংরেজি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং আমাদের অর্থমন্ত্রী নাকি মাতৃভাষা বাংলাতে কথা বলতে লজ্জা পান। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা মিশিয়ে কথা বলেন। সম্প্রতি কিছু বুদ্ধিজীবী একটি বৈঠক করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাকে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। শিরোনাম– মূল কথার প্রথম অংশ সর্বস্তরের বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ও ভাষার বিকৃতি রুখতে কার্যকর সরকারি উদ্যোগ এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেয়া বক্তারা। একই সঙ্গে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শিক্ষাসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাকে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। (দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি)।

আমাদের দেশের মোটামুটি উন্নত মানের হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে পাঁচ তারকা হোটেল পর্যন্ত সব জায়গায় ইংরেজি চলে। অনেক বছর আগে গ্রামে মামাত ভাইয়ের বিয়েতে গিয়েছিলাম। বিয়ের অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন পর্বে মেয়ে পক্ষের একজন যুবক বললেন, 'ভাই রাইস লাগবে?' তিনি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার 'ভাত' শব্দটিকে অনাধুনিক মনে করলেন। অত বছর আগে গ্রামেও যদি ইংরেজির প্রভাব থাকতে পারে, এখন সেটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে? এখন উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েরা শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে না। তারা 'বাংরেজি'তে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এমনিতেই আমাদের বহু কথা বিদেশী শব্দেই বলতে হচ্ছে যেটা বাংলা হিসেবেই আমরা জানি। যেমন 'রেস্তোরাঁও' বিদেশী শব্দ। এটি ফরাসি শব্দ। কিন্তু এরকম বহু শব্দ আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মধ্যে ডুবে আছে। এর পরও যদি আমরা অতিরিক্ত ইংরেজি শব্দ বলতে থাকি তাহলে আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা রাষ্ট্র ভাষার ঠিকানা কোথায় হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক যুগান্তরের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল– সর্বস্তরে প্রচলন হয়নি বাংলা। এই প্রতিবেদনের প্রথম কয়েকটি কথা এখানে তুলে ধরছি– সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি বিদ্যমান আইন ও হাইকোর্টের আলাদা দু'টি আদেশ থাকার পরও নিশ্চিত হচ্ছে না সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ও বাংলা ভাষার দূষণরোধ। ফলে নির্বিঘ্নে ইংরেজি ভাষায় লেখা হচ্ছে বিভিন্ন নামফলক, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড ও উচ্চ আদালতের রায়। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষাসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজের লেখালেখি হচ্ছে ইংরেজিতে। এমনকি,

> ভাষা মহান আল্লাহর বিশেষ দান। মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আ:কে মহান আল্লাহ হাজার হাজার ভাষা শিখিয়েছিলেন। হজরত সোলায়মান আ:কে মহান আল্লাহ পৃথিবীর সব পশু, পাখি, কীটপতঙ্গের ভাষা শিখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন আমলে মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। এতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

বিদ্যমান বিভিন্ন আইন এখন পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। এ ছাড়া কোনো কোনো এফএম রেডিও ও টিভির মাধ্যমে দেদার চলছে ভাষার দূষণ।

এবার ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনার অনুষ্ঠানে তিনজন অতিথি ছিলেন। বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনার সময় বারবার ওই তিন অতিথি 'বাংরেজি'তে কথা বলছিলেন। বিশেষ করে সেখানে উপস্থিত ছিলেন একজন নৃত্যশিল্পী যিনি এবার একুশ পদকও পেয়েছেন। তিনি কথা বলতে গিয়ে বারবার আটকে যাচ্ছিলেন। যেভাবে খুব দ্রুত বাংরেজিতে কথা বলে থাকেন, সেটা সে দিন পারেননি। তবুও তার কথায় দু'চারটি ইংরেজি বেরিয়ে ছিল। বুঝা গেল, তিনি সরাসরি বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত নন। তিনি বলছিলেন, স্কুলে নৃত্যটা 'কম্প্রোসারি' করলে বাংলা ভাষা লিখতে সহজ হবে ইত্যাদি। উপস্থাপক বারবার অতিথিদের বিরক্ত করতে লাগলেন 'সাম্প্রদায়িক, অসম্প্রাদায়িক' ইত্যাদি চালু কথা উঠিয়ে। ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন বাংলা ভাষা নিয়ে খুব আবেগ যারা দেখালেন, তারা অন্যান্য সময় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় কী কী কাজ করেন, সেটা একটা প্রশ্ন। হাজার হাজার টন ফুল ব্যবহার করা হয়েছে ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন। এই 'শহীদ মিনার' কোন ভাষার শব্দ? শহীদ কাকে বলে? মিনার কাকে বলে? সেই শিক্ষা কি আমাদের মধ্যে আছে? শহীদ কুরআনের শব্দ। সেই কুরআনের মর্যাদা আমাদের মাঝে কতটুকু?

২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাষা নিয়ে অনেক ভালো বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্কুলের শিক্ষার্থীরা যাতে বাংরেজি থেকে বের হয়ে আসে। সেদিন প্রধান বিচারপতিও অনেক কথা বলেছেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে দূর থেকে একজন এক সাংবাদিক অনেক কষ্টের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ক্ষমতাসীনেরা ১৯৫২ এবং ১৯৭১-এর ইতিহাস পৃথকভাবে সাধারণ মানুষকে জানতে দিচ্ছে না। ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক মৌলিক বিষয়কে ক্ষমতাসীনেরা ঢেকে রেখে মিথ্যা প্রচার করছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন। আমাদের দেশে একটি মহল আছে যারা মাতৃভাষা বাংলার মধ্যেও ইসলাম আছে কি না তা ছেঁকে দেখছে এবং সেটা বাতিল করতে চাচ্ছে, আর এতে সহযোগিতা করছেন প্রতিবেশী একটি দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী। সরকার বেছে বেছে নিজ দলীয় আদর্শের কিছু বুদ্ধিজীবী বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকদের পদক দিচ্ছেন। শফিক রেহমান, তার পিতা অধ্যাপক সাইদুর রহমান, তালেয়া রেহমানসহ আরো অনেকে আছেন যারা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনেরা তাদের মূল্যায়ন করছেন না রাজনৈতিক কারণে। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে আমাদের আরো অনেক সচেতন হতে হবে। পবিত্র কুরআনের সরল অনুবাদ, ব্যাখাও মাতৃভাষায় পড়ার সুব্যবস্থা করতে হবে। শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা থাকার দরকার। তাহলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আরো অধিক পঠিত হবে।

সহজিয়া কড়চা

বই ও প্রকাশনার ইতিকথা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির পর পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবোধে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। যে যে ধর্মের অনুসারীই হোক, তারা বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বাঙালি মুসলমান মুসলিম জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তারা–একটি ছোট সাম্প্রদায়িক অংশ বাদে–বাঙালি জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়। এবং তার প্রকাশ ঘটে মাত্র দুই বছর পর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনের সময়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে তারা বর্জন করে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল বিখ্যাত ২১ দফা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক চক্র বিচিত্র রকম ষড়যন্ত্র করে। তা সত্ত্বেও ওই সরকার নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেশ কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম যৌথভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। তা ছাড়া আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদপ্রসূত।

যুক্তফ্রন্টের প্রধানতম দল ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৯৫৬-এর সেপ্টেম্বর থেকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির দিন পর্যন্ত। আতাউর রহমানের সরকারের সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আরও বিকাশ ঘটে। বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাঁর সরকারের সময়ই ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী আয়োজিত ঐতিহাসিক কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলে।

আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান সরকারের সময়ের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তিন দিনব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনী: বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। সেটি ছিল ঢাকার বইয়ের প্রকাশক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আয়োজন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন সুলতানউদ্দিন আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯২০ দশক থেকেই গভর্নর সুলতানউদ্দিন ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান বন্ধু ছিলেন। সলিমুল্লাহ হলের পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গভর্নর সুলতানউদ্দিন। সেটি ছিল পাকিস্তানের রাজনীতির খুবই খারাপ সময়। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে গভর্নর বলেছিলেন:

'বর্তমান দুঃখজনক পরিবেশে আমাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সমগ্র দুনিয়ায় যে সব সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে, তাদের কোনো না কোনো সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাধাবিঘ্নের ফলে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ নতুনভাবে উৎসাহ লাভ করে থাকে। কোনোরূপ সংকট না থাকলে কোনো সভ্যতার অভ্যুদয় হতো না।'

সেকালের রাজনীতিবিদেরা শুধু উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন না, তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন। বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কেও সুলতানউদ্দিনের পড়াশোনা ছিল। সেদিন তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, পূর্ব বাংলার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা একদিন একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দেবেন। পুস্তক প্রদর্শনীর সমাপনী দিবসে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বইমেলার তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানে আবির্ভাব ঘটে সামরিক স্বৈরশাসনের।

ঢাকার প্রকাশনা শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘ–দেড় শ বছরের। এখানকার প্রকাশনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চল্লিশের শেষ দিক থেকে। পঞ্চাশের দশকে তা একটি আকার ধারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে এদিকের বাঙালি মুসলমানদের যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় ছিল, তাঁরা অনেকে সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। যাঁরা তখন ঢাকায় এসে প্রকাশনাশিল্পের গোড়াপত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় দুই বন্ধুর নাম। তাঁরা হলেন আয়নুল হক খান ও মোহাম্মদ নাসির আলী। তাঁরা শুরু করেন তাঁদের নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজারে।

বাংলাবাজারে তখন আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশক ছিলেন, তিনি আমাদের মানিকগঞ্জ শহরের অধিবাসী এবং আমার বাবার শৈশবের বন্ধু অনিলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর ছিল প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরির প্রধান কার্যালয় ছিল ঢাকা, তবে কলকাতার কলেজ স্কয়ারেও একটি শাখা ছিল। অনিল ঘোষ ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামী। জেল-জুলুম খেটেছেন বহুবার। নিজেও লেখক ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রকাশিত প্রথম বইটিই তাঁর।

সলিমুল্লাহ হলের সেই প্রথম বইমেলায় যেসব প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, কোহিনূর লাইব্রেরি, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, প্যারাডাইজ লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, মোহাম্মদী বুক হাউস, লিয়াকত পাবলিশিং হাউস, আইডিয়েল পাবলিকেশনস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, সরোজ লাইব্রেরি, সোবহানিয়া লাইব্রেরি প্রভৃতি। ওই সব প্রকাশনীর নাম উল্লেখ করলাম এ জন্য যে তারা আমাদের পথনির্মাতা। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আজ আমরা বিশাল বইমেলা করছি, শত শত প্রকাশক অংশগ্রহণ করছেন। এই সময় সেদিনের সেই অল্পসংখ্যক প্রকাশকের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।

সেদিন ঢাকা শহর ছিল পরিসরে ছোট। সাংস্কৃতিক ঘটনা ঘটত কম। যখন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো অনুষ্ঠান হতো, তখন তা নগরবাসীর চোখে পড়ত। পুস্তক-প্রদর্শনী বলা হলেও, তাতে বই বিক্রির ব্যবস্থাও করেছিলেন অংশগ্রহণকারী

> সেকালের রাজনীতিবিদেরা শুধু উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন না, তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন। বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কেও সুলতানউদ্দিনের পড়াশোনা ছিল। সেদিন তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, পূর্ব বাংলার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা একদিন একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দেবেন।

প্রকাশকেরা।

পঞ্চাশের দশকে দেখেছি, অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বইয়ের আকার হতো ক্রাউন। ডিমাই আকারে বই প্রকাশের প্রথা ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে চালু হয়। সেকালের প্রকাশকেরা লেখকদের সঙ্গে, সততার সঙ্গে ব্যবসা করতেন। বইয়ের নামপত্রে উল্লেখ থাকত: প্রথম সংস্করণ ১২৫০ কপি, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১১৫০ কপি, তৃতীয় সংস্করণ ১২০০ কপি প্রভৃতি।

এখন প্রকাশনাশিল্প ঢাকাসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম ছাড়া কোনো বড় জেলা শহরে সাহিত্যের বইয়ের বড় প্রকাশনা বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেও দেখা যায় অনেক জেলা শহর থেকে পাঠ্যবই তো বটেই, সাহিত্যের বইও প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই ছিলেন ঢাকার প্রকাশকদের বইয়ের নামকরা পরিবেশক। চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি শহরে বইয়ের প্রকাশক, পরিবেশক ও বিক্রয়কেন্দ্র ছিল বেশ কিছুসংখ্যক। অনুমান করি, ঢাকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা প্রকাশনার ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। একুশের বইমেলায় জেলা শহরের খ্যাতিমান প্রকাশক কজন আছেন?

ষাটের দশক পর্যন্ত কুমিল্লা ছিল ছোট্ট, স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন মনোরম মহকুমা শহর। কিন্তু সেখানকার সংস্কৃতিচর্চার মান ছিল উঁচু। কুমিল্লাকে বলা হতো ব্যাংক এবং ট্যাংকের (পুকুরের) শহর। কিন্তু সেখানেও কয়েকজন প্রকাশক ছিলেন। তার মধ্যে পপুলার বুক এজেন্সির কথা বলা যায়। তার স্বত্বাধিকারী ছিলেন তড়িৎ মজুমদার–মোতাহের হোসেন চৌধুরীদের বন্ধু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগেই তিনি কলকাতা গিয়ে বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। তিরিশের দশকেই কুমিল্লায় প্রকাশনা শুরু করেছিলেন পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক ও কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর ভাই অজয় ভট্টাচার্য্য। তাঁদের প্রকাশনার নাম ছিল পূর্ব্বশা প্রকাশনী লিমিটেড। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নয়নচারা গল্পগ্রন্থটির প্রকাশক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। নয়নচারা প্রকাশিত হয় চল্লিশের মাঝামাঝি।

বইয়ের প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠাগারের কথাও আসে। একসময় পূর্ব বাংলায় বহু সাধারণ পাঠাগার ছিল। ১৯৫০ নাগাদ সেগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ আমলে পৌরসভা ও জেলা বোর্ড থেকে সাধারণ পাঠাগারগুলোকে কিছু অর্থসাহায্য দেওয়া হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অর্থের অভাবে সেই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ই আবার তা চালু হয়। ১৯৫৪-৫৫ অর্থবছরে প্রথম পাবলিক লাইব্রেরির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১৯৫৫-তে শেরেবাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের উদ্যোগে ঢাকায় 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি'র ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ১৯৫৫-তে ১৫টি জেলার সাধারণ পাঠাগারকে দুই হাজার টাকা করে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ওই বছরই বেসরকারি পাঠাগারগুলোর জন্য দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক শিক্ষাসচিব বলেছিলেন: 'এই লাইব্রেরি শুধু ঢাকার নাগরিকদের অধ্যয়নের সুযোগ দান করিবে না; বরং ইহা হইবে এই দেশের সকল লাইব্রেরির প্রাণকেন্দ্র।' প্রকাশনাশিল্পের উন্নতির জন্য সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতি ঘটানো অতিপ্রয়োজন।

কোনো জাতির সামগ্রিক উন্নতির প্রতিফলন ঘটে সেই জাতির বইপত্রে–দালানকোঠা, ব্রিজ-কালভার্ট প্রভৃতি অবকাঠামোর সংখ্যা দিয়ে নয়। সৃষ্টিশীল-মননশীল ও গবেষণামূলক দুই ধরনের বই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর আমাদের প্রকাশনাশিল্প বিকশিত হয়েছে, যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন তার মানের বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে, পরিমাণ ও সংখ্যা দিয়ে সবকিছুর উৎকর্ষ বিচার্য নয়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

অভিবাসীদের জীবনসংগ্রাম ও রাজনীতি

কামাল আহমেদ

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের ইমেরিটাস প্রফেসর মেঘনাদ জগদীশচন্দ্র দেশাই লেবার পার্টির সদস্য এবং লর্ডসভার সদস্য। কয়েক দশক আগে কোনো এক সামাজিক অনুষ্ঠানে ক্ষণিকের আলাপে তিনি একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ উদ্যোক্তাকে বলেছিলেন, আপনার কোম্পানির নামে জাতিগত সংখ্যালঘু (ইথনিক) পরিচিতির ছাপ রয়েছে। এটি থাকলে মূলধারার ব্যবসায় সুবিধা হবে না। ইংল্যান্ডে ব্যবসার জন্য ব্র্যান্ডের নাম ইংলিশ কিছু একটা হওয়া উচিত। সত্তর ও আশির দশকের ব্রিটেনে বর্ণবৈষম্যের শিকার হননি এমন বাংলাদেশি খুঁজে পাওয়া কঠিন। সুতরাং লর্ড দেশাইয়ের সেই পরামর্শ ওই বাংলাদেশি উদ্যোক্তার মনে ধরল। তিনি তাঁর কোম্পানির নাম বদলালেন। এখন তাঁর অবস্থান বাংলাদেশি ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের তালিকার শীর্ষে। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকা প্রতিবছর শীর্ষ ধনীদের যে তালিকা প্রকাশ করে থাকে, তাতে কয়েক বছর ধরে তাঁর নামও থাকছে। গত বুধবার লন্ডনের অভিজাত প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ডিরেক্টরসের ওয়াটারলু মিলনায়তনে তাঁর আত্মজীবনীর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন লর্ড দেশাই। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এই স্মৃতিচারণা শুনে লর্ড দেশাইয়ের মুখে অনেকটা বিস্ময়ের ছাপ। সেটা সামাল দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আগে তো বুঝিনি আমার পরামর্শ এত দামি।'

আত্মজীবনীটি হচ্ছে সিমার্ক গ্রুপের প্রধান ইকবাল আহমেদ ওবিইর (ওবিই হচ্ছে অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, ব্রিটিশ রাজপরিবারের দেওয়া খেতাবগুলোর একটি)। একটি প্রতিষ্ঠানের একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ব্রিটেন দুই দেশের শীর্ষ চিংড়ি রপ্তানিকারকের আসনটি দখল করার কাহিনি হচ্ছে এই আত্মজীবনী কিং প্রন। বইটির নামকরণ অনেকটা আক্ষরিক অর্থেই যথার্থ। কেননা, চিংড়ির বাজারে এত বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান খুব বেশি একটা নেই। সিমার্কের কারখানাগুলোতে প্রক্রিয়াজাত হয় প্রতি ঘণ্টায় (বড় ও ছোট মিলিয়ে) ১০ লাখ চিংড়ি। তবে বইটিতে যেমন ইকবাল ব্রাদার্স থেকে সিমার্কে রূপান্তরিত হওয়ার বিবরণ আছে, তেমনি আছে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আমলাদের কাজের ধারার ভেতরের কথা। বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের প্রসারে রাজনীতিকদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের রসায়ন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্রিটেন ও বাংলাদেশে তার কিছু খণ্ডচিত্র এই বইয়ে বেশ ভালোভাবেই উঠে এসেছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের উৎসাহে কীভাবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এনআরবি ব্যাংক গড়ে উঠল, সেই কাহিনিও আছে এই বইয়ে। ইকবাল এনআরবি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে লর্ডসভার আরও তিনজন সদস্য এবং হাউস অব কমন্সের একজন সদস্য ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ঢাকায় দায়িত্ব পালন করে আসা সাবেক দুজন ব্রিটিশ হাইকমিশনার এবং লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনারও এসেছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে ব্রেক্সিটে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁরা, যাঁদের রপ্তানির বাজার হচ্ছে ইউরোপ। স্বভাবতই ওই সব ব্যবসায়ী ব্রেক্সিটের পক্ষে ছিলেন না। ইকবালও না। কিন্তু এখন নতুন বাস্তবতায় ভবিষ্যৎ কী? ইকবাল জানালেন, তিনি ফ্রান্সে হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করছেন। যাতে ইউরোপের বাজারে ইউরোপে প্রস্তুত হিসেবে তাঁর পণ্য বিক্রি করতে পারেন। তাঁর প্রকাশক জন ব্লেক জানালেন, তিনি নাকি রুশদেরও চিংড়ি খাওয়ানোর পরিকল্পনা করছেন।

গেল সপ্তাহে লন্ডনে প্রবাসীদের সাফল্য উদ্যাপনের অনুষ্ঠান হয়েছে অন্তত পাঁচটি। এগুলোর মধ্যে আমার দুটিতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পেশাদারদের সংবর্ধনা জানানোর একটি উদ্যোগ ব্রিটিশ বাংলাদেশি পাওয়ার হান্ড্রেড নামে কয়েক বছর ধরেই হয়ে আসছে। এবারও সেটি হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি। বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে, যার নাম ছিল সত্যবাণী। বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের শত বছর পালনের অনুষ্ঠানটি হয় গত মঙ্গলবার ২১ ফেব্রুয়ারি। সত্যবাণী এখন নতুন ব্যবস্থাপনায় অনলাইন প্রকাশনা হিসেবে আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ হাইকমিশন সংবর্ধনা দেয় ৮৮ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছাত্রছাত্রীকে। জিসিএসই এবং এ লেভেল পরীক্ষায়

বাকি অংশ ৩২ নং পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে সৌদি আরব

আলী ইমাম মজুমদার

> অভিবাসীরাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণ। গড়ে তুলেছে দেশটিকে। করেছে 'গ্রেট'। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে দেশকে আরও গ্রেট করতে পারেন। তবে তাদের বাদ দিয়ে নয়, তা কখনো হবেও না। মার্কিন সমাজ হতে দেবে না। আর সৌদি আরবের মতো সমর্থন দেওয়া রাষ্ট্র ট্রাম্প আরও কিছু জোগাড় করতে পারবেন। কিন্তু যাদের দেশ–যা কিছু করার, করবে তারাই।

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রতিদিনই দেশ-বিদেশে খবর হচ্ছেন। মূলত এ খবরগুলো অব্যবস্থা ও বিদ্বেষের। কার্যত তিনি এখনো সরকার গঠন-প্রক্রিয়াই শেষ করতে পারেননি। নিয়োগ দেওয়া হয়নি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে। তবে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া সূচনাতেই সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন তিনি। আদালতের নির্দেশে এ সিদ্ধান্ত এখনো কার্যকর করা যায়নি। তবে দ্বার বন্ধ হয় শরণার্থীদের জন্য। তদুপরি এক কোটির অধিক অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। ভুলে গেছেন তাঁর পিতামহ জার্মানি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছিলেন। তাঁর বর্তমান স্ত্রী একজন স্লোভেনিয়ান অভিবাসী।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে একটি বিভাজনমূলক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি। তবে এ অবস্থা মেনে নিচ্ছে না সে দেশের প্রগতিশীল সমাজ। গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থাসহ অনেকেরই নিয়ত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ধরনের একজন প্রেসিডেন্টের অমানবিক আচরণের সক্রিয় বিরোধিতা করা। তারা সভা-সমিতি করে বা বিবৃতি দিয়েই শেষ করছে না দায়িত্ব। পাশাপাশি আদালতে চালাচ্ছে আইনি লড়াই। পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘকালের মিত্র। তারাও ডোনা্ ট্রাম্পের এসব নীতির সঙ্গে একমত নয়, এমনটা অনেকে প্রকাশ্যেই জানাচ্ছে। মেক্সিকো সীমান্তে দুর্ভেদ্য দেয়াল নির্মাণের হুমকি দিয়ে চলেছেন ট্রাম্প। কিন্তু নেই কোনো নকশা, প্রাক্কলন বা এর প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরি। কার্যত তিনি গুটিকয় দেশ বাদে সারা বিশ্বে শান্তিবাদী মানুষের কাছে অনেকটা আতঙ্কের ব্যক্তি হিসেবেই নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সফল হয়েছেন। এখনো বাকি রয়েছে দীর্ঘ পথচলা।

এরই মধ্যে ইসরায়েলের মতো দু-একটি দেশ তাঁর সমর্থনেও নেমেছে। অন্যদিকে সৌদি আরবের মতো মুসলিম দেশও কিন্তু সম্প্রতি ট্রাম্পের এসব নীতিকে সমর্থন জানায় প্রকাশ্যে। সৌদি সরকারের এ আচরণে আমরা বেদনাহত হলেও বিস্মিত নই। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সৌদি রাজপরিবার কোনো কোনো প্রতিবেশীর রোষানলে আছে। তারা নিরাপত্তাহীন বলে নিজেদের মনে করে। কিন্তু জনগণের কাছে নিজেদের অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে না। মেটাবে না ইরানসহ কতিপয় দেশের সঙ্গে বিবাদও। এ অবস্থায় তারা টিকে থাকতে মার্কিন সমরশক্তির ওপর নির্ভর করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। সৌদি আরব মুসলিম উম্মাহর নেতা হিসেবে পরিচিত। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিজের (ওআইসি) ওপর রয়েছে তাদের ব্যাপক প্রভাব। অফুরন্ত তেলভান্ডারের জন্য প্রাচুর্য তো আছেই। আমাদের সঙ্গে সৌদি আরবের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কও রয়েছে অনেকটা গভীরেই। মুসলিম বিশ্বের দুটি পবিত্র স্থান সে দেশে। এসব স্থানে আমাদের দেশ থেকে বহু মুসলমান হজ ও ওমরাহ করতে যান। ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভালো। তবে মাঝেমধ্যে চরম খামখেয়ালির জন্য প্রাণ হারান অনেকেই। বছর দুই আগে এরূপ একটি বিয়োগান্ত ঘটনার শিকার কারও কারও পরিবার এখন পর্যন্ত মৃত্যুসনদও পায়নি। ফলে কঠিন সংকটে আছে তারা। অন্যদিকে আমাদের প্রায় ২০ লাখ শ্রমশক্তি সে দেশে নিয়োজিত। আমরা তাঁদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছি। অন্যদিকে সে মানুষগুলো তাঁদের জীবন-যৌবন নিঃশেষ করছেন সৌদি জনগণের সেবায় ও তাঁদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে। এমন অবস্থায় ডোনালড ট্রাম্পের বিতর্কিত নীতির প্রতি তাদের প্রকাশ্য সমর্থন আমাদের বেদনাহত করেছে। ইরান তো বিরোধিতা করেই চলেছে। তাদের কী করবে যুক্তরাষ্ট্র!

একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমবিদ্বেষের মূলে রয়েছে এ সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের সন্ত্রাসী তৎপরতা। মূলধারার সঙ্গে তারা সম্পর্কহীন। বিধ্বংসী ভূমিকা নিয়ে নিজেরা নিঃশেষিত হচ্ছে। বিশ্বসমাজে খাটো করছে নিজ সম্প্রদায়কে। তবে বিবেকসম্পন্ন মানুষ কখনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজের দায় গোটা সমাজের দিকে ঠেলে দেয় না। সম্প্রতি ফ্রান্সসহ অনেক দেশেই সন্ত্রাসীরা প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী ও তাদের দোসর ব্যতীত অন্যদের দায়ী করেনি সেসব দেশ। ঠিক তেমনই টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মতো মহাবিপর্যয়ের পরও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান এবং অভিবাসীরা নিরাপদ ছিলেন। এভাবে বিভেদের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। আর সেই নাইন-ইলেভেনের মূল হোতা তো সৌদি নাগরিক ওসামা বিন লাদেন। এমনকি সেই আত্মঘাতী হামলায় অংশ নেওয়া লোকগুলোও ছিল সৌদি আরবের। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞায় প্রথম সে দেশের নাগরিকদেরই আসার কথা, তা আসেনি। আসুক, এমনটাও আমরা চাই না। সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যে নিষেধাজ্ঞা, তা সৌদি আরব সমর্থন করে কোন যুক্তিতে? নৈতিক দিক দিয়ে তো তাদের অবস্থানই দুর্বল। আর ওআইসি নামের সংগঠনটি একটা কাগুজে বিবৃতিও দিতে পারত, তা-ও আসেনি।

সৌদির লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার হামলার পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন–সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থাকলেও উভয় দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভালোই থাকছে। এ অঞ্চলকে ঘিরে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি তেলের দাম ও উত্তোলন স্থিতিশীল রাখা এবং পারস্য উপসাগর হয়ে তেলের পরিবহন নির্বিঘ্ন করে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থ সমুন্নত রাখতে তাদের সৌদি আরবকে দরকার। বেশুমার সমরাস্ত্র বিক্রির বাজার হিসেবেও দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে সৌদি আরবের টাকায়। এমনকি সে দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌদিদের অবস্থান তৃতীয় স্থানে। এ ধরনের প্রয়োজনীয়তা দুটো দেশকে কাছে টানলেও জরিপে দেখা গেছে, জনগণের ভাবনার জগৎ ভিন্ন।

জরিপ অনেক হয়েছে। কোনো জরিপই নিরঙ্কুশ সঠিক তথ্য দিতে পারে না। তবু একটা ধারণা নেওয়া যায়। সৌদি আরবের জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে সরাসরি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে শতকরা ৫১ ভাগ, এমনটি দেখা গেছে বিবিসির একটি জরিপে। ঠিক তেমনি ৫৭ শতাংশ মার্কিনি স্পষ্ট প্রতিকূল অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরবের। এত কিছু সত্ত্বেও একটি গণতান্ত্রিক, উদার, বহুত্ববাদী সমাজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করছে একটি কর্তৃত্বপরায়ণ, পশ্চাৎমনা ও জনবিচ্ছিন্ন সৌদি সরকারকে। তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট যখন তাঁর দেশের চেতনা ও জনমতের পরিপন্থী মুসলমান এবং অভিবাসীবিরোধী একটি সুস্পষ্ট অবস্থান নিলেন, তখন তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে সৌদি আরব। এমনকি ইরান ব্যতীত কোনো মুসলিম দেশ এর প্রতিবাদ করল না। অভিবাসী নিয়ে মাথাব্যথা যত ইউরোপ ও কানাডার। এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলো কার্যত তামাশা দেখছে। এই কি রাজনীতি?

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে সময়ে-সময়ে বিভাজনের চিহ্ন লক্ষণীয় হয়েছে। কোনো কোনো সরকার জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধেও গেছে। তখনই রুখে দাঁড়িয়েছে সে দেশের সমৃদ্ধ সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম। দেশটির মূল অধিবাসী ছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। তারা আজ অনেকটা জাদুঘরের দর্শনীয় বস্তুর মতোই আছে। যা-ই হোক, তখনকার দারিদ্র্যপীড়িত ইউরোপই প্রথম আমেরিকাবাসী হয়। এ বিশাল ভূখণ্ড অধিকারে নিয়ে চাষাবাদ ও কলকারখানা চালানোর জন্য দরকার হয় লাখ লাখ শ্রমিক। অমানবিকভাবে ধরে আনা হয় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের। তাদের রাখে ক্রীতদাসের মর্যাদায়। এ ব্যবস্থাটিও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী বলে শ্বেতাঙ্গদের একটি অংশই আন্দোলনে নামে। নেতৃত্ব দেন স্বয়ং দেশের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। দাসপ্রথা বিলোপের আইনি বিধান করলেও দক্ষিণের রাজ্যগুলো তা না মানায় শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী হন লিংকন আর মানবসভ্যতা। অল্প পরে তিনি প্রাণ হারালেও রেখে যান অমর কীর্তি। সে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হলেও কৃষ্ণাঙ্গরা সমানাধিকার ফিরে পেয়েছে অনেক পরে।

এই মার্কিন সমাজ সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার দুটো পঙ্‌ক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক:

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।'

অভিবাসীরাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণ। গড়ে তুলেছে দেশটিকে। করেছে 'গ্রেট'। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে দেশকে আরও গ্রেট করতে পারেন। তবে তাদের বাদ দিয়ে নয়, তা কখনো হবেও না। মার্কিন সমাজ হতে দেবে না। আর সৌদি আরবের মতো সমর্থন দেওয়া রাষ্ট্র ট্রাম্প আরও কিছু জোগাড় করতে পারবেন। কিন্তু যাদের দেশ–যা কিছু করার, করবে তারাই। সৌদি আরব এমনটা করে নিজেদের খাটো করল। ডোনালড ট্রাম্প যা করতে চাইছেন, এমনটা কখনো হবে না। মার্কিন সমাজ তা হতে দেবে না।

আলী ইমাম মজুমদার: সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

অভিবাসীদের জীবনসংগ্রাম ও রাজনীতি

৩১ নং পৃষ্ঠার পর ....

কৃতিত্বের জন্য এসব ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো।

ওই একই দিন সন্ধ্যায় লন্ডনের স্ট্রান্ড হোটেলে বাংলাদেশি ও ভারতীয় রেস্তোরাঁগুলোর কারিশিল্পের সাফল্য উদ্‌যাপন করে কারি লাইফ সাময়িকী। কারি লাইফ সাময়িকী মূলত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশি কারির ব্রিটিশ সংস্করণের বৈশ্বিক পরিসরে বাজারজাত করছে। তারা এমনকি এই কারির ব্রিটিশ সংস্করণ ভারতেও নিয়ে গেছে। তাদের এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় শেফ–যাঁরা মিশেলিন স্টার শেফ হিসেবে পরিচিত তাঁদের কয়েকজন। দুজন মিশেলিন স্টার শেফ–ডমিনিক চ্যাপম্যান ও রুপার্ট রাওলি আগামী মাসে আবারও ভারতে কারি উৎসব করতে যাচ্ছেন। মিশেলিন স্টার শেফ, তা-ও আবার দুজনের সঙ্গে একই টেবিলে বসে নৈশাহার করার ভাগ্য খুব বেশি মানুষের হয় না। সেদিক থেকে আমার কপাল নিঃসন্দেহে ভালো। স্ট্রান্ড হোটেলের রেস্তোরাঁর বাংলাদেশি-ব্রিটিশ শেফ আশরাফুল আলমের রন্ধনশৈলীর কথা নাহয় না-ই বললাম। শুধু যেটুকু না বললেই নয় তা হলো, ডমিনিক ও রুপার্ট–দুজনেই রসিয়ে রসিয়ে তাঁদের খাবারের স্বাদ উপভোগ করেছেন। কারি লাইফ সাময়িকীর প্রকাশক ও সম্পাদক দুই সহোদর সৈয়দ বেলাল আহমেদ ও সৈয়দ নাহাস পাশার বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে, তাঁদের উদ্যোগে ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিকদের সম্পৃক্ত করতে পারা। তাঁদের আয়োজনেও লর্ডসভার অন্তত দুজন সদস্য লর্ড শেখ ও লর্ড বিলমুরিয়া এবং কনজারভেটিভ পার্টির এমপি পল স্কালি হাজির ছিলেন।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের কারও কারও সাফল্যের এসব কাহিনি অন্যদের জন্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে; বিশেষ করে নতুন বৈশ্বিক বাস্তবতায়। যেখানে বিশ্বায়নের ধারা এখন উ্ ামুখী। আর সে কারণেই অভিবাসীদের পরভূমে ধাতস্থ হওয়াই এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, নতুন দেশের নতুন বাস্তবতায় মূলধারায় যুক্ত হতে পারা।

ইউরোপ ও আমেরিকায় অভিবাসীদের জন্য এখন সময়টা ভালো না। ব্রিটেনের ব্রেক্সিট, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের শাসন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে উগ্র ডানপন্থী দলগুলোর উত্থান অভিবাসীদের জন্য দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব্য জাতীয়তাবাদীদের কাছে এখন সব সমস্যার উৎস অভিবাসীরা। অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, স্কুল কিংবা হাসপাতালের মতো রাষ্ট্রীয় সেবাব্যবস্থায় চাপ, নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ–সবকিছুর জন্যই এখন অভিযোগের আঙুল অভিবাসীদের দিকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিবাসন দুটোই এখন বাড়তি কড়াকড়ির মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রান্তনীতি অনুসরণের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংঘাত যে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর চাপ তৈরি করেছে, তা মোকাবিলার ক্ষমতা ও সামর্থ্য পশ্চিমা দেশগুলোর নেই। ফলে যাঁরা অভিবাসী হতে চান, তাঁদের জন্য বিভিন্ন দেশের সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার ওই সব দেশে ইতিমধ্যে স্থায়ী হওয়া অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্য বাড়ছে এবং তাঁরা নানা ধরনের প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়ায় অবৈধ বা অনিয়মিত হয়ে পড়া অভিবাসীদের জন্য আমাদের সরকার সময়ে-সময়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে থাকে। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার ক্ষেত্রে সে রকম কোনো উদ্যোগের কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি; বরং চলতি মাসেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর ইইউ যে সম্মত বিবৃতি প্রকাশ করেছে, তাতে ইউরোপীয় দেশগুলোতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার অঙ্গীকারের কথা রয়েছে। দেশের বাইরে নানা ধরনের প্রতিকূলতা যখন অভিবাসীদের নিত্যসঙ্গী, তখন তার সঙ্গে আবার বাড়তি উদ্বেগ যুক্ত হয়েছে প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইন। জন্মসূত্রের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নতুন আইনে প্রবাসীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবেন–এমন আশঙ্কা যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়, সেটাই প্রত্যাশা।

অভিবাসীদের নিয়ে এতসব কথার পাশাপাশি রাজনীতির কথাও কিছুটা বলা দরকার। গেল সপ্তাহেই সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি দীপু মনি লন্ডনে বাংলাদেশ বিষয়ে আগ্রহী ব্রিটিশ এমপিদের সঙ্গে এক সান্ধ্য আয়োজনে মিলিত হন। আবার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগও আগামী মাসে স্বাধীনতার মাস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ওয়েস্টমিনস্টারেই একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। মনে হচ্ছে, বিদেশেও সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি বাড়ানো ক্ষমতাসীন দলের কার্যক্রম জোরদার করাও এখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি, সহিংসতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন প্রশ্নে ওয়েস্টমিনস্টারে যতটা বিতর্ক হয়েছে, সে রকমটি আর কোথাও হওয়ার রেকর্ড নেই বলেই হয়তো আওয়ামী লীগের এই উদ্যোগ।

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক।

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper

● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

New drivers caught using phones to lose licence

Why Hollywood has abandoned Brand Israel

Three-month-old baby suffered 47 broken bones and was violently shaken to death after weeks of 'systematic abuse' because father couldn't stand the child's deformed hand

A baby who suffered 47 broken bones and was shaken to death was 'mistreated' because of his deformed hand, a court heard.

Mohammed Miah, 37, and Rebeka Nazmin, 31, from Poplar, east London, are accused of murdering their three-month-old son Rifat Mohammed in July last year.

Over his 13 weeks of life, Rifat suffered 'systematic abuse' that left him with 38 rib fractures, eight fractures to his legs and a broken spine, the Old Bailey heard.

Three-month-old Rifat Mohammed who suffered 47 broken bones was shaken to death was 'mistreated' because of his deformed hand. Parents Mohammed Miah, 37, and Rebeka Nazmin, 31, from Poplar are on trial at the Old Bailey (pictured) accused of his murder

His injures were caused by 'squeezing' the chest and twisting or pulling on his limbs, the court heard.

The baby was also allegedly hit with a mobile phone charger cable and burned on a radiator, the Old Bailey heard.

After Rifat died, his mother told authorities that her husband had a problem with their child's deformed hand and had abused him because of it.

Both parents tried to cast blame for Rifat's injuries on another child.

On finding the dead baby, Nazmin encouraged the child to 'shake' Rifat to create an alternate explanation for his injuries, jurors were told.

The baby was also allegedly hit with a mobile phone charger cable and burned on a radiator,

In a police interview, Miah said the same child had held Rifat 'at arms length and had brought him back and forth', the court heard.

The child was also blamed for turning up a radiator that burned the baby's leg.

But another child witness told police that Miah did it in Nazmin's presence, jurors were told.

Opening the trial, prosecutor Ed Brown QC told jurors: 'The death of Rifat, the three-month-old baby, represents the culmination of a series of serious assaults inflicted on him during his short life.

'These injuries caused by those who should have been caring for him - his parents.

'Or if not physically caused by both, by one and encouraged by the other, each nevertheless were criminally culpable.

'Each parent took none of the steps any reasonable parent would to prevent them being caused.

'He was found on examination to have suffered a terrible number of significant fractures. Broken bones occurred in the weeks and days leading up to his death.

'The immediate cause of death was internal head and brain injuries consistent with that young baby being violently shaken or when his head was hit against an object of some kind on the third or fourth of July last year.

'There was found after his death evidence of at least one earlier incident in which the baby Rifat was shaken, causing internal bleeding in the head which was later found in post mortem.'

On the morning of July 4 last year, Rifat's mother called 999 and his father spoke to emergency services.

Paramedics arrived at the family home and found the baby 'lifeless' on the floor of his mother's bedroom.

Mr Brown told jurors to examine the reaction of the parents in the 'desperate moments' after the crew arrived.

On arrival at Great Ormond Street Hospital, doctors noticed 'extensive burns' to Rifat's leg as well as bruises on his ears, shoulder and back.

Rifat was taken to Great Ormond Street, where doctors noticed 'extensive burns' to Rifat's leg as well as bruises on his ears, shoulder and back

A CT scan revealed bleeding on the brain and the following day the decision was taken to stop Rifat's life support, the court heard.

Nazmin appeared 'visibly upset' and reportedly said: 'He killed my baby. Tell his dad he has died, that's what he wants.'

On being told that Rifat's life support was being switched off, Miah is said to have not reacted and looked at the floor.

Mr Brown said: 'You may think that a father, quite innocent of wrong-doing, of any violence himself that caused or contributed to death, not reacting in those circumstances is telling.'

The pathologist who examined Rifat's body noted 'significant and multiple previous bone injuries' to the upper body and legs, jurors were told.

Mr Brown said: 'Given Rifat's age and therefore immobility, these injuries would be typical of inflicted injuries arising through the squeezing of the chest in relation to rib fractures and twisting or pulling of the limbs in relation to lower limb fractures.'

The recent burns on the leg were 'consistent with contact with a radiator', he said.

Miah told authorities that Rifat had fallen asleep and his legs had touched a radiator which had been turned up by a child, who cannot be identified.

After she was arrested, Nazmin allegedly suggested that her partner Miah had a problem with her child's birth defect of four undeveloped fingers.

She allegedly said to a prison officer: 'If he didn't like him (the baby), why did he not leave?'

In an ABE interview, the child witness described finding Rifat dead and not breathing on July 4 last year.

The youngster asked what he should do and was allegedly told by Nazmin to 'shake' the baby, which he did. He also sprinkled water on his face to wake him.

The child also reported seeing Miah smiling as he hit the baby with a mobile phone charger cable.

The defendants deny murder and causing the death of Rifat.

The pair are further charged with causing or allowing Rifat to suffer serious physical harm between March 31 and July 6 last year.

Miah, described in court as 'significantly overweight', is also accused of cruelty towards two other children, who cannot be identified, on July 4 last year.

Nazmin wept in court throughout the first day of the trial.

Fresh Uber row as boss swears at driver upset with fares

Uber boss Travis Kalanick

Uber boss Travis Kalanick has apologised after a video emerged of him swearing at one of the company's drivers.

The outburst came after Fawzi Kamel, who was driving the chief executive, complained his income was falling and blamed Uber's fare structure.

In an email to staff, Mr Kalanick said he was "ashamed" of his behaviour and admitted he needed to "grow up".

Just two weeks ago he apologised for "abhorrent" sexism at Uber.

And on Monday, Mr Kalanick asked his engineering chief Amit Singhal to resign following a related development.

Bloomberg published the video showing a row between Mr Kalanick and Mr Kamel, a driver who picked him up in early February.

After a back and forth about lower prices on Uber's service, Mr Kalanick eventually told the 37-year-old: "Some people don't like to take responsibility... They blame everything in their life on somebody else. Good luck!"

In his staff memo, Mr Kalanick said: "By now I'm sure you've seen the video where I treated an Uber driver disrespectfully, To say that I am ashamed is an extreme understatement.

"My job as your leader is to lead… and that starts with behaving in a way that makes us all proud. That is not what I did, and it cannot be explained away.

"It's clear this video is a reflection of me - and the criticism we've received is a stark reminder that I must fundamentally change as a leader and grow up. This is the first time I've been willing to admit that I need leadership help and I intend to get it.

"I want to profoundly apologise to Fawzi, as well as the driver and rider community, and to the Uber team."

Top state schools 'dominated by richest families'

On the day that families in England and Wales are allocated secondary school places, research shows that the richest children dominate top state schools.

Analysis of data shows 43% of pupils at England's outstanding secondaries are from the wealthiest 20% of families.

The study from education charity Teach First also shows poorer pupils are half as likely as the richest to be heading to an outstanding secondary school.

Ministers said plans for new grammars would create more good school places.

Under the admissions code, state schools in England must follow strict rules to ensure fair access to school places.

Teach First, which fast-tracks high-flying graduates into schools in deprived areas, also commissioned a survey of 2,000 adults on their views on gaining access to good and outstanding schools.

It showed nine out of 10 parents felt it was very important that their child went to a highly rated school.

Teach First said there was very little variation between parents from different social groups.

About 93% said attending their first choice school was key to their child's future, and nearly three-quarters said they would appeal if they did not get their first choice school.

The Teach First research coincides with a separate study by the social mobility charity Sutton Trust, which suggests poorer children in England are much less likely to gain places at the 500 comprehensives that achieve the best GCSE grades.

Analysis of figures from the National Pupil Database for the charity found over 85% of schools in the top 500 took a smaller proportion of disadvantaged pupils than lived in their immediate areas.

In the average state school, 17% of secondary pupils were eligible for free school meals, compared with 9% in the top 500, the researchers found.

About half this difference is due to these schools having catchment areas with fewer disadvantaged pupils, but the rest is due to social selection.

Faith schools

The study also found a house price premium of about 20% near top comprehensives

A typical house in one of these catchment areas costs about £45,700 more than the average property in the same local authority.

This means pupils whose families can afford to buy in these areas are more likely to get places at the top secondary schools, pricing poorer pupils out, says the charity.

Faith schools, which make up a third of the top 500 schools, and admit pupils on religious grounds from outside their immediate neighbourhood, were particularly socially selective.

Faith schools in the top 500 took 6% fewer pupils on free school meals than lived in the area nearest the school - compared with 2% fewer in non-faith schools, the researchers found.

Last year, 62,301 appeals were lodged for primary and secondary schools (3% of total admissions) of which 22% were successful.

Both sets of research come as parents across England receive details of which secondary schools their children have been offered.

Last year, 84% of applicants for a secondary school place were offered their first preference school.

And about 95% received an offer from one of their top three preference schools.

A Department for Education spokeswoman called selection by house price "simply unfair", adding that the government had already set in motion plans to tackle it.

"We plan to create more good school places in more parts of the country by scrapping the ban on new grammar schools, as well as harnessing the expertise and resources of our universities, and our independent and faith schools," said the spokeswoman.

News

New drivers caught using phones to lose licence

Drivers caught using a phone within two years of passing their test will have their licence revoked under new rules in England, Scotland and Wales.

Penalties for using a phone at the wheel double from 1 March to six points and a £200 fine.

New drivers who get six points or more must retake their practical and theory. More experienced drivers can be banned if they get 12 points in three years.

The tougher punishments come alongside a hard-hitting advertising campaign.

In 2015 - the latest year for which figures are available - 22 people were killed and 99 seriously injured in accidents where a driver was using their phone.

From Wednesday, police forces will carry out a seven-day crackdown, with extra patrols and an "increased focus" on people using their phones while driving.

About 3,600 drivers were handed penalties in the last co-ordinated enforcement week from 23-29 January, the Department for Transport said.

Adverts aimed at discouraging phone use have been developed by the government's road safety group Think! and the AA Charitable Trust, and will be shown at cinemas and on billboards, radio and social media.

In one, a drunk man suggests he swap places with his sober girlfriend, who is texting while driving him home.

The film ends with the message: "You wouldn't drink and drive. Don't text and drive."

"Everything died on that day because that man decided to pick up his phone."

Those are the words of Emily Carvin, whose mother Zoe was killed 11 years ago when an HGV driver crashed into her car while texting.

Emily, along with her father Paul, above, and brother Ben, feature in the government's campaign designed to persuade drivers to change their behaviour.

"People use the word accident," Paul says in the film, Life without Zoe. "It wasn't an accident. It didn't come about by accident. It was a road crash caused by somebody doing something that he shouldn't have been doing."

Ben adds: "There's nothing so important that it cannot wait. Don't use your phone."

Transport Secretary Chris Grayling said: "It may seem innocent, but holding and using your phone at the wheel risks serious injury and even death to yourself and other road users.

"Doubling penalties will act as a strong deterrent to motorists tempted to pick up their phone while driving and will also mean repeat offenders could find themselves banned from our roads if they are caught twice."

Calls to prevent drivers using phones intensified last year in the wake of several high-profile cases and research indicating that it was widespread.

In October, lorry driver Tomasz Kroker, who killed a mother and three children while distracted by his phone, was jailed for 10 years.

Edmund King, president of the AA, said too many drivers were addicted to their phones.

"We need to break this addiction and the best way is for drivers to go cold turkey - turn off the phone and put it in the glove box."

Chief Constable Suzette Davenport, National Police Chiefs' Council roads policing lead, said: "We need people to understand that this is not a minor offence that they can get away with."

"We need to break this addiction and the best way is for drivers to go cold turkey - turn off the phone and put it in the glove box."

What is the law?

Can I check social media or texts if I'm queuing in traffic or stopped at traffic lights?

No - a hand held phone cannot be used, even if stopped at lights. Texting and scrolling social media (even if the phone is mounted on a hands-free holder) is distracting and dangerous. It doesn't come under the handheld mobile phone law but the police may decide to charge you with a number of other offences.

Can I use my phone to listen to music, play podcasts or watch video clips?

You can't watch video clips - not even if your phone is mounted in a hands-free holder.

You can use your phone to listen to music and podcasts but only if your phone is in a hands-free holder or connected by Bluetooth.

However, just as you can be distracted by the noise of a car radio, if it affects your ability to drive safely, you could still be prosecuted by the police.

Can I use my phone's sat nav?

Yes - as long as the phone is mounted in a hands-free holder. If it's in your hands, it's illegal.

However, if you are distracted by the sat nav and it affects your ability to drive safely, you could still be prosecuted by the police.

Can I pull over to check my phone?

Yes, providing you are safely parked with the engine switched off, you can pull into a lay-by or pull up on a single yellow line (providing there are no road markings showing restrictions at that time).

What counts as hands-free?

A dashboard holder or cradle, earphones or a Bluetooth connection. It is illegal to use hand-held microphones or to hold your phone out on loudspeaker.

Smart watches and voice-activated software are legal, but again can be a distraction, and the driver may be liable for other offences.

So what can I do on my phone?

You can only use your phone in your hands if you are safely parked. The only exception is if you need to call 999 or 112 in an emergency and it is unsafe or impractical to stop.

What about learner drivers?

The same rules apply, and it is also illegal to use a hand-held phone or similar device when supervising a learner driver or motorcycle rider.

Early warning signs of heart attacks 'being missed'

Early warning signs may have been missed in one in six heart attack deaths in England, a study suggests.

Researchers looked at all heart attack hospital admissions and deaths between 2006 and 2010.

The team, from Imperial College London, found 16% who died of a heart attack within 28 days of an admission had not been diagnosed - despite symptoms like chest pain most likely being present.

The British Heart Foundation has called the research "concerning".

The study authors from the School of Public Health at Imperial College say more research is "urgently needed".

The research, published in the Lancet, looked at the hospital records of all 135,950 deaths in England due to heart attacks over the four-year period.

The records showed whether the person had been admitted to hospital in the previous four weeks and whether signs of a heart attack were recorded as the primary reason for the hospital admission, a secondary reason or not recorded at all.

The data showed 21,677 of the patients had no mention of heart attack symptoms in their hospital records.

Lead author Dr Perviz Asaria said: "Doctors are very good at treating heart attacks when they are the main cause of admission, but we don't do very well treating secondary heart attacks or at picking up subtle signs which might point to a heart attack death in the near future."

Heart attack symptoms

- Chest pain - a sensation of pressure, tightness or squeezing in the centre of the chest
- Pain in other parts of the body - it can feel as if the pain is travelling from the chest to the arms (usually the left arm is affected, but it can affect both arms), jaw, neck, back and abdomen
- Feeling lightheaded or dizzy
- Sweating
- Shortness of breath
- Feeling sick (nausea) or being sick (vomiting)
- Overwhelming sense of anxiety (similar to having a panic attack)
- Coughing or wheezing

Although the chest pain is often severe, some people may only experience minor pain, similar to indigestion. In some cases, there may not be any chest pain at all, especially in women, elderly people and people with diabetes.

Source: NHS

The report authors say symptoms, such as fainting, shortness of breath and chest pain, were apparent up to a month before death in some patients.

But they point out doctors may not have been alert to the possibility that these signalled an approaching fatal heart attack because there was no obvious damage to the heart at the time.

Prof Majid Ezzati, who also worked on the study, said: "We cannot yet say why these signs are being missed, which is why more detailed research must be conducted to make recommendations for change.

"This might include updated guidance for healthcare professionals, changes in clinical culture, or allowing doctors more time to examine patients and look at their previous records."

Prof Jeremy Pearson, associate medical director at the British Heart Foundation, said: "This study shows that large numbers of people who die of a heart attack have visited hospital in the month before, but have not been diagnosed with heart disease.

"This failure to detect warning signs is concerning and these results should prompt doctors to be more vigilant, reducing the chance that symptoms are missed, ultimately saving more lives."

A spokesman for the Royal College of Physicians said: "The treatment of heart attacks is one of the success stories of modern medicine but this paper is an important reminder that there are still areas where we can improve care.

"While many heart attacks present with classical pain in the chest in people who smoke and have other risk factors for heart disease, many heart attacks don't present this way and in people not obviously at high risk.

"The challenge is to accurately and speedily diagnose all these patients so that they can be offered best care. Education of the public, of GPs, paramedics and Emergency Department doctors is essential if we are to improve even further the care we offer to patients having a heart attack."

News

Tariq Ramadan: 'Muslims need to reform their minds'

Tariq Ramadan knows all about travel bans. After all, he was never meant to end up here, in a pebbledash semi in north-west London. In 2004, he was on his way to the US, having been offered the role of professor of Islamic studies at the University of Notre Dame, in Indiana. Suddenly, nine days before his flight, a house already rented, kids enrolled in school, his visa was revoked.

The reasons given were vague at first, but eventually came down to the fact he supported a charity the Bush administration labelled a fundraiser for Hamas. They argued Ramadan should have known about the links. How could he, he said, when the donations were made before the blacklisting – in other words, before the US government itself knew? He believes, instead, that he was singled out for his opposition to the war in Iraq.

In 2010, Hillary Clinton, as secretary of state, revoked the revocation, but by that time, Ramadan had been embraced by St Antony's College, Oxford. Ramadan has no regrets. "I'm very happy that they prevented me from going. I'm much better off here," he says, in gently accented English (he grew up in Geneva, speaking French and Arabic). Commuting to Oxford, he has madeMetroland his home. In the States, he says, "I don't think it's a political atmosphere where you are free to speak. People are scared."

It's probably just as well he feels that way: the Trump administration won't be rolling out the welcome mat. As well as its plans for a new executive order designed to prevent millions of Muslims from entering the country, it's considering designating the Muslim Brotherhood a terrorist organisation. That poses a problem for Ramadan, as it was his grandfather, Hassan al-Banna, who founded the movement.

This family connection has given rise to a lot of innuendo over the years. Some of his detractors believe that Ramadan himself is a walking Brotherhood front: smooth-talking, but with a forked tongue. His calls for peace and dialogue apparently mask a secret agenda to Islamise Europe. I can't find any reason to disbelieve Ramadan when he says he's not a member of the organisation. He has been open in books and talks about his approach – to remain faithful to thetenets of Islam, but resolutely to participate in western society – and it seems unnecessary to invoke a shadowy puppet-master.

"I'm the grandson of Hassan al-Banna and this is fact," he says. "I have been quite critical of the organisation. With the last book that I wrote about the Arab awakening, and even after 2011, I was very critical. Now to be critical ... is [one thing]. To reduce them to something which is violent extremism, and to acknowledge and to accept the rhetoric of [Egyptian president] Sisi and before him Mubarak: that's not going to help any country. Because these people, you challenge them with democracy and with arguments, not with repression and torture."

Ramadan believes that terrorist designation would set a terrible precedent. "Listening now ... to dictators list who are the terrorists … that's going to be very, very bad for the future of the Middle East."

Is this the most troubling moment for the Muslim world since 9/11? Not only do we have Donald Trump, but in France, where Ramadan has an office and spends much of his time, more than one in four voters back Marine Le Pen. How worried is he?

"You know, the last election ... when Hollande won, I said he physically won the election, but politically, the far-right party, Front National, won. Because its rhetoric was everywhere. They are winning the game." If it's Le Pen, he explains, "it's going to be worse, but it's already very bad. Of course we have to resist her party, but the most important thing is the normalisation of her rhetoric in the Socialist party and [among] the Republicans."

Ramadan is optimistic, however, because he says national politics matter less than what goes on in communities. There, he has written, Muslims can "rise to the occasion", meeting the challenges posed by a climate of fear by taking an unflinching look at themselves, while engaging to make society, as a whole, more just.

Is this the "Muslim reformation" that everyone from Bill Maher to the likes of the now ex-national security adviser Michael Flynn believes is necessary? "We shouldn't export terminology. Islam doesn't need a reformation, but Muslims need to reform their minds, their interpretations of Islam, which is not exactly the same as what you [went] through because we don't have a church."

Ramadan's latest book, called Islam: The Essentials, is an attempt to set out just how this change of mind needs to come about. It's billed as "a Pelican introduction" to the religion, but those seeking a For Dummies-style guide will be disappointed. It's written in Ramadan's trademark stately prose (he is both more energising and more succinct as a speaker), and gets deep into the weeds of what it means to be a Muslim in the age of globalisation. That said, an appendix, Ten Things You Thought You Knew About Islam, offers a punchy recap of his thoughts on key issues, including sharia, jihad and dress codes. Ramadan explains that Sharia is a guide to ethics, not simply a legal code. Corporal and capital punishments are the result of a "brutal and literalist" application of it and should be suspended. His approach to gay people seems to be love the sinner, hate the sin – a conservative one in the context of very recent progress in the west, but hardly incompatible with life here, as millions of traditional Christians demonstrate. Islam considers modest dress for men and women an obligation, although not an essential one.

Ramadan wants Muslims, particularly western ones, to think of themselves as absolutely part of modern society, and to push it in the direction of human rights and equality of opportunity. He is clearly frustrated by the reduction of his faith into questions of hijab or homosexuality by non-Muslims. (He points out that Islam's role as the puritan foil to a permissive west is relatively new. Until well after the Enlightenment, Muslim cultures were seen as threatening because of their libertinism and sensuality.)

Ramadan boils his prescription for western Muslims – and he is clear that Islamis now a western religion, too – down to four Ls: "Knowledge of the country's language, respect for its laws, loyalty to its society and liberty for the citizens." Out of context, those are phrases that many parties of the right in Europe would love to get in their election manifestos, and many on the left might want to but wouldn't dare. And yet Ramadan still has credibility among Muslim grassroots: he is in high demand as a speaker, particularly to young people, and not just on the liberal fringe. How does he do it?

What he projects is the sense of being nobody's stooge. He speaks truth to power, whether that's in the corrupt, conservative Middle East, or the belligerent west. It wasn't just the US, and at one point, France, that refused him entry – he has also been banned from Saudi Arabia, Egypt and several other Muslim-majority countries. He says he was named, recently, in two Islamic State videos, as being "more dangerous towards Islam than the non-Muslims". The threat was considered big enough for him to be offered protection by the British government, but he turned it down, thinking it would be too disruptive.

So why does he continue to be attacked as a threat to liberal values, even our safety? There's no shortage of unflattering material out there about him. One of the more outlandish examples is a front-page story that appeared in the Sun on 12 July 2005, less than a week after the bombings that killed 52 people in London. It branded him an Islamic militant, who had come to preach (he is not a cleric). A leader in the same paper called him an extremist who "backs suicide bombings". It went on to describe him as a "a soft-spoken professor whose moderate tones present an acceptable, 'reasonable' face of terror to impressionable young Muslims." A pungent Richard Littlejohn column was thrown in for good measure.

The Sun articles read as though completely divorced from reality, and the febrile post-7/7 atmosphere offers no excuse. Ramadan is unhappy when I bring them up – I don't blame him – but they form part of a pattern of reaction to him that seems important.

In a 2003 TV clash with Nicolas Sarkozy, then France's interior minister, Ramadan's call for a moratorium on corporal and capital punishment across the Muslim world was wilfully misconstrued as support for the stoning of women. Rotterdam city council, which employed Ramadan as a community adviser, had 54 tapes of talks he had given in Arabic translated after allegations of homophobia and misogyny surfaced. They declared the reports to be inaccurate, but later fired him anyway for hosting a show on Iran's regime-funded Press TV. In her book Frère Tariq – Brother Tariq – French journalist Caroline Fourest laid out a charge sheet against him that included a visceral loyalty to the Muslim Brotherhood and use of double discourse to fool non-Muslim audiences. Last year, the mayor of Bordeaux, Alain Juppé, said Ramadan was not welcome in the city, claiming his position on issues such as secularism, men and women and equality was ambiguous.

It's hard to escape the conclusion that this kind of controversy is the fate of any Muslim public intellectual who attempts to grapple with the world as it is, rather than as we would like it to be. Ramadan gives as good as he gets, though. He took the US to court over his visa, and did the same with Rotterdam. He gave an interview to the Sun to "rectify" their account of him, and sued another journalist who accused him of doublespeak.

This instinct to strike back doesn't always help his case. Despite his very clear and repeated denunciations of antisemitism as un-Islamic, it's a charge that has nevertheless been levelled at him. The reason? An article he wrote in 2003 accusing certain Jewish public figures (and non-Jewish ones, he says now, admitting that this point was not made clear in the original) of "communitarianism" for failing to denounce Israeli human rights abuses.

In it, he wrote that if Muslim intellectuals are expected to condemn the acts of the Saudi regime and terrorism or violence in Pakistan, Jewish ones should do the same when it comes to Israel. He tells me he doesn't regret writing the piece, even after all the trouble it has caused (Sarkozy brought it up during their row). I put it to him that it's unfair to expect anyone to bear responsibility for the policies of a government they didn't elect, starting with Muslims, and that two wrongs don't make a right. "I disagree with you," he says. "Because I think there is a moral obligation. I really think that as a Muslim, when I see things that are done in my name, as in Saudi Arabia, I have to speak out. I'm not responsible, but I have to speak out. And I think that ... some of the Jewish people in France are speaking out, and saying: not in my name. And I think that is a moral duty."

Ramadan's attempts to find a place for Islamic orthodoxy in the secular west has seen him "constantly doing the splits", according to one reviewer. He's quick to respond: "It's in your mind, it's not my reality." But I wonder whether, as for many ordinary Muslims, that sense of a faultline is most acute where the generations meet. He has four children between the ages of 15 and 30, two girls and two boys. Are they serious about their faith, like him? "To my knowledge, yes," he laughs. "Yes, I think that they are practising Muslims." Would they tell him if they weren't?

"No, I'm not sure that they would tell me everything about that. And I don't think that they have to. I think it's their life."

There have been problems, tensions, yes. "What I got from them is the difficulty to be consistent, but stories about the way it was difficult, they didn't tell me," he smiles again.

It strikes me that Ramadan's essential quality is consistency. He states his positions often and clearly, and they rarely change. Perhaps that is why he has infuriated so many people, in Muslim-majority countries, in Europe and the US. "There's a type of Muslim," he tells me, "that we only listen to when they are saying what we want them to say. I'm not this type of guy. I'm not going to repeat what you want me to say. I take the Qur'an seriously, I take the texts seriously, I want to be faithful to my tradition and face up to the challenges of my time. This is difficult."

Feature

Abdul Sattar Edhi: Why Google honours him today

Edhi, who founded the world's largest volunteer ambulance network, would have been 89 on Tuesday

Edhi was known as the 'Angel of Mercy' in Pakistan

EDHI QUOTATIONS

- '[People] have yet to become human'
- 'My ambulance is more Muslim than you'
- 'No religion higher than humanity'

Abdul Sattar Edhi founded the world's largest volunteer ambulance network in Pakistan, the Edhi Foundation.

Unlike wealthy individuals that fund charities in their names, Edhi dedicated his life to the poor from the age of 20, when he himself was penniless in Karachi.

The reach of Edhi's foundation grew internationally, and in 2005 the organisation raised $100,000 in aid relief for the victims of Hurricane Katrina.

Edhi was born before partition in Bantva, Gujarat, India on February 28, 1928.

He died last year in Karachi of renal failure. He was offered treatment abroad, but insisted on being treated in a government hospital at home.

The Edhi Foundation's slogan is: "Live and help live".

Today would have been his 89th birthday.

In his honour, Google changed its logo in the United States; Iceland; Portugal; Australia; New Zealand; Japan; Estonia; the UK; Denmark; Ireland and Pakistan to a doodle, or illustration, of Edhi.

Google hailed Edhi's "super-efficient" ambulance service.

"In celebration of Abdul Sattar Edhi, let's all lend a hand to someone in need today," it said.

The technology giant's team has created more than 2,000 doodles for homepages around the world. Among those recently celebrated are Pramoedya Ananta Toer, Fred Korematsu and Edmonia Lewis.

"The doodle selection process aims to celebrate interesting events and anniversaries that reflect Google's personality and love for innovation," the company says.

'No religion higher than humanity'

With more than 1,800 ambulances stationed across Pakistan, the Edhi Foundation is Pakistan's largest welfare organisation. In 1997, the foundation entered the GuinnessWorld Records as the "largest volunteer ambulance organisation".

If you call 115 in the South Asian nation, the Edhi Foundation will answer.

A team of 'Googlers' decides who gets the doodle treatment, the tech giant says [Screenshot from Google]

In his words, at the start of his work, Edhi "begged for donations" and "people gave".

This allowed him to convert a tiny room into a medical dispensary. He also bought an ambulance that he himself drove around.

Raising more donations and enlisting medical students as volunteers, his humanitarian reach expanded across the country.

Today the Edhi Foundation runs outpatient hospitals, a child adoption centre and rescue boats.

It also helps in the burials of unidentified bodies.

There are cradles for "unwanted babies" outside Edhi emergency centres.

Throughout his life, Edhi emphasised the humanitarian, rather than religious, motivation for his work.

His foundation receives "zakat" (Islamic charity) donations, which he used to help Muslims, Christians and Hindus.

Asked why he helped non-Muslims, he said: "Because my ambulance is more Muslim than you."

He also famously lamented: "People have become educated ... but have yet to become human."

When he died, Prime Minister Nawaz Sharif said: "Edhi was the real manifestation of love for those who are socially vulnerable, impoverished, helpless and poor. We have lost a great servant of humanity."

Nobel Peace Prize

Throughout his life and after he died, many questioned why Edhi never received the Nobel Peace Prize.

After the nominations in 2014, the hashtag #NobelPrizeforEdhi was created; many said he should have been recognised instead ofMalala Yousafzai, who is also from Pakistan.

In an interview with the Express Tribunenewspaper, Edhi said: "I don't care about it. The Nobel Prize doesn't mean anything to me. I want these people, I want humanity."

In that same interview, he recalled an incident that he would never forget.

"There was a woman who committed suicide by jumping into the sea along with her six children," he said. "I was really saddened while giving them 'ghusal' (Islamic washing ritual after death) as part of the funeral rituals."

According to Pakistan's Nation newspaper, the State Bank of Pakistan will next month issue a commemorative coin of Rs50 in memory of Edhi.

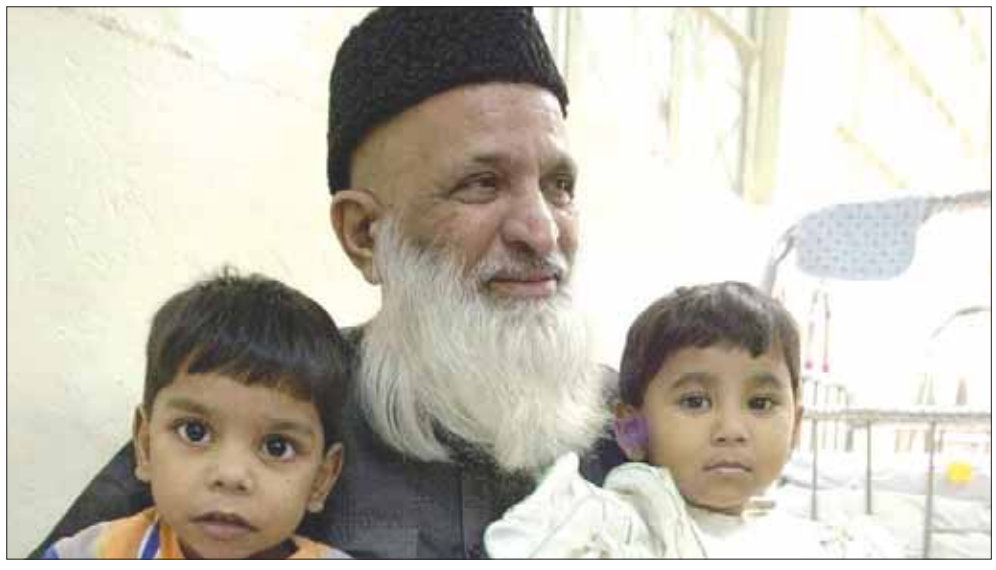

When you fact-check Donald Trump's latest speech, you find that even the technically true parts aren't really true

By Holly Baxter

Total shock and surprise reigned this morning when we woke up to find that the Associated Press had fact-checked Donald Trump's Joint Address to Congress and found that almost every big claim made in the speech was false.

His budget plan will offer "one of the largest increases in national defence spending in American history", he claimed, while actually Congress has raised budgets by larger percentages than the one offered by him (10 per cent) three times in recent years (2002, 2003 and 2008.)

"The vast majority of individuals convicted of terrorism-related offences since 9/11 came here from outside our country," he stated, while government information suggests that just over half of those people were actually born inside the US.

"According to the National Academy of Sciences, our current immigration system costs America's taxpayers many billions of dollars a year," he continued, while the report actually stated that the children of immigrants "are among the strongest economic and fiscal contributors to the population."

And even when what he said was technically true, it wasn't the full truth – like his claim that 95 million Americans are "out of the labour force". That figure includes retirees, high school and university students, and stay-at-home parents who aren't currently seeking work, so it hardly paints an accurate picture of the unemployment crisis he would have you believe Obama presided over.

He also said borders had been "left wide open" for "drugs to pour in at a now unprecedented rate". He's right about the drug crisis – in 2015, 52,000 people in the US died of drug overdoses alone, more than the 43,000 who died during the 1995 peak of the HIV/Aids epidemic. But heroin and other hard drugs which move across borders are, as Vox points out, only a small part of that: almost two thirds of those deadly overdoses involved an opioid painkiller, for which pharmaceutical companies have to take some of the blame. That problem isn't going away even if immigration from Mexico and Central America suddenly plummets to zero.

What about the money that's "pouring in" from Nato, because of "very strong and frank discussions" with Donald Trump the hard negotiator? It's been

Continued on page 37 ...

News

Why Hollywood has abandoned Brand Israel

By Catherine Rottenberg

2017 Oscar Nominees photographed

As Israel moves ever more dangerously rightward - evidenced by the latest law legalising the state's expropriation of private Palestinian lands and the extremely conservative appointees to the High Court - Prime Minister Benjamin Netanyahu seems, perhaps paradoxically, more obsessed than in the past with promoting Israel's positive image in the international arena.

Indeed, the current government has poured millions of dollars into its Brand Israel campaign. Just this past December, Haaretz reported that the tourism ministry "was granted its biggest marketing budget ever in the past year as it tried to change Israel's image as a travel destination and expand the range of tourism offerings."

Apparently, the government is hell bent on trying to convince the international community that the Jewish state is and remains the only democracy in the Middle East.

This illusion appears increasingly difficult to sustain as time passes and fewer international actors seem to be buying it.

Apropos actors - let's take a look at the latest reports from Hollywood. In the days before the 2017 Oscars award ceremony, a flurry of articles were published on how the Tourist Ministry attempted to lure 26 nominees to Israel with lavish tour packages estimated at about $55,000 each.

Government officials justified their actions by insisting on the importance of regaling celebrities with the "real Israel".

Clearly what is at stake here is the projection - and exorbitant chorographical production - of normality, where the celebrities are used as a vital prop in the Brand Israel campaign.

Leading media outlets, however, reported that not one of the two dozen stars had accepted the invitation. The often politically incorrect Jennifer Lawrence handed her package deal over to her parents, while Leonardo DiCaprio appears to have had enough of Israeli paparazzi, particularly given his experiences during his past visits with his then girlfriend, supermodel Bar Refaeli.

The unwillingness of these Hollywood stars to participate in Israel's branding efforts could well mark an important transformation in popular United States-Israel relations.

On the one hand, these actors have not made any public declaration or come out publicly in support of the Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS). Therefore, their refusal to accept an all-expenses-paid - and more - visit to Israel should not be understood as an active or overt political statement.

On the other hand, the total absence of any signs of enthusiasm about visiting the "Holy Land" on the part of the Oscar nominees could point to something else, namely, a profound shift in cultural perceptions.

As Israel's settler colonial project continues unabated, many younger Americans - who also happen to be these celebrities' main fan base - consider the country and its policies incredibly divisive.

Avoiding an incendiary discussion

A recent Pew Report highlights this trend. Although most Americans still sympathise more with Israel than with the Palestinians, over the past decade US public opinion has shifted quite dramatically.

Indeed, for the first time this century - and thus in history - liberal Democrats are about equally split between sympathising more with Israel (33 percent) and with the Palestinians (40 percent).

Furthermore, among the Millennials fewer than half (43 percent) sympathise more with Israel, while about a quarter of them (27 percent) sympathise more with the Palestinians, the highest percentage of any generation.

The Hollywood stars' refusal to take advantage of Israel's lavish package tours could therefore reflect a desire to avoid entering into this very polarised and incendiary discussion.

In other words, these stars - who are endlessly promoting brands and products (mostly their own) to as broad an audience as possible (but mostly to Millennials) - may well have realised that endorsing the Israel brand has simply become too controversial.

Ultimately, though, no matter what the stars' convictions are vis-a-vis Israel, the overwhelming lack of response reveals, at the very least, that Israel is no longer a particularly desirable destination, even for an all-expenses paid vacation.

The Israeli lobby, it turns out, can no longer take Hollywood for granted as part of its Brand Israel campaign. And this is significant.

Additionally, however, this also suggests that, not unlike the final years of the South African Apartheid regime, the cultural front has become an increasingly important site of struggle.

Indeed, just last week, another crisis erupted when only five of 11 NFL players joined a trip to Israel after the Super Bowl.

As Seattle Seahawks defensive end, Michael Bennett stated, he would "not be used" by Israel for publicity. "When I do go to Israel - and I do plan to go - it will be to see not only Israel but also the West Bank and Gaza so I can see how the Palestinians, who have called this land home for thousands of years, live their lives."

Although the fight against Israel's headlong move towards apartheid will undoubtedly have to continue to be waged on a variety of fronts, stars and superstars may well have an increasingly important part to play in this very real drama.

After all, if Hollywood has taught us anything at all, it is that we should never underestimate the power or influence of popular culture.

Catherine Rottenberg is a Marie Sklodowska Curie Fellow in the Sociology Department, Goldsmiths College and the author of Performing Americanness: Race, Class, and Gender in Modern African-American and Jewish-American Literature.

Continued from page 36 ...

widely reported that this sentence was an ad-lib by Trump, absent from the original transcript of the speech. Bloomberg's Nick Wadhams, among others, said that this could best be explained by Trump taking credit for the 28 member states in Nato raising their defence budgets over the last three years or so – many of whom decided to up those budgets before Trump became president. It's true that few of the member states were keeping religiously to Nato's defence target of 2 per cent, but recent global events (not least European countries' concerns about Russia after the annexation of Crimea) have played a part in changing that. It's doubtful that the rhetoric of Donald Trump was the sole – or even the main – reason for those developments.

We know that this is a trend in Trumpland: The Donald likes to take credit for whatever he possibly can, whether or not the achievement in question is his own. "We've saved taxpayers hundreds of millions of dollars by bringing down the price" of the F-35 jet fighter, he claimed in his speech this morning, though these cost savings were secured entirely or at least mostly under President Obama (the same President Obama who's apparently behind all those anti-Trump protests and White House leaks.)

"As we speak tonight, we are removing gang members, drug dealers, and criminals that threaten our communities and prey on our very innocent citizens," Trump told his adoring fans and his fierce detractors. "Bad ones are going out as I speak, and as I promised throughout the campaign."

If only life and humans were like that, with the good ones and the bad ones and an easily agreed-upon delineation between the two. In reality, the message is very simple and the solution is very complicated. When politicians understand that, rhetoric still has its place. But when they don't, and so attempt simplistic solutions while pushing patently false claims, things have the potential to go very wrong indeed

সফল ব্যবসায়ীর জীবনীগ্রন্থ 'কিংপ্রন' প্রকাশিত

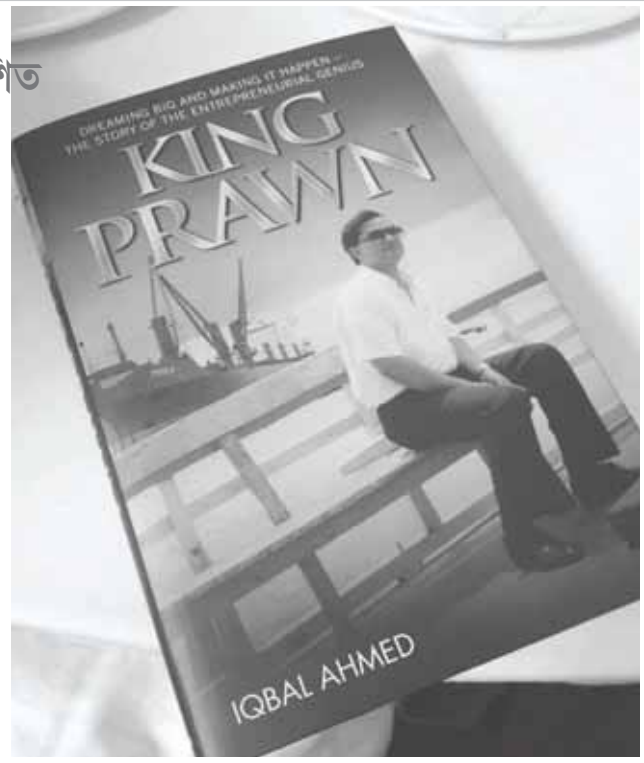

পিতার ব্রিটেনে আগমন। তারপর তিনিসহ তার পরিবারের সদস্যদের ব্রিটেনে আসা। এছাড়া বইটিতে রয়েছে ব্রিটেনে সেই সময়ের বর্ণবাদ। জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে গিয়ে নানান ঘাত প্রতিঘাতের কাহিনী।

বইটিতে তিনি তার সফলতার পেছনে তিন নারীর কথা তুলে ধরেন। এর একজন তার দাদী, অপর দুইজন তার মা ও স্ত্রী।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইকবাল আহমদ ওবিই বলেন, পারিবারিক সহযোগিতা ছাড়া তার সফলতা অসম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, তিনি এই বই লিখতে ৫ বছরের বেশি সময় নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনার খন্দকার তালহা, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, ইকবাল আহমদ ওবিই'র স্ত্রী সালমা আহমদ, ভাই কামাল আহমদ, পুত্র মঞ্জুর ইকবাল, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মকদ্দুস, কুশিয়ারার স্বত্তাধিকারী হারুন মিয়া, বিসিএর প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার, সেক্রেটারি এম এ মুনিম, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী, সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন, সৈয়দ বেলাল আহমদ, তবারকুল ইসলাম পারভেজ, সারোয়ার কবির, ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া প্রমূখ।

পেছন ফিরে দেখা: ২০১৫ ইকবাল আহমদ ওবিই ব্রিটেনের শীর্ষ ধনীর তালিকায় স্থান লাভ করেন। ব্রিটেনভিত্তিক সানডে টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইকবাল আহমদ ব্রিটেনের এক হাজার ধনীর তালিকায় ৪৬৬তম স্থান লাভ করেন। তার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২০ মিলিয়ন পাউন্ড বেড়ে হয়েছে

২০৫ মিলিয়ন পাউন্ড হয়।

সিলেটের কৃতী সন্তান ইকবাল আহমদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে সিলেটে। যৌবনে পাড়ি জমান স্বপ্নের দেশ ব্রিটেনে। ১৯৭১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ব্রিটেনে এসেছিলেন ইকবাল আহমদ। ব্রিটেনের ওয়েস্ট মিনিস্টারের সিটি কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে লেখাপড়া শেষ করে জড়িয়ে পড়েন পারিবারিক ব্যবসায়। গড়ে তুলেন সী মার্ক ও ইবকোর মতো সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ইকবাল আহমদের প্রথম ব্যবসা শুরু ১৯৭৬ সালে। সেই ব্যবসা চালাতেন তার বাবা। গ্রেটার মানচেস্টারে সেই ব্যবসা ছিল।

ইকবাল আহমদ ওবিই ২০০৬ সালে সর্বপ্রথম বিখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী সানডে টাইমসের তালিকায় ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি হিসেবে উঠে আসেন। ব্রিটেনের শীর্ষ ধনীর তালিকায় সে বছর ৫১১ নম্বর স্থান দখল করেন ইকবাল আহমদ। তার সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হয় ১১০ মিলিয়ন পাউন্ড।

এরপর ২০০৯ সালে এশিয়ার ২০ ধনীর তালিকায় উঠে আসেন সফল ব্যবসায়ী ইকবাল আহমদ। গত বছর ব্রিটিশ সাময়িকী সানডে টাইমসে শীর্ষ ধনীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। ধনীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান ৪৬৫তম। এ বছর ধনীর তালিকায় তাঁর স্থান ৪৬৬তম।

ইকবাল আহমদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সী মার্ক বাংলাদেশে ৪হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ও ব্রিটেনে ৫শত মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি করে ইউরোপ-আমেরিকায়। আর ইবকো পুরো ইউরোপে ফ্রোজেন ফুড সরবরাহকারী।

ইকবাল আহমদের সঙ্গে ব্যবসায় সহযোগী হিসেবে আছেন তার ভাই কামাল আহমদ ও বিলাল আহমদ। তিন ভাইয়ের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইকবাল আহমদ। ব্রিটেন-বাংলাদেশ ছাড়াও তাদের ব্যবসা এখন আমেরিকাতেও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সী মার্ক গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ ওবিইর জন্ম ১৯৫৬ সালে সিলেটে। ইকবাল আহমদ জানিয়েছেন সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিন সন্তানের জনক তিনি। সিলেটের চৌহাট্টায় মানরু শপিং সিটির মালিকও ইকবাল আহমদ। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম সিরাজনগর গ্রামে। বর্তমানে তিনি পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন ম্যানচেস্টারে।

পপলারে এক বাঙালি পরিবারে জঘন্য কাণ্ড

মা নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন যে, রিফাতের অস্বাভাবিক হাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করার বিষয়টি তাঁর স্বামী মেনে নিতে পারেননি এবং এ কারণে তিনি রিফাতের উপর নির্যাতন করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রিফাতের দেহের আঘাতের দায় অন্য এক শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মা রেবেকা নাজমিন মৃত্যুর পরও রিফাতের মৃতদেহকে আরও বেশি ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন দ্বিতীয় শিশুটিকে। এর মাধ্যমে তিনি রিফাতের মৃত্যুর জন্য ওই শিশুটিকে দায়ী করার অজুহাত খুঁজছিলেন বলে শুনানীতে বলা হয়। পুলিশকে দেওয়া সাক্ষাতকারে মুহাম্মদ মিয়াও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় শিশুটি রিফাতকে হাত দিয়ে তুলে দূর থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে-পেছনে করেছে। রেডিয়েটরের উত্তাপে ছেঁকা দিয়ে রিফাতের পা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওই একই শিশুর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন রিফাতের অভিযুক্ত পিতা-মাতা। কিন্তু পুলিশকে অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী শিশু বলেছে, স্ত্রী নাজমিনের উপস্থিতিতেই স্বামী মুহাম্মদ মিয়া ওই কাজ করেছেন।

মামলার শুনানী শুরু হওয়ার পর প্রসিকিউটর এড ব্রাউন কিউসি জুরিদের বলেন: "বাবা-মা হিসাবে যাদের উচিত ছিল রিফাতকে রক্ষা করা তাঁরাই জখম করেছে শিশুটিকে। আর শারীরিকভাবে যদি দুজনেই নির্যাতন না করে থাকেন তবে একজন শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন আর অন্যজন তাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে দুইজনই অপরাধ করেছেন"।

২০১৬ সালের ৪ঠা জুলাই সকালে রিফাতের মা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন এবং এমার্জেন্সী সার্ভিসের সাথে কথা বলেন রিফাতের বাবা। প্যারামেডিকরা এসে রিফাতের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন রিফাতের মায়ের বেডরুমের মেঝেতে। প্রসিকিউটর ব্রাউন শুনানীতে জুরিদের উদ্যেশে বলেন: রিফাতকে গ্রেইট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তার পায়ের বড় অংশজুড়ে পোড়া দাগ দেখতে পান। এছাড়াও কানে, কাঁধে ও শরীরের পেছনে আঘাতের চিহ্ন পান। সিটি স্ক্যানে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ধরা পড়ে এবং পরের দিনই রিফাতের লাইফ-সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। এসময় নাজমিনকে 'বাহ্যিকভাবে শোকগ্রস্ত' দেখাচ্ছিলো। তখন নাজমিনকে বলতে শোনা যায়: "সে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে। তার বাবাকে বলো সে মারা গেছে, সে-তো এটাই চায়"। শুনানীতে আরও জানানো হয়, রিফাতের লাইফ-সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার কথা মুহাম্মদ মিয়াকে জানানো হলে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, সে কেবল মেঝের দিকে তাকিয়েছিল। প্রসিকিউটর ব্রাউন এইসব পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য জুরিদের প্রতি অনুরোধ জানান।

রিফাতের পায়ের পোড়া দাগ সম্পর্কে মুহাম্মদ মিয়া পুলিশকে বলেন, রিফাত ঘুমিয়ে পড়ার পর তার পা রেডিয়েটরে গিয়ে লাগে এবং অপর এক শিশু রেডিয়েটরটি সুইচ-অন করে। আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে দ্বিতীয় শিশুটির নাম কিংবা পরিচয় এই সংবাদে প্রকাশ করা হয়নি। গ্রেফতার হওয়ার পর নাজমিন পুলিশকে জানিয়েছেন যে, রিফাতের হাতের চারটি অপূর্ণাঙ্গ আঙ্গুল নিয়ে তার পার্টনার মুহাম্মদ মিয়ার সমস্যা ছিল। কারা কর্মকর্তাদের কাছে নাজমিন বলেন: "সে যদি তাকে (বাচ্চাকে) পছন্দ
না-ই করতো তবে তাকে পরিত্যাগ করলেইতো পারতো"। মামলার নাম আসা দ্বিতীয় শিশুটিকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হলে সে জানায়, গত বছরের ৪ জুলাই সে রিফাতকে মৃত অবস্থায় পায় এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ছিল। সে এখন কী করবে- দ্বিতীয় শিশুটি এমন প্রশ্ন করলে রেবেকা নাজমিন রিফাতের দেহকে ঝাঁকাতে বলে এবং সে তাই করে। রিফাতকে জাগিয়ে তুলতে সে তার মুখে পানির ছিটাও দেয়। মুহাম্মদ মিয়া ও রেবেকা নাজমিন তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুনানী শুরু হলে আদালতের কাঠগড়ায় সারাক্ষণই কান্না করেছেন নাজমিন।

(মেইল অনলাইন অবলম্বনে)

বৃটেনে সকল স্কুলে যৌন শিক্ষা বাধ্যতামূলক হচ্ছে

চালু করতে হবে। তবে বাধ্যতামূলক হলেও অভিভাবকরা আগের মতোই তাদের সন্তানদের সেক্স এন্ড রিলেশনশীপ্স এডুকেশন থেকে প্রত্যাহার করার অধিকার পাবেন।

এক লিখিত বিবৃতিতে জাস্টিন গ্রিনিং বলেন, সেক্স এন্ড রিলেশনশীপ্স শিক্ষার আইনগত নির্দেশনা ২০০০ সালে জারি করা হয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথে সেই বিধানগুলো সেকেলে হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, সাইবার বুলিং, সেক্সটিং ও অনলাইন সেইফটির মতো আধুনিক আধুনিক সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে ২০০০ সালের নির্দেশনাটি। জনমত জরিপের মাধ্যমে জনগণের মতামত নিয়ে ভবিষ্যতে পার্সনাল, স্যোশাল এন্ড হেলথ এডুকেশন (পিএসএইচই) বাধ্যতামূলক করার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন এডুকেশন সেক্রেটারি।

লন্ডনে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালিয়ে ৫ পথচারীকে মারাত্মক আহত

করেছেন এক ড্রাইভার। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় সাউথ ইস্ট লন্ডনের বিলিংহামের ব্রমলি রোডে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় ড্রাইভারকে আটক করে সাউথ লন্ডন হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতের মধ্যে ২৫ বছর বয়সী এক তরুণের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

যুক্তরাজ্যে ইইউ নাগরিকদের অবাধ প্রবেশ রুদ্ধ হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী থেরেসা ১৫ মার্চের আগে যেকোনো দিন যুক্তরাজ্যে অবাধে চলাচলের 'ডেডলাইন' হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। এই সময়ের পরে যারা যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করবেন তারা দেশটিতে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন না। এই ডেডলাইনের মধ্যে ৩.৬ মিলিয়ন ইউরোপিয় ইউনিয়নের নাগরিক যারা ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে বাস করছেন এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিক যারা ইইউভুক্ত দেশগুলোতে থাকছেন, শুধুমাত্র তাদের অধিকারই সংরক্ষিত হবে।

ইউরোপিয় ইউনিয়নের বিরোধী কনসারভেটিভ এমপি ইয়েন ডানকান স্মিথ বলেছেন, থেরেসা বুঝতে পেরেছেন যে নিয়ন্ত্রণ নিতে হলে উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন দিনদিন অসৎ এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, তাই ডেডলাইনের বিষয়ে থেরেসা মে তার বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করবেন।

গাড়ি ড্রাইভিংকালে মোবাইল ব্যবহার কঠোর আইন কার্যকর

ড্রাইভারদের জরিমানা দ্বিগুণ করে ছয় পয়েন্ট করার পাশাপাশি ২০০ পাউন্ড জরিমানারও বিধান করা হয়েছে। নতুন আইন কার্যকর হওয়ার ফলে যে সকল নতুন ড্রাইভার ছয় পয়েন্ট কিংবা তার চেয়ে বেশি পয়েন্ট পাবেন তাদেরকে আবারও থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল উভয় টেস্টে পাশ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ড্রাইভাররা তিন বছরে ১২ পয়েন্ট পেলে তাদের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ হতে পারে।

ড্রাইভিং সংক্রান্ত নতুন আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে পুলিশ ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করবে। তল্লাশি অভিযান বৃদ্ধিসহ ড্রাইভারদের মোবাইল ব্যবহারের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে চলতি এই অভিযানে। গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত সর্বশেষ একই ধরণের অভিযানে ৩ হাজার ৬০০ জন ড্রাইভারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের এক হিসাবে জানা যায়, ড্রাইভারদের মোবাইল ব্যবহারের কারণে ২২ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন ৯৯ জন।

২২ জন পেলেন বিশেষ সম্মাননা

অনুষ্ঠানে টেলিভিশন মিডিয়া ক্যাটাগরিতে বেস্ট সংবাদ পাঠক হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন চ্যানেল এস-এর জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক সাংবাদিক সৈয়দ আফসার উদ্দিন এবং বেস্ট সংবাদ পাঠিকা হিসেবে অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন ড. জাকি রেজওয়ানা আনওয়ার। তাছাড়া বেস্ট টিভি প্রেজেন্টার হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন এটিএন বাংলা ইউকের 'আলাপচারিতা' অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার এবং চ্যানেল এস-এর 'অভিমত' অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টার ফারহান মাসুদ খান।

বেস্ট মিউজিক শো প্রেজেন্টার মহিলা হিসেবে চ্যানেল এস এর মিক্স এন্ড ম্যাচ অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা লোপা রহমান এবং পুরুষ হিসেবে সুর জলসা অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টার সান্ডি ম্যান অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

টিভি বিজ্ঞাপন ক্যাটাগরিতে বেস্ট অভিনেতা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন কেয়ায়েত খান। তিনি ওয়েস্টমিনস্টার ল' চেম্বারের বিজ্ঞাপনে দৃষ্টিকাড়া অভিনয়ের জন্য অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। তাছাড়া টিভি বিজ্ঞাপনে বেস্ট অভিনেত্রী হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন প্রেসটিজের বিজ্ঞাপনে অভিনয়কারী নার্গিস পলিন আক্তার। এই ক্যাটাগরিতে বেস্ট টিভি বিজ্ঞাপন হিসেবে তাজ সলিসিটর্স অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সলিসিটর তাজ রহমান অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

বেস্ট মহিলা শিল্পী হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন লাবনী বড়ুয়া, পুরুষ শিল্পী হিসেবে সাইফুল উদ্দিন, বেস্ট লিরিক অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন শামসুল জাকি স্বপন। বেস্ট মিউজিক ভিডিও ক্যাটাগরিতে সুমন শরীফ, বেস্ট মিউজিক ডাইরেক্টর হিসেবে আবু এমরান অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

ড্রামা ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন বেস্ট নাট্যকার গুলশান মিকাইল মেহতাব, বেস্ট ডাইরেক্টর অব ফটোগ্রাফি আজাদ খান, বেস্ট পুরুষ সাপোর্টিং অভিনেতা গ্রিথ রিচ লোপেজ, বেস্ট ভিলেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্টিফেন মার্ক। বেস্ট অভিনেতা হিসেবে গুলশান মিকাইল মেহতাব, বেস্ট অভিনেত্রী শিরলী রানী ও বেস্ট ডাইরেক্টর হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন আজাদ খান। বেস্ট ড্রামা ক্যাটাগরিতে ফটোরাজনীতি নাটকের জন্য অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন মশহুদ বখশ নাজমুল।

লন্ডনের তরুণ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিনহাজ কিবরিয়া ও আসহাদ উদ্দিন প্রবর্তিত 'ইস্টউড মিউজিক অ্যান্ড মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস'-এ বিচারকন্ডলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিলেতের বাংলা গানের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আলাউর রহমান, গৌরী চৌধুরী, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমেদ ময়েজ, টিভি উপস্থাপক মিসবাহ জামাল, চলচ্চিত্র নির্মাতা রুহুল আমিন ও মনসুর আলী।

তারকা ভরপুর এ অনুষ্ঠানটি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনা করেন রেজা কবির, মিনহাজ কিবরিয়া, অমি চৌধুরী, মিনহাজ খান ও আমিন রেজা। পুরস্কার প্রদানে সহায়তা করেন টিভি মডেল ও অভিনেত্রী জেরিন আহমেদ স্মৃতি। সংগীত পরিবেশন করেন বাপ্পী লাহিড়ী ও স্থানীয় সংগীতশিল্পীরা। মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশন করেন সাবিরা সুলতানা সোনিয়া ও তার দল।

অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক মিনহাজ কিবরিয়া জানান, বিলেতে সাত লাখেরও বেশি বাঙালির বসবাস যার একটি বড় অংশ বিলেতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় তারা তাদের শিকড় ভুলে যাবে। আর এ কাজটি লন্ডনে যারা নিরলসভাবে করছেন বাংলা গান, নাটক, টক শো ইত্যাদির মাধ্যমে- আমরা তাদের সম্মানিত ও আরো উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ইস্টউড অ্যাওয়ার্ডস প্রবর্তন করেছি। আমাদের সামনে আরো ব্যাপক পরিসরে, সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

'ইস্টউড মিউজিক অ্যান্ড মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসে লন্ডনের প্রিন্ট মিডিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কেন অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি-সাপ্তাহিক দেশ-এর এমন এক প্রশ্নের জবাবে মিনহাজ কিবরিয়া বলেন, সময়ের সল্পতায় আমরা মিডিয়ার সকল বিভাগকে এ বছর সম্পৃক্ত করতে পারিনি। প্রিন্ট মিডিয়ার সহযোগিতা পেলে আমরা আগামী বছর তাদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করবো।

সংবাদমাধ্যমে তথ্যপাচার রোধে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের ফোন তল্লাশি

দেশ ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের ফোন তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্রেস সেক্রেটারি শন স্পাইসার নিজেই তল্লাশির তদারকি করছেন। হোয়াইট হাউস থেকে সংবাদমাধ্যমে তথ্য পাচার রোধে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সিএনএনসহ বেশ কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রোববার হোয়াইট হাউস কর্মকর্তাদের ফোন তল্লাশিসংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই ভুয়া সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ করছেন। বলছেন, গোপন তথ্যসূত্র উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করতে হবে।

নিউইয়র্ক টাইমস, সিএনএনের মতো মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রোষানলের শিকার। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তাব্যূহ ভেদ করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম প্রতিদিনই নানা অব্যবস্থাপনার সংবাদ প্রকাশ করছে। এবার সরষের ভেতর ভূত খোঁজা শুরু হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের মতে, হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি টেলিফোন তল্লাশি শুরু করেছেন।গোপন সব কথা কে বা কারা পাচার করছেন, এ জন্যই এই তল্লাশি চলছে।

ফক্স নিউজের সংবাদে বলা হয়েছে, প্রেস সেক্রেটারি শন স্পাইসার হোয়াইট হাউসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠান। বাইরে পাচারের কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত হবে বলেও কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ ধরনের অ্যাপসের খোঁজ করা হয়। এসব অ্যাপস দিয়ে প্রযুক্তিগত সংকেতের মাধ্যমে তথ্য পাচার হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের অ্যাপসে বার্তা পাঠানোর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়। কোনো প্রমাণ থাকে না।

সাম্প্রতিক কালে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বেশ কিছু স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশন করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। সংগত কারণেই এসব সংবাদসূত্রের নাম গোপন রাখতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কারণেই বারবার বলছেন, তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে ভুয়া গণমাধ্যম সংবাদ প্রচার করছে। হোয়াইট হাউসের গোপন সংবাদ পাচার ঠেকাতে এখন শক্ত অবস্থানে রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। পলিটিকো তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলেছে, প্রেস সেক্রেটারি শন স্পাইসার কেবল ফোন তল্লাশিই করেননি; অনেক কর্মকর্তার অন্যান্য প্রযুক্তিও তল্লাশি করেছেন। একদিকে গোপন তথ্য পাচার নিয়ে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস রয়েছে, অন্যদিকে চাকরি হারানোর ভয় রয়েছে খোদ হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের মধ্যে। গোপন তথ্যসূত্রের বরাত দিয়ে তাঁদের এমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার খবরও দ্রুত মার্কিন মিডিয়ায় আসছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমকে ভুয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে সবাই তা মনে করছে না। একদল সমর্থক এই সপ্তাহান্তে টাইমস্কয়ার সংলগ্ন নিউইয়র্ক টাইমস ভবনের পাশে সংহতি সমাবেশ করেছে।

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের এসব সংগঠক বলছেন, কঠিন সব সত্যপ্রকাশের মাধ্যমে নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকা আজকের এই অবস্থানে এসেছে। সংবাদমাধ্যম নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

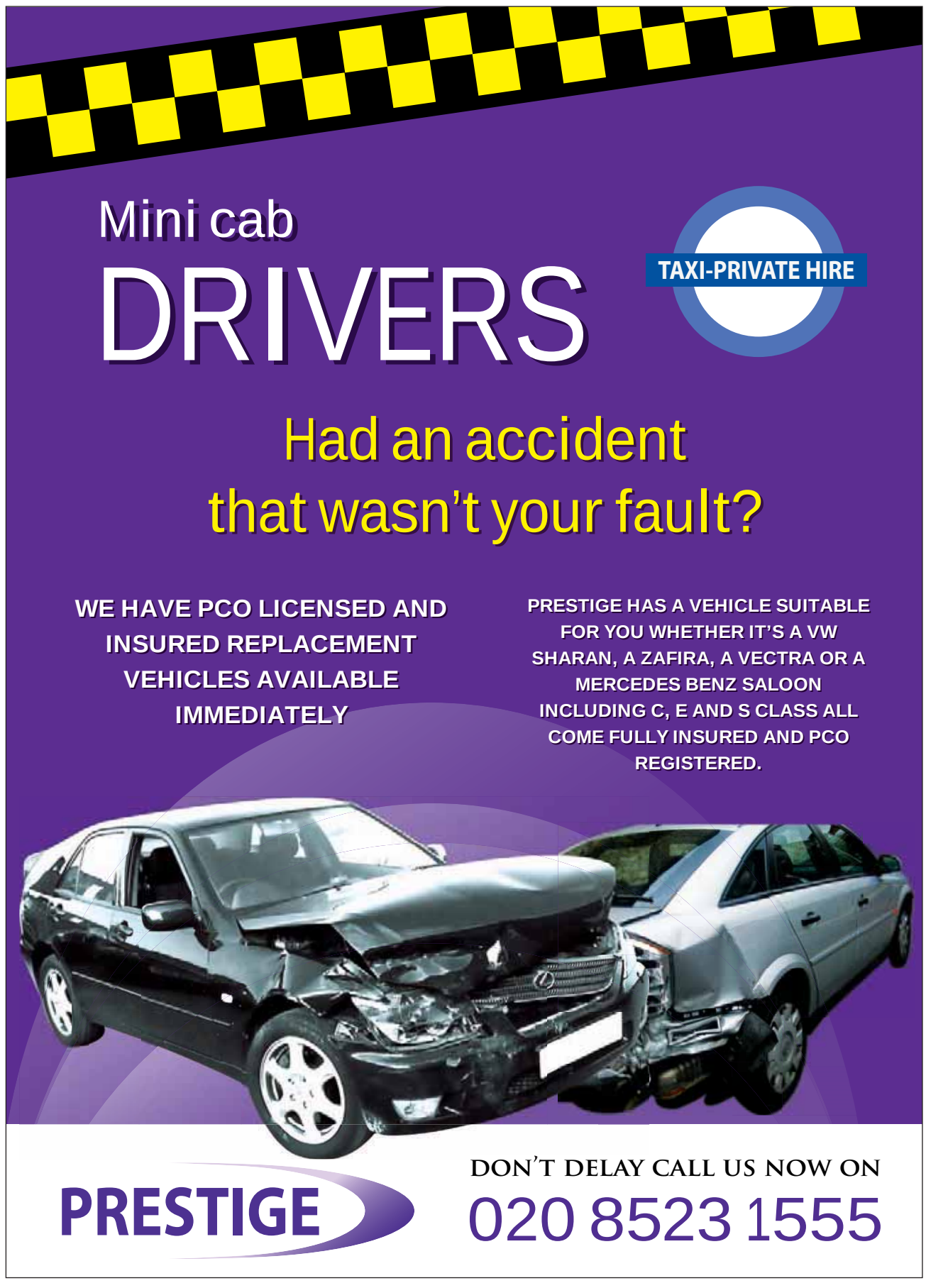

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

ইস্টউড মিউজিক ও মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭

২২ জন পেলেন বিশেষ সম্মাননা

বেস্ট সংবাদ পাঠক সৈয়দ আফসার উদ্দিন, বেস্ট সংবাদ পাঠিকা জাকি রেজওয়ানা, বেস্ট টিভি উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার ও বেস্ট উপস্থাপক ফারহান খান

দেশ রিপোর্ট: বিলেতে মিউজিক ও মিডিয়ায় কর্মরত হিরোদেরকে সম্মাননা জানাতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ইস্টউড মিউজিক ও মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের মেফেয়ার ভেন্যুতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এই অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত ব্যক্তিত্ব বাপ্পী লাহিড়ীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ২২জনকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। বিচারকমন্ডলী তাঁদেরকে আগেই মনোনীত করেন, তবে মূল অনুষ্ঠানে টানটান উত্তেজনায় ঘোষণা করা হয় চূড়ান্ত বিজয়ীদের নাম।

পৃষ্ঠা ৩৯

যুক্তরাজ্যে ইইউ নাগরিকদের অবাধ প্রবেশ রুদ্ধ হচ্ছে

লন্ডন, ৩ মার্চ: ব্রিটেনে ইইউ পাসপোর্টধারীদের অবাধে প্রবেশের অধিকার খর্ব করতে যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। ইইউভুক্ত দেশগুলো থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের হার বৃদ্ধি পেতে পারে এমন আশংকা থেকে ব্রেক্সিট কার্যকর হবার আগেই এমন পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি।

দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। টেলিগ্রাফ বলছে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাইলে ইইউ চুক্তির অনেক শর্তের বিরুদ্ধে যেতে হবে থেরেসা মেকে।

আগামী মাসে ব্রেক্সিট থেকে বের হতে আর্টিকেল ৫০ উপস্থাপনের সময়ই এই সিদ্ধান্ত আসতে পারে। যুক্তরাজ্য সরকার আশংকা করছে যে ব্রেক্সিট কার্যকরের আগে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক লোক যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।

পৃষ্ঠা ৩৮

লন্ডনে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালিয়ে ৫ পথচারীকে মারাত্মক আহত

লন্ডন, ৩ মার্চ: লন্ডনে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালিয়ে এক মহিলাসহ ৫ পথচারীকে গুরুতর আহত

পৃষ্ঠা ৩৮

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk